ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-268 ■ 8 July, 2025 ■ আগরতলা ৮ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ২৩ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টাউন হলের নামকরণ নিয়ে বিতর্ক

জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন বিরোধী দলনেতা ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। টাউন হলের নাম টাউন হল-ই থাকবে, শুধু পাশে ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জুড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

আসলে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামের জায়গায়, এখানে কার্ল মার্কস থাকতো খুশি হতো সিপিআইএম। আজ সাংবাদিক টাউন হলের নাম পরিবর্তন ইস্যুতে বিরোধী দলনেতার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্মরণে আগরতলা টাউন হলকে নামাঙ্কিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সম্মান জানিয়ে বর্তমান বিজেপি সরকার প্রতিনিয়ত উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর কথায়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের টাউন হলের নাম বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তার বিভিন্ন উদাহরন জনসম্মুখে রয়েছে। তাহলে এ-ই বিষয়টিকে নিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী কেন জনগণের মধ্যে বিভ্রান্ত তৈরীর চেষ্টা করছেন, প্রশ্ন তুলেন তিনি। ব্যাপক মানুষের সমর্থন ☛ ৪ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক দলগুলো ইতিহাস মুছার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে ঃ রঞ্জিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ইতিহাস মুছার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা টাউন হলের নাম পরিবর্তনের ঘোষনার তীব্র বিরোধীতা করে এমনটাই বললেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। সাথে আগরতলা টাউন হলের নাম পরিবর্তন করে মুখ্যমন্ত্রীকে বিতর্কে না জড়ানোর পরামর্শ দিলেন তিনি। এদিন তিনি বলেন, রাজ্যের অন্যত্রে একটি বিশাল হল করে তাঁর নাম ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুর্খাজির নামে নামাঙ্কিত করুক, তাতে কারোর আপত্তি থাকবে না। কিন্তু আগরতলা টাউন হলের নাম পরিবর্তন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, এদিন তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি গন্ডছড়াকে গন্ডাতুইসা, বড়মুড়াকে হাতাইকাতর এবং আগরতলা বিমানবন্দরে নাম বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের নামে নামাঙ্কিত করেছেন।

বিরোধীতার কোন কারণ নেই ঃ দীপক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। আগরতলা টাউন হলের নাম পরিবর্তন করার বিষয়ে বিরোধিতা করার কোনো কারণ নেই। দেশে আরো বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের হলের নামকরণ মহান ব্যক্তিদের নামে করা হয়েছে। বিরোধীরা তাদের আমলে তাদের দলের নেতাদের নামে বিভিন্ন হলের নামকরণ করেছে। তারবেলায় কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু এখন শাসক দলের আদর্শ নেতৃত্বের নামে হলের নামকরণ হওয়ার ফলেই বিরোধীরা এর বিরোধিতা করছেন। এদিন এভাবেই বর্তমান আগরতলা টাউন হলের নাম পরিবর্তন ইস্যুতে নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি আরো বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশে ও রাজ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের সম্মান প্রদান করা হয়েছে। সমাজ গঠনে, রাষ্ট্রগঠনে যাঁদের অবদান রয়েছে তাঁদের যোগ্য সম্মান জানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। আগরতলা বিমান বন্দরের নম পরির্বতন করে বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নামে নামকরণ করা হয়েছে। তেমনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির রাষ্ট্রগঠনে অবদান অস্বীকার করার নয়। তাই এটি গর্বের বিষয় যে আগরতলায় ☛ ৪ এর পাতায় দেখুন

লামডিং-বদরপুর রুটে ফের ধ্বস, বন্ধ রেল চলাচল, বাতিল বহু ট্রেন

যাত্রী দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। অসমের ডিমা হাসাও জেলার লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি রেলপথে ফের নতুন ভূমিধসের কারণে রবিবার ৬ জুলাই রাত থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ধসটি ঘটেছে ৫০/২ কিলোমিটার পয়েন্টে দিহাখো ও মুপা স্টেশনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

এই এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই ভূমিধসপ্রবণ বলে চিহ্নিত এবং ২৩ জুন থেকে একাধিকবার ধসের কারণে রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে।

পাহাড় ধসের ফলে মুপা ও দিহাখো স্টেশনের মধ্যবর্তী ৫১/১-২ কিমি অঞ্চলে ট্র্যাক সম্পূর্ণরূপে মাটিচাপা পড়ে যায়। ফলে রেল চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে এবং দ্রুত ধস সরানোর কাজ চলছে। যাত্রীসুবিধার জন্য গুয়াহাটি, লামডিং, শিলচর, বদরপুর ও আগরতলা স্টেশনগুলোতে সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

এর আগে ২৩ জুন জাটিঙ্গা লামপুর ও নিউ হাফলং স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি বড় ধসের কারণে এক সপ্তাহের জন্য রেল চলাচল বন্ধ ছিল। ৩০ জুন তা আংশিকভাবে পুনরায় চালু হলেও, ৩ জুলাই আবার মুপা এলাকায় নতুন ধস পড়ে। শুক্রবার সাময়িকভাবে রেল চলাচল শুরু হলেও টানা বৃষ্টিপাতে আবারও ভূমিধস ঘটে এবং পুনরায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) জানিয়েছে, যাত্রীদের জন্য খাবার ও প্রাথমিক পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কামাখ্যা, গুয়াহাটি, লামডিং, নিউ হাফলং, শিলচর, বদরপুর ও আগরতলায় সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, দ্রুত রেলপথ স্বাভাবিক করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ধসের কারণে বাতিল হয়েছে ৭ ও ৮ জুলাই ১৫৬১৫ গুয়াহাটি—শিলচর এক্সপ্রেস এবং ১৫৬১১/১৫৬১২ রংগিয়া---সিলচর —রংগিয়া এক্সপ্রেস, ৮ ও ৯ জুলাই ১৫৬১৬ শিলচর—গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, ৭ জুলাই ১৫৬১৭ গুয়াহাটি---দুর্লভছড়া এক্সপ্রেস ও ০৫৬৩৮ শিলচর—নাহারলাগুন এক্সপ্রেস এবং ৮ জুলাই ১৫৬১৮ দুর্লভছড়া—গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ও ০৫৬৩৭ নাহারলাগুন—সিলচর এক্সপ্রেস।

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে শহরে মিছিল, নেতৃত্বে মথার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। সোমবার "বাংলাদেশী গো ব্যাক" শ্লোগানে ভাসলো রাজধানী আগরতলা। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর দাবিতে এক অরাজনৈতিক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয় আজ রাজধানী আগরতলায়। এদিনের এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিপ্রা মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এই আন্দোলন আরো জোরদার হবে, এ দিনের সমাবেশ থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।

অনুপ্রবেশকারীদের পুনরায় বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দাবিতে আজ রাজধানী আগরতলায় এক অরাজনৈতিক মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গনে এসে এক সমাবেশে মিলিত হয়। এ দিনের মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। জাতীয় পতাকা হাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানোর দাবিতে সোচ্চার হয় গোটা ☛ ৪ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগে ডিজিপি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ আশীষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। সারা রাজ্যে বিরোধী দলের উপর আক্রমণ এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের সঙ্গে দেখা করেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আশিস কুমার সাহা বলেন, শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীরা প্রতিনিয়ত বিরোধী দলের নেতৃত্বদের উপর হামলা চালাচ্ছে। অধিকাংশ ঘটনাতেই পুলিশের উপস্থিতি থাকলেও তারা কার্য্যত নিষ্ক্রিয় থেকেছে। গোটা রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। আসলে বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গেছে, জনগণ শাসকদলের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। তাই তাঁরা সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করেছে। এদিন তিনি আরও বলেন, দলীয় কার্য্যালয়ে ভাঙচুর, মোটরবাইক ধ্বংস, সভা ভণ্ডুল ইত্যাদি ঘটনা প্রায় দৈনন্দিন চিত্রে

পরিণত হয়েছে। এমনকি এসব হামলা দিবালোকে পুলিশের সামনেই ঘটছে। অথচ পুলিশ কোনওরকম হস্তক্ষেপ করছে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ না নিয়ে মৌন দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি, আশিস হত্যাকান্ডের তদন্ত ধীর গতিতে চলছে বলে মৃতের পরিবারের অভিযোগ। ওই অভিযোগের মূলে পুলিশের মহানির্দেশকের নিকট চিঠি দিয়ে স্পেশাল ইনভেস্টিগেটর টিম গঠন করার জন্য দাবি জানিয়েছেন।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে

দুই স্থানে পথ অবরোধ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। একই দিনে মহকুমার দুটো স্থানে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছে ছাত্র ছাত্রীরা। তবে দুটি অবরোধেই মহকুমার কাঁঠালিয়া ব্লক বিদ্যালয় পরিদর্শকের অন্তর্গত চলে। এদিকে, অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, যাত্রীদের চরম দূর্ভোগের শিকার হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন সোনামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক ব্রজলাল দেববর্মা এবং কাঁঠালিয়া বিদ্যালয়ের পরিদর্শক শম্ভু চরণ দেববর্মা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দুর্লভপুর হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধে সামিল হয়েছে। এদিন তাঁরা সোনামুড়া থেকে রাজনগর যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করেন। একই দিনে শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে সোনামুড়া মহকুমার বেজিমারা হাই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা সোনামুড়া-বিলোনিয়া সড়ক অবরোধ করেন।

তাঁদের অভিযোগ, সোনামুড়া মহকুমার বেজিমারা হাই স্কুলে মাত্র দুজন শিক্ষক রয়েছে। যার ফলে ব্যাঘাত ঘটছে পঠনপাঠন। তাই বাধ্য হয়ে বেজিমারা হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সড়ক অবরোধে বসে। এদিকে, অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, যাত্রীদের চরম দূর্ভোগের শিকার হয়েছেন।

এদিকে,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে সোনামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক ব্রজলাল দেববর্মা এবং কাঠালিয়া বিদ্যালয়ের পরিদর্শক শম্ভু চরণ দেববর্মা। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলে এবং আশ্বস্ত করেন যে অতি দ্রুত তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করা হবে। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবশেষে অবরোধ তুলে নেয় ছাত্রছাত্রীরা।

মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের প্রণামী গণনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। দুই মাস তের দিন পর মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের প্রণামী বাক্স খোলা হয়েছে। সোমবার সকাল নয়টা থেকে প্রণামী গণনা শুরু হয়েছে। নিরাপত্তা ও সুশৃংখলভাবে গণনা প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ।

এদিন ১৪টি প্রণামী বাক্স এবং একটি সিন্ধুক খোলা হয়। গণনার কাজে ১৮ জন কর্মী নিয়োজিত আছেন। প্রাপ্ত প্রণামী মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের সেবার কাজে, মন্দির পরিচালনা এবং উন্নয়ন ☛ ৪ এর পাতায় দেখুন

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা

সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ১০ই

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই।। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার দ্রুত শুনানিতে সম্মত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী বৃহস্পতিবার ১০ জুলাই এই মামলাগুলির একত্রে শুনানি হবে বলে জানিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ভোটারদের নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে নির্দিষ্ট নথি জমা দিতে বলা হয়েছে। আধার কার্ড বা রেশন কার্ড গ্রহণযোগ্য নয়; জন্মের শংসাপত্র, বোর্ডের অ্যাডমিট কার্ডসহ ১১টি নির্দিষ্ট নথি চাওয়া হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এই সিদ্ধান্তের ফলে লক্ষাধিক মানুষ, বিশেষত প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর) সহ একাধিক ব্যক্তি ও সংগঠন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। তাদের যুক্তি, ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও নতুন করে কঠিন নথি চাওয়া সংবিধান ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের পরিপন্থী এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘনের সামিল।

সুপ্রিম কোর্ট মামলাকারীদের আবেদনপত্র নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রকে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে, যাতে শুনানির দিন তারা তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারে। উল্লেখ্য, বিরোধী দলগুলির দাবি, আধার, রেশন কার্ড, এমজিএনআরইজিএ কার্ড ইত্যাদিকেও বৈধ নথি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এত কম সময়ে (২৫ দিনে) ৮ কোটির বেশি ভোটারের তথ্য যাচাই করা অসম্ভব।

কমিশন অবশ্য সাময়িকভাবে কিছু নমনীয়তা দেখিয়েছে। এখন শুধু ফর্ম জমা দিলেও হবে, পরে স্থানীয় তদন্তের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু, বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে এই বিতর্কে চূড়ান্ত ☛ ৪ এর পাতায় দেখুন

বাস ও মারুতি গাড়ির সংঘর্ষ গুরুতর এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। বাস ও মারুতি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে অল্পেতে রক্ষা পেলেন এক ব্যক্তি। আজ সকালে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় বিশালগড় সিপাহীজলা অভয়ারণ্য এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দমকলবাহিনী আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে এক দমকলকর্মী বলেন, আজ সকালে বাস ও মারুতি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। ওই দুর্ঘটনায় উদয়পুরের ☛ ৪ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে উদয়পুর রাজধ্বনগর রাস্তা অবরোধে বসে এলাকার লোকজন। সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুর মহকুমায় ও বিদ্যুৎ ভোক্তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল আসছে এই অভিযোগে গ্রাহকরা নাজেহাল।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ। ভোক্তারা বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে এবিষয়ে অভিযোগ জানানো হলে ও সঠিক উত্তর দিতে পারছেনা বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মকর্তা গন। ☛ ৪ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ বিলে বিশেষ সংশোধনের কথা জানালেন আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৭ জুলাই।। বিদ্যুৎ বিলে গ্রাহকদের হয়রানি ও দুর্দশার কথা বিবেচনা করে তাদের বিলে বিশেষ সংশোধনের কথা জানালেন বক্সনগর বিদ্যুৎ বিভাগ। সোমবার বক্সনগর বিদ্যুৎ ডিভিশন অফিসে দপ্তরের ডিজিএম, এজিএম সহ অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়।

এদিনে সিপাহীজলা এজিএম মৃত্যুঞ্জয় দাস জানান, বক্সনগর বিদ্যুৎ ডিভিশন এলাকায় সম্প্রতি প্রায় সতেরো শতাধিক পুরোনো মিটার পরিবর্তন করে নতুন ভাবে ডিজিটাল মিটার লাগানো হয়েছে। ফলে এই সমস্ত মিটার ☛ ৪ এর পাতায় দেখুন

মায়ানমারের সিত্তে বন্দর এবং কালাদান প্রকল্প ত্রিপুরার জন্য বিশাল উপকার বয়ে আনবে ঃ সোনোয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই।। ভারতের পোর্ট, শিপিং এবং জলপথ মন্ত্রক-এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল আজ জানিয়েছেন, মায়ানমারের সিত্তে বন্দর এবং কালাদান প্রকল্প ত্রিপুরার জন্য বিশাল উপকার বয়ে আনবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবহণ সময় এবং লজিস্টিক খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে বলে তিনি জানান।

মায়ানমার ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রতীকি 'কালাদান মাল্টি-মোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প'-টি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে মায়ানমারের সংযোগ বাড়ানোর জন্য একটি কৌশলগত উদ্যোগ। ২০২৭ সালের মধ্যে এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে চালু হবে বলে মন্ত্রী জানান।

সোনোয়াল আরও বলেন, ইন্ডল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রিপুরাকে বাংলাদেশের টেকনাফ বন্দর-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। কলকাতা থেকে সিত্তে বন্দরে পণ্য পরিবহণের পর সেখান থেকে মাত্র ৬০ নটিক্যাল মাইল দূরের টেকনাফ বন্দরে পাঠানো যাবে। এরপর টেকনাফ থেকে ৩০০ কিমি দূরের সাবরুম পর্যন্ত সড়কপথে পণ্য পরিবহণ করা হবে।

তিনি বলেন, সিত্তে, মায়ানমার থেকে সাবরুম, ত্রিপুরা পর্যন্ত সংযোগের ফলে কলকাতা থেকে সিত্তে বন্দর হয়ে টেকনাফ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সাবরুম পর্যন্ত দ্রুত পণ্য পরিবহণ সম্ভব হবে। সাবরুমে বাংলাদেশের সঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড কাস্টমস চেকপোস্ট রয়েছে। ফলে ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে গতি আসবে। সিত্তে বন্দর থেকে রপ্তানি হওয়া প্রধান পণ্যের মধ্যে চাল, কাঠ, মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য, পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং পোশাক রয়েছে। আমদানির মধ্যে রয়েছে সিমেন্ট, স্টিল, ইটসহ বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী।

মন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় জলপথ অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং জলপথ-ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নে কাজ চলছে। পাশাপাশি, ইন্দো-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুট (জজঙ্কঞ্চট্র)-এর কার্যকরীকরণ নতুন বাণিজ্যিক পথ খুলে দিচ্ছে, যা সিলিগুড়ি করিডোর এড়িয়ে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে এবং আঞ্চলিক সংযোগ আরও জোরদার করবে। এটি আত্মনির্ভর ভারতের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কালাদান মাল্টি-মোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট ☛ ৪ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৮ জুলাই, ২০২৫ ইং
২৩ আষাঢ়, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সন্ত্রাসবাদ মানবতার শত্রু

যেকোনো সমাজ রাজ্য দেশ কিংবা বিশ্বের উন্নয়নের মূল চাবে কাটি হইল শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ। শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নিত হইলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিশ্বের যে কোন দেশ উন্নয়নে আগ্রহী তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সেই উন্নয়নকে বিঘ্নিত করিবার জন্য সন্ত্রাসবাদ বিপদজনক আকার ধারণ করিয়াছে। সন্ত্রাসবাদ মানবতার চরম শত্রু হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করিতে ভারত বর্ষ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ উন্নয়ন খাতের সিংহভাগ টাকা খরচ করিতে বাধ্য হইতেছে। ফলে আশানুরূপ উন্নয়ন সম্ভব হইতেছে না। উন্নয়নশীল দেশ ভারতবর্ষেও দেশের আভ্যন্তরের নিরাপত্তা সুরক্ষা করিতে বাজেটের একটা বড় অংশ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ করিতে বাধ্য থাকে। সন্ত্রাসবাদকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করিয়াছে ভারত বর্ষ। যেকোন শক্তি মোকাবেলা করিতে ভারত বর্ষ প্রস্তুত রহিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে এই বার্তা পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এবার

সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সরব হইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ব্রাজিলে ১৭ তম ব্রিকস সম্মেলনের 'শান্তি ও নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক শাসনের সংস্কার' বিষয়ক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখিতে গিয়া মোদি বলেন, "সন্ত্রাসবাদ মানবতার জন্য ক্ষতিকর।" ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ব্রিকস দেশগুলির কাছে আহ্বান জানান তিনি। ব্রিকসের সভায় বিশ্বের রাষ্ট্রনেতাদের সামনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পহেলগাঁও হামলা শুধু ভারতের উপর আঘত, এমন নয়। এটি মানবতার উপরও আঘাত আনিয়াছে।'গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈরসন উপত্যকায় জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়। যাঁহাদের মধ্যে বেশিরভাগ পর্যটক ছিলেন। এরপরেই সন্ত্রাসকে মদত দেওয়ার অভিযোগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হয় ভারত। ৬ মে রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি গুড়াইয়ায়ে দিতে অপারেশন সিঁদুর অভিযান চালায় ভারত। এরপরই আজারবাইজানে ইকোনকিম কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ঘ সম্মেলনে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ সরিফ দাবি করিয়াছিলেন, "জম্মু ও কাশ্মীরে একটি ঘটনার পর ভারত অকারনে পাকিস্তানের উপর হামলা চালাইয়াছে। এরই মধ্য ব্রিকস সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরব হইলেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মানবতার সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হইল সন্ত্রাস। পহেলগাঁওয়ের হামলা শুধু ভারতের উপর হামলা নয়। এটি মানবতার উপরও হামলা।" পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ব্রিকস দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। মোদি আরও বলেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী নীতির কোনও জায়গা নাই। যদি কোনও দেশ সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করে, তবে তাহাকে এর মূল্য চোকাইতে হইবেই।

৩,০০০ এরও বেশি সাধারণ মানুষ মিজোরামে পালিয়েছে, মিয়ানমারে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চিন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ

চাম্পই, ৭ জুলাই : মিয়ানমারের চিন রাজ্যে দুই বিপরীত চিন গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংস সংঘর্ষের কারণে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে ৩,০০০ এরও বেশি সাধারণ মানুষ শনিবার সকাল থেকে মিজোরামের চাম্পই জেলার দিকে পালিয়ে এসেছে। পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সংঘর্ষের ফলে ভারত-মিয়ানমার সীমান্তের আশপাশের গ্রামগুলোতে ভারী আক্রমণ হওয়ার পর মানুষজন এই অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে।

পালিয়ে আসা শরণার্থীরা মিয়ানমারের খাওমাওই এবং রিহখওয়াদার গ্রামের আশপাশের এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছে। সংঘর্ষটি চিনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্স-হুয়ালগনোরাম এবং চিন ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স এর মধ্যে হয়। অধিকাংশ শরণার্থী চাম্পই জেলার যোগ্য এলাকা জোখাওথার গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে, যেখানে স্থানীয় সিভিল সোসাইটি গ্রুপগুলো ত্রাণ ও জরুরি সহায়তা প্রদান করছে।

চাম্পই জেলার পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২,৮৪৫ জন শরণার্থী ইতিমধ্যেই তালিকাভুক্ত হয়েছে, তবে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। 'এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে, কারণ অনেক শিশুকে গন্য করা হয়নি এবং বৃহৎ শরণার্থী ঢলও প্রবাহিত হচ্ছে,' এক কর্মকর্তা জানান। শনিবার মিয়ানমার সময় দুপুর ১২টা নাগাদ সাটওয়াম, লিয়ানহনা এবং তুইচিরহ গ্রামের আশপাশে সংঘর্ষ শুরু হয়। সিএনডিএফ প্রায় সকাল ৮:৩০ টায় একটি বড় আক্রমণ শুরু করে, যা প্রায় ছয় ঘণ্টা স্থায়ী হয়, ২:৩০ পিএম পর্যন্ত। এই আক্রমণ সিডিএফ-হুয়ালগনোরামের জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হয়, যারা তাদের সমস্ত ৮টি ক্যাম্প হারায়, যার মধ্যে ছিল তুইচিরহে তাদের প্রধান ঘাঁটি।

হুয়ালগনোরাম পিপলস অর্গানাইজেশনের এক নেতা বলেন, "আমরা আত্মসমর্পণ করিনি, তবে আমাদের ওপর আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে আমাদের পিছু হটতে বাধ্য হতে হয়েছে।"

সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পাঁচজন আহত সিডিএফ-হুয়ালগনোরাম সদস্যকে জোখাওথারে স্থানান্তর করা হয়, তাদের মধ্যে একজনের মুখে গুলির আঘাত ছিল, যার চিকিৎসা চাম্পই জেলা হাসপাতালে করা হয়। অন্যদিকে, সিএনডিএফ-এর দুই আহত যোদ্ধাও গ্রামে চিকিৎসা পেয়েছেন, যা নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় ইয়াং মিজো অ্যাসোসিয়েশন নেতারা।

শনিবারের সংঘর্ষে দ্বিতীয় মৃত্যুর খবর আসে। সিডিএফ-হুয়ালগনোরামের ৩৭ বছর বয়সী যোদ্ধা সি. লালহমুয়াকমাভিয়া নিহত হন। তাঁর মরদেহ সিএনডিএফ থেকে মুক্ত করে রবিবার আইজল শহরের চ্যানমারি ওয়েস্ট এলাকায় দাফন করা হয়। তিনি ২ জুলাই থেকে শুরু হওয়া শত্রুতা সংঘর্ষে দ্বিতীয় নিহত ব্যক্তি।

রবিবার নতুন সহিংসতা শুরু হয়, যখন চিন ন্যাশনাল আর্মি সিএনডিএফ-এর একটি ক্যাম্পে হামলা চালায়, যা সাউথ চাম্পই জেলার লেইলেট গ্রাম থেকে সাইকুমফাই-এর বিপরীতে অবস্থিত। এই নতুন সংঘর্ষের ফলে আরও শরণার্থী মিজোরামে পালিয়ে আসে, এবং অধিকাংশই বাড়িতে ফিরে যেতে অস্বীকার করছে, কারণ তারা আরো সংঘর্ষের আশঙ্কায় রয়েছে।

মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক রাজনৈতিক পরামর্শক লালমুয়ানপুইয়া পুণতে রবিবার জোখাওথারে যান এবং চিন রাজ্যে দুই গোষ্ঠীর নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, লেইলেটের সংঘর্ষের কারণে আরও সাধারণ মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে মিজোরামে চলে এসেছে। এই সহিংসতা মিজোরাম এবং মিয়ানমারের সীমান্তে এক গভীর মানবিক সংকট সৃষ্টি করেছে। শরণার্থীদের ব্যাপক ঢল এবং তাদের দুর্দশা সরকার এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আরও শরণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে, যা আরও ত্রাণ এবং সহায়তার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করবে।

কাজি আজিজুল হক আঙুলের ছাপের বিজ্ঞানী

বারো বছর বয়সী বালক আজিজুলের গণিতের মাথা বিশেষ ভালো ছিল এবং খাবারদাবারের প্রতি তাঁর ভালোবাসাও অনেক। নৌকা দুর্ঘটনায় বাবাকে হারানো আজিজুলদের পরিবার তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের ওপর নির্ভরশীল। খাবারের প্রতি তাঁর দুর্দান্ত আকর্ষণ প্রায়ই আজিজুলের কষ্টের কারণ হতো। কারণ, আজিজুল তাঁর নিজের ভাগের খাবার শেষ করে প্রায়ই অন্যদের খাবার খেয়ে ফেলতেন। সে রকম একদিন বড় ভাই বাড়িতে খেতে বসে আবিষ্কার করেন আজিজুলের ব্যাপারটা। সেদিন কেবল বকাঝকাতে ব্যাপারটা শেষ হলো না। ক্লান্ত-শ্রান্ত বড় ভাইয়ের হাতে বেধড়ক মার খেলেন আজিজুল হক। সঙ্গে মনোবেদনা। সিদ্ধান্ত নিলেন, যেদিকে চোখ যায় চলে যাবেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন রেলস্টেশনে। যে ট্রেন পেলেন, সেটাতেই উঠে পড়লেন। ট্রেন তার শেষ গন্তব্য কলকাতার হাওড়া স্টেশনে থামল। সেখানেই নেমে পড়লেন আজিজুল। ভাবলেন, এখানেই থাকবেন। এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে রাতে আজিজুল এক বাড়ির বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে ঘুম ভেঙে বাড়ির কর্তা বারান্দায় হাফপ্যান্ট ও শার্ট পরা আজিজুলকে আবিষ্কার করেন। কেন জানি আজিজুলকে দেখে তাঁর মায়া হলো। তাঁকে তিনি বাসায় আশ্রয় দিলেন। বাসার ফুটফরমাশ খাটার বিনিময়ে আজিজুল সেখানে থাকতে শুরু করেন। আর এভাবে পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া এক গ্রাম্য কিশোরের আস্তানা হয়ে ওঠে সেই সময়কার সম্ভ্রান্ত কলকাতা। সেটি ১৮৮৪ সাল। তখন কে জানত, এর এক যুগ পরই আজিজুলের হাতেই সূচিত হবে হাতের আঙুলের ছাপ দিয়ে অপরাধী শনাক্তকরণের বিশেষ পদ্ধতি! আর সে সূত্রে আজিজুল হবেন খান বাহাদুর কাজি আজিজুল হক!

গাণিতিক পদ্ধতিতে যাওয়ার আগে তাঁরা এই সাত হাজার আঙুলের ছাপকে খিলান, বৃত্ত ও ঘূর্ণিতে ভাগ করেন। দেখতে পান, এগুলোর মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ খিলান, ৬০ শতাংশ চক্র ও ৩৫ শতাংশ ঘূর্ণি।

জন্ম ও ছোটবেলা

বর্তমান খুলনা জেলার ফুলতলার পয়গ্রাম কসবাতে আজিজুল হকের জন্ম ১৮৭২ সালে। সেখানকার স্কুলে পড়ার সময় গণিতে তাঁর বিশেষ প্রতিভা লক্ষ করা যায়। কিন্তু নৌকা দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যুতে পুরো পরিবার আর্থিক অনটনে পড়ে। বড় ভাই সংসারের দায়িত্ব নেন। কিন্তু আগের মতো খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটি না থাকায় আজিজুলের সবিশেষ অসুবিধা হয়। কারণ, আজিজুল খেতে ভালোবাসতেন। স্কুলের পড়া তাঁর অব্যাহত থাকলেও ১২ বছর বয়সে উল্লিখিত ঘটনার জের ধরে আজিজুল চলে যান কলকাতায়।

কলকাতায় পড়াশোনা

কলকাতার আশ্রয়দাতার বাড়িতে শুধুই ফুটফরমাশ খেটে সময় পার করলেন না আজিজুল। তাঁর মনোযোগ ওই বাড়ির ছেলেমেয়েদের ওপরও। খেয়াল করলেন, তিনি গণিতের যে সমস্যাগুলো সহজে সমাধান করতে পারেন, সেগুলো বাড়ির ছেলেমেয়েরা সমাধানে গলদঘর্ম হয়। ছেলেমেয়েরা যখন পণ্ডিতের কাছে পড়তে বসে, তখন আজিজুল তাঁর প্রতিভা দেখাতে শুরু করেন। হকচকিত পণ্ডিত একটি কাজের ছেলের গাণিতিক প্রতিভা দেখে অবাক হন এবং তাঁর আরও পরীক্ষা নেন। সে পরীক্ষাতেও পাস করে যান আজিজুল। পণ্ডিত তাঁর প্রতিভার কথা জানান বাড়ির কর্তাকে। কর্তাও অবাক হন এবং তখন জানতে পারেন, আজিজুল বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার আগে স্কুলে পড়তেন। কর্তাটি উদার ছিলেন। তিনি আজিজুলকে ভর্তি করিয়ে দেন কলকাতার স্কুলে। আজিজুল সেখান থেকে এফএ পাস করে নিজের যোগ্যতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতে ভর্তি হন। সেখানে অচিরেই তিনি গণিতের শিক্ষকদের নজরে পড়েন এবং অধ্যক্ষ তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতে থাকেন। এখান থেকেই তিনি গণিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

পুলিশের চাকরি ও আঙুলের ছাপ

হাতের রেখা ও আঙুলের ছাপ নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ইত্যাদি শুরু হয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। কিন্তু এর মাধ্যমে কাউকে শনাক্ত করা যেতে পারে, এমন ধারণা কিন্তু মাত্র দেড় শ বছর আগে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৫৯ সালের দিকে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের হুগলি জেলার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন স্যার উইলিয়াম জেমস হার্শেল। তিনি লক্ষ করলেন, কোনো মানুষের আঙুলের ছাপ তার জীবনকালে মোটামুটি একই থাকে এবং একজনের আঙুলের ছাপ অন্যজনের সঙ্গে মেলে না। আর একটু খোঁজখবর ও গবেষণা করে তিনি ১৮৭৭ সালে ভারতবর্ষে আঙুলের ছাপ ও হাতের ছাপ দিয়ে মানুষকে শনাক্ত করার পদ্ধতি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেন। এর ফলে দলিল ও আইনি কাগজে আঙুলের ছাপ দেওয়া বৈধ হয়ে যায়। তবে এ রকম রেকর্ড কেবল একজনের সঙ্গে একজনের শনাক্তকরণ তুলনা করার জন্য ব্যবহৃত হতো। হাতের ছাপ সার্চ করার কথা তখনো কারও মাথাতে আসেনি। কাছাকাছি সময়ে, ১৮৮০ সালে বিলেতে ড় হেনরি ফাউল্ডস বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের কাছে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে ফিঙ্গারপ্রিন্টের শ্রেণীকরণের একটি পদ্ধতি নিয়ে সহায়তা চান। কিন্তু ডারউইন তাঁকে সময় দিতে পারেননি। কিন্তু চিঠিটি তাঁর তুতো ভাই স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটনের কাছে পাঠিয়ে দেন। যদিও তাঁরা দুজন খুব বেশি যোগাযোগ করেননি, কিন্তু এক দশকের মধ্যে তাঁরা দুজনই প্রায় একই রকম পদ্ধতি বের করেন। এর মধ্যে ড. ফাউল্ডস আগে সেটি করেন। কিন্তু স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন ১৮৯২ সালে তাঁর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় বই ফিঙ্গারপ্রিন্ট-এ তাঁর পদ্ধতি প্রকাশ করেন। এই প্রথম আমরা জানতে পারি, মানুষের আঙুলে তিন ধরনের প্যাটার্ন থাকেখিলান Œxy‹ pÅ), চক্র (লুপ) ও ঘূর্ণি (হোর্লস)। সেই সময় অপরাধীদের শনাক্তকরণের জন্য তাদের শরীরের বিভিন্ন মাপ লিপিবদ্ধ করা হতো। এই নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি বেশ জটিলই ছিল। কিন্তু কোনো সহজ বিকল্পও ছিল না। ১৮৯২ সালে ভারতের ব্রিটিশ পুলিশ এই অ্যানথ্রোপোমেট্রি পদ্ধতি চালু করে।

১৮৯৪ সালে বেঙ্গল পুলিশের অধিকর্তা বা ইন্সপেক্টর অব পুলিশ ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড হেনরি। গ্যালটনের বই পড়ে তিনি ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে অপরাধী খুঁজে বের করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি বাংলার পুলিশ বাহিনীকে অপরাধীদের অ্যানথ্রোপোমেট্রিক ডেটা ছাড়াও ১০ আঙুলের ছাপ ও হাতের ছাপ সংরক্ষণের নির্দেশ দেন।

আঙুলের ছাপ নিয়ে বিশদ কাজ করার জন্য তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের কাছে গণিত ও পরিসংখ্যানে অত্যন্ত দক্ষ একজন স্নাতককে চান। ঠিক সেই সময়ে কাজি আজিজুল হক গণিতে মাস্টার্স শেষ করেছেন। অধ্যক্ষের সুপারিশে কাজি আজিজুল হক পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন হেমচন্দ্র বসু। স্যার হেনরি পুলিশের দুই সাব-ইন্সপেক্টর আজিজুল হক ও হেমচন্দ্রকে নিয়ে একটি আলাদা টিম গঠন করেন।

হাতের ছাপের শ্রেণীকরণ আমরা যখন কোনো কিছুকে শ্রেণিবদ্ধ করতে চাই, তখনই প্রথমে আসে বর্ণক্রমিক চিন্তা। কিন্তু অপরাধীদের তথ্য বর্ণক্রম অনুসারে সাজানোর তেমন কোনো অর্থ নেই। কারণ, অপরাধীরা নিজের নামধাম, ঠিকানা, ধর্ম, এমনকি কোনো কোনো সময় নিজেদের চেহারাও পাল্টে ফেলে। এ জন্যই অর্থোপোমেট্রিকের সূচনা। কিন্তু সেটি জটিল বলেই স্যার হেনরি হাতের ছাপ দিয়ে কিছু করা যায় কি না, সেটি ভেবেছেন।

আজিজুল ও হেমচন্দ্র কাজে যোগ দেন। ঘেঁটেঘুঁটে অনেক অপরাধীর হাতের ছাপের রেকর্ড গবেষণার জন্য পেয়ে যান। এরই মধ্যে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অর্থোপোমেট্রিক ডেটা সংরক্ষণের ব্যুরো গড়ে ওঠে। আজিজুল হক ও হেমচন্দ্র যখন কাজ শুরু করেন, তত দিনে সেখানে প্রায় সাত হাজার অপরাধীর আঙুলের ছাপ ও হাতের ছাপ সংরক্ষিত ছিল।

সেই ডেটাগুলো বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি তাঁরা দুজন স্যার হেনরির সঙ্গে একমত হন, এটি সহজভাবে ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই একটি গাণিতিক সূত্র বের করতে হবে। তবে গাণিতিক পদ্ধতিতে যাওয়ার আগে তাঁরা এই সাত হাজার আঙুলের ছাপকে খিলান, বৃত্ত ও ঘূর্ণিতে ভাগ করেন। দেখতে পান, এগুলোর মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ খিলান, ৬০ শতাংশ চক্র ও ৩৫ শতাংশ ঘূর্ণি। যেহেতু খিলানের সংখ্যা পরিসাংখ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, কাজেই তাঁরা সেটিকে ঘূর্ণির সঙ্গে একীভূত করে ফেললেন। ফলে হাতের আঙুলের ছাপ হয়ে গেল দুই রকমেরচক্র ও ঘূর্ণি। তারপর তাঁরা এদের চিহ্নিত করলেন যথাক্রমে জ্র ও ঢ হিসেবে। এরপর দুই হাতের ১০ আঙুলকে পাঁচটি জোড়ায় ভাগ করা হলো। এ জন্য ছবিতে দেখানো পদ্ধতিতে তালু নিচে রেখে ডান হাতকে বাঁ দিকে ও তালু ওপরে রেখে বাঁ হাতকে ডানে বসানো হলো। ছবিতে দেখানো পদ্ধতি জোড়া তৈরি করা হলো। জোড়া তৈরিকে এভাবে লেখা যায়।

ফুলবলের স্বর্ণযুগের শেষ সারথি তুলসীদাস বলরামের বিদায়

পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী

তুলসীদাস বলরাম চলে গেলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থতার কারণে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগের ফুটবলার হিসেবে অবশ্যই বলরামের নামটা ভেসে ওঠে। তখন ভারতীয় ফুটবলের তিন মহানায়ক বলতেই ছিলেন চুনী গোস্বামী, বলরাম ও পি কে ব্যানার্জি। চুনী ও পি কে ব্যানার্জি চলে যাওয়ার পরেই বলরামই ভারতীয় পুটবলের অগ্রদূত হিসেবে সবার কাছে আপজন হয়ে উঠেছিলেন। হায়দরাবাদের এই ফুটবলার ভারতীয় দলের শুধু নয়, অলিম্পিক ফুটবলেও তীর অবদানের কথা একটা দীর্ঘ ইতিহাস। ১৯৫৬ সালে অলিম্পিক ফুটবলে দুরন্ত খেলার পরে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল পড়ে যান। কোনও রকম অপেক্ষা নয়। জ্যোতিষ হায়দরাবাদে গিয়ে বলরামকে অনুরোধ করে কলকাতা ময়দানে নিয়ে আসেন। আর সেই নিতেও ভুল করেননি সচিব জ্যোতিষ। যেদিন হায়দরাবাদ থেকে বলরাম ও সচিব, সেদিন থেকেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সবচেয়ে ভরসার নাম ছিল বলরাম। বলরামের পায়ে দুরন্ত কাজ ছিল। গোলের সন্ধানে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। নিজে যেমন গোল করতে ভালবাসতেন, তেমনই আবার সতীর্থ ফুটবলারদের দিয়েও গোল করাটা তার কাছে ছিল অন্য একটা তাগিদ। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের আবেগের কাছে তিনি বার বার জড়িয়ে গেছেন। সমর্থকরাও বলরামকে মাঠে দেখলেই অন্য অনুভূতিতে চিৎকার করে বলে উঠতেন, আমরা জিতবই। গোল করবেন বলরাম। সেই কথা শুনে তিনি তখন আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়ে সেরা খেলাটা উপহার দিতেন। কখনওই কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তিনি জানতেন, আমার দলের নাম ইস্টবেঙ্গল। আর ইস্টবেঙ্গলকে জেতাতেই হবে।

ভারতীয় ফুটবলে তখন বলরাম বলতে সবাই অজ্ঞান। আর কলকাতা ময়দানে 'নয়নের মণি' সেই তুলসীদাস বলরাম। এ যেন জন্মগত প্রতিভা। পুরো ফুটবল খেলাটা তার রক্তে যেন বিচ্ছুরিত হত। মাঝমাঠ থেকে ছোটা শুরু করলে বিপক্ষ দলের কাছে তিনি তখন যেন ত্রাস হয়ে উঠতেন।

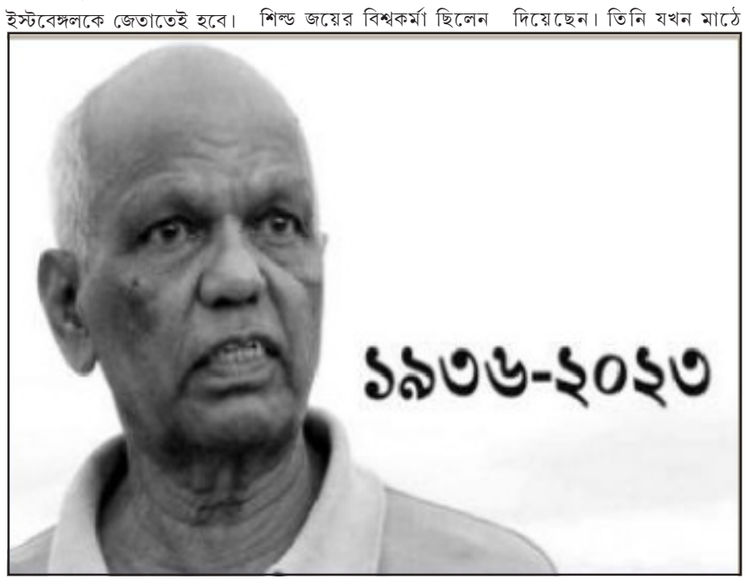

বলরামের সঙ্গে মাঝমাঠে খেলতেন রামবাহাদুর। ভাবতে পারা যায়, বলটা বাড়াচ্ছেন রামবাহাদুর আর বল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার চেহারা বদলে দিতেন বলরাম। বলরাম বিপক্ষ দলের কাছে ছিলেন আতঙ্ক। ১৯৫৮ সালে আইএফএ শিল্ড জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। আর এই শিল্ড জয়ের বিশ্বকর্মা ছিলেন তুলসীদাস বলরাম। ১৯৫৪ সালে বলরামের ফুটবল খেলার শুরু। বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলার পর হায়দরাবাদের রাইডার্স ক্লাবের হয়ে তিনি দারুণ ফুটবল খেলেছিলেন। আর সেখান থেকেই চলে আসেন লাল-হলুদ শিবিরে। লাল-হলুদ রঙের প্রতি বলরামের আলাদা একটা প্রাণ ছিল। জার্সি গায়ে যেত। সবসময়ই ভাবতেন আমার প্রিয় দর্শকরা সেরা খেলা দেখার জন্যই তো মাঠে এসেছেন। আর তাদের আশা পুরণ করতে না পারলে কী ফুটবল খেললাম! শুধু ক্লাব ফুটবলেই নয়, জাতীয় ফুটবলের আসরেও বাংলার হয়ে তিন-তিনবার শিরোপা এনে দিয়েছেন। তিনি যখন মাঠে নামতেন, তখন অন্য কোনও ভাবনা তাকে ভাবাতে পারত না। খেলাটাই ছিল তীর কাছে স্বপ্ন এবং তার সার্থক রূপ দেওয়া। ১৯৬২ সালে এশিয়াডে সোনা জয়ী ভারতীয় ফুটবল দলে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে সবার নজর কেড়ে নিয়েছিলেন বলরাম। বলরাম নিজেও

সাহেবের মতো কোচ যদি না পেতাম, তাহলে স্বপ্ন দেখা ব্যর্থই হত। দু- দু'বার অলিম্পিকে অংশ নিয়েছেন ভারতীয় দলের হয়ে। আর ১৯৬২ সালে ভারতকে সোনা এনে দেওয়ার পিছনে বলরাম-চুনী ও পিকে'র নামটা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভারতীয় বলতেই সবার আগে যে নামটা ভেসে উঠবে, তিনি হলেন তুলসীদাস বলরাম। সেন্টার-ফরওয়ার্ড হিসেবে খেললেও এককথায় বলা যায় কমপ্রিট ফুটবলার তিনি। তার পায়ে ছিল শিল্পের কাজ। দু'পায়ে দারুণ শট নিতে পারতেন। আর হেড! সেখানেও তিনি তুখোড়। তিনি বল বাড়াতেন একেবারে ঠিকানা লেখা জায়গায়। তাই বলা হত এশিয়ার সেরা ফুটবলার নিঃসন্দেহে তুলসীদাস বলরাম। ১৯৬১ সালে লাল-হলুদ শিবিরের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলরাম। সেবারই তিনি সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পান। ২৭ বছর বয়সে মাঠ থেকে সরে থাকলেও ফুটবলকে তিনি কখনওই দূরে সরিয়ে রাখেননি। ছোটদের নিয়ে তিনি ফুটবল প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাই তো মেয়র একাদশের টিমকে তিনি প্রশিক্ষণ দেন। ১৯৬২ সালে অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন তুলসীদাস বলরাম। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয় বঙ্গবিভূষণ সম্মানে। তবে বলরাম পত্রী সম্মান না পাওয়াতে কিছুটা হতাশই ছিলেন।

সম্মান বাড়ালেন ফেডারেশন সভাপতি? আরও অবাক হয়েছেন,পদ্মশ্রী পাওয়ার জন্য বলরামকে লড়াই করতে হবে আরও তিন ফুটবলারের সঙ্গেঃ সেই অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

যে ক্লাবকে নিয়ে তিনি গর্ব অনুভব কর্মকর্তারা তুলসীদাস বলরামের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখেননি। এত বড় মাপের খেলোয়াড়ের সঙ্গে এই ব্যবহার কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই অভিমানি বলরাম ক্লাবের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই রাখতেন না। এমনকি তিনি বলে গিয়েছিলেন,আমার মৃত্যু হলে দেহ যেন ক্লাবে না নিয়ে আসা হয়। বলরামের এই অভিমানি বক্তব্য শুনে অনেক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অবশ্য কোনওদিনই আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবমুখী হননি তুলসীদাস বলরাম। এমনকি তীর শবদেহ এদিন কলকাতা ময়দানে নিয়ে আসা হয়নি। ইস্টবেঙ্গল কেন, মোহনবাগান ক্লাবের পতাকাও তার দেহের উপরে শোভা পায়নি। দুই ক্লাবের কর্মকর্তারা হাসপাতালে উপস্থিত হলেও তুলসীদাস বলরামের আত্মীয় পরিজন পতাকা দিতে মানা করেন। তার দেহ নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরপাড়ার নিজ বাসভবনে। ফুটবলের প্রতিভা ও বৈচিত্র্যময় জীবনের একটা অধ্যায় বলতেই তুলসীদাস বলরামের অবিশ্বাস্য খেলা সবার হৃদয়ে আজও কথা বলে যায়। তাই ফুটবলরতু তুলসীদাস বলরামকে হারিয়ে ভারতীয় ফুটবলের একটা ইতিহাসের অবসান ঘটল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিহারে এস.আই.আর.-এর প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন, ফর্ম ছাপানো ও বিতরণ প্রায় শেষ

আগরতলা, ৭ জুলাই:বিহারে স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এস.আই.আর.) মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে কার্যকর হচ্ছে, ভোটারদের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে। এস.আই.আর.-এর প্রাথমিক ধাপে, যে সকল এনুমারেশন ফর্ম ছাপানো ও বিতরণের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং সমস্ত উপলব্ধ ভোটারদের মধ্যে ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে।

পুনরায় স্পষ্ট করে জানানো যাচ্ছে যে, এস.আই.আর, সম্পূর্ণরূপে ২৪.০৬.২০২৫ তারিখের নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে এবং নির্দেশিকায় কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, ১ আগস্ট ২০২৫-এ প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় শুধুমাত্র তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাঁদের এনুমারেশন ফর্ম প্রাপ্ত হয়েছে।

ভোটাররা ২৫ জুলাই ২০২৫-এর আগে যে কোনো সময়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট জমা দিতে পারবেন। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর, যদি কোনো ডকুমেন্ট অসম্পূর্ণ থাকে, তাহলে দাবি ও আপত্তির সময়কালে সংশ্লিষ্ট ই.আর.ও.-রা তা ভোটারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন, যাঁদের নাম খসড়া তালিকায় থাকবে। আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত, বিহারে ৭.৮৯ কোটি ভোটারের মধ্যে ১,৬৯,৪৯,২০৮টি এনুমারেশন ফর্ম প্রাপ্ত হয়েছে, যা মোট ভোটারের ২১.৪৬ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল সন্ধ্যা ৬টা থেকে) ৬৫,৩২,৬৬৩টি ফর্ম সংগ্রহ করা হয়েছে। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখের আগে এখনও ১৯ দিন সময় বাকি আছে।

ফর্ম আপলোডের কাজও জোরকদমে চলছে এবং এ পর্যন্ত ৭.২৫ শতাংশ ফর্ম ইতিমধ্যে ই.সি.আই.এন.ই.টি.-এ আপলোড হয়েছে। আংশিকভাবে পূরণকৃত ফর্ম ই.সি.আই. পোর্টাল এবং ই.সি.আই.এন.ই.টি. অ্যাপে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ, এবং পূরণকৃত ফর্ম ভোটার নিজেও ই.সি.আই.এন.ই.টি. অ্যাপে আপলোড করতে পারেন। ৭৭,৮৯৫ জন বি.এল.ও. বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম পূরণে সাহায্য করছেন এবং তা সংগ্রহ করছেন। অনেক ক্ষেত্রেই বি.এল.ও.-রা ভোটারদের ছবি তুলে আপলোড করছেন, যার ফলে ভোটারদের ছবি তোলার আলাদা ঝামেলা হচ্ছে না।

এছাড়াও, প্রক্রিয়াটিকে আরও সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে ২০,৬০৩ জন অতিরিক্ত বি.এল.ও. নিয়োগ করা হয়েছে। প্রায় ৪ লাখ স্বেচ্ছাসেবক, যার মধ্যে সরকারি কর্মচারী, এন.সি.সি. ক্যাডেট, এন.এস.এস. সদস্য ইত্যাদি রয়েছেন, তাঁরা মাঠে কাজ করছেন-বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ এবং ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের সহায়তার জন্য। এর পাশাপাশি, রাজ্যের ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্র কভার করার জন্য ২৩৯ জন ই.আর.ও., ৯৬৩ জন এ.ই.আর.ও., ৩৮ জন ডি.ই.ও. এবং রাজ্যের সি.ই.ও. সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত ১,৫৪,৯৭৭ জন বুথ লেভেল এজেন্ট (বি.এল.এ.) এই এস.আই আর, প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছেন।

মণিপুরে নিরাপত্তা অভিযান: পাঁচ উগ্রবাদী গ্রেপ্তার, যানবাহনকে জরিমানা

ইমফল, ৭ জুলাই :রাজ্যে উগ্রবাদী কার্যক্রম দমন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনী ৬ জুলাই পৃথক অভিযানে পাঁচজন সক্রিয় উগ্রবাদী সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। এ অভিযানের অংশ হিসেবে উগ্রবাদী কার্যকলাপ রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং যানবাহনের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযানও চালানো হয়েছে।

একটি অভিযানে, নিষিদ্ধ কঙ্গলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (পিপলস ওয়ার গ্রুপ)-এর দুই সক্রিয় সদস্যকে ইমফাল পূর্ব জেলার সাগোলমঙ্গ পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত কেবি হেইকাক মাপান আওং লেইকাই থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন সঙ্গোমশুফাম মুশা আহমেদ আলিয়াস ইবোবি (৪০) এবং মোহাম্মদ ফারুক শাহ (২৫), যারা উভয়ে ইমফাল পূর্বের খোমিদোক এলাকার বাসিন্দা। তাদের কাছে একটি হোন্ডা ডিও স্কুটার উদ্ধার করা হয়েছে।

এই দুই উগ্রবাদী সদস্য প্রকাশ্যে ত্রাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করার সময় গ্রেপ্তার হন। তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করার কাজে জড়িত ছিলেন বলে জানা গেছে।

একই দিনে, আরেকটি অভিযানে নিষিদ্ধ সংগঠন 'পিপলস রেভলিউশনরি পার্টি অফ কঙ্গলেইপাক' -এর তিন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানের স্থান ছিল ইরিলবং পুলিশ স্টেশনের অধীনে কেরাও খুনো। গ্রেপ্তার হওয়া একজন হলেন লৈশ্রম বিশান মৈতৈ আলিয়াস ভোজো আলিয়াস নংথন (২৮), যিনি ইমফাল পশ্চিম জেলার লাম্পেল সানা কাইটেল এলাকার বাসিন্দা। অন্য দুজন নাবালক হওয়ায় তাদের উপর শিশু আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উগ্রবাদী দমন এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমের পাশাপাশি, মণিপুর পুলিশ ৬ জুলাই যানবাহন বিধি ভঙ্গের জন্য ৪৫টি চ্যালান জারি করে এবং মোট ৮৩,৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। এর আগের দিন, একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৬টি যানবাহন থেকে টিনটেড ফিল্ম সরানো হয়েছে। মণিপুর পুলিশ রাজ্যব্যাপী নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে এবং বিভিন্ন চেকপয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে ১১১টি চেকপয়েন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার ফলে ১৬ জন ব্যক্তিকে যাচাই এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী চলমান তল্লাশি অভিযান এবং এলাকার ওপর দখল বজায় রেখেছে,

MEMORANDUM

Due to unavoidable circumstances the Tender Process vide DNIQ No. 01/Agri/DAM/2024-25 (2nd Call) for Hiring of 01 (One) No. Maruti Suzuki Ertiga along with driver for official use by the General Manager (TAPMB), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Office Lane, Agartala, Tripura (West) for a period of 01 (One) year is hereby cancelled.

ICA/C/1315/25

(MANIKLAL DEBBARMA)
General Manager
(TAPMB) Office Lane,
Agartala.

চার দিনে অমরনাথ যাত্রা সম্পন্ন করলেন প্রায় ৭০,০০০ ভক্ত

শ্রীনগর, ৭ জুলাই : গত চার দিনে প্রায় ৭০,০০০ ভক্ত অমরনাথ যাত্রা সম্পন্ন করেছেন। সোমবার আরও ৮,৬০৫ জন ভক্ত জম্মুর ভাগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে কাশ্মীর উপত্যকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন, জানিয়েছেন এক সরকারি কর্মকর্তা।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ৩ জুলাই থেকে শুরু হওয়া চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০,০০০ ভক্ত গুহা মন্দিরে দর্শন করেছেন। এর মধ্যে শুধুমাত্র রবিবারেই ২১,৫১২ জন যাত্রী পবিত্র গুহা মন্দিরে 'দর্শন' লাভ করেছেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোমবার ভাগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে দুইটি নিরাপত্তা পরিবেষ্টিত কনভয়ে মোট ৮,৬০৫ জন যাত্রী কাশ্মীর উপত্যকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। প্রথম কনভয়ে ৩,৪৮৬ জন ভক্ত উত্তর কাশ্মীরের বালতাল বেস ক্যাম্পের দিকে এবং দ্বিতীয় কনভয়ে ৫,১১৯ জন দক্ষিণ কাশ্মীরের নুনওয়ান (পহেলগাম) বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।

শ্রী অমরনাথজি শ্রাইন বোর্ড (এসএএসবি) জানিয়েছে, জম্মুর ভাগবতী নগর যাত্রী নিবাস ছাড়াও বহু ভক্ত সরাসরি বালতাল ও নুনওয়ান (পহেলগাম) ক্যাম্পে গিয়ে স্পট রেজিস্ট্রেশন করে যাত্রায় অংশ নিচ্ছেন। এ বছর যাত্রা শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক কারণে দুইজন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

এপ্রিল মাসে পহেলগামের বৈসরান ময়দানে পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসীদের হামলায় ২৬ জন নিরীহ নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনার পর, এ বছরের অমরনাথ যাত্রায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। সেনাবাহিনী, বিএসএফ, সিআরপিএফ, এসএসবি ও স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে অতিরিক্ত ১৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ভাগবতী নগর থেকে গুহা মন্দির পর্যন্ত প্রতিটি ট্রানজিট ক্যাম্প ও যাত্রাপথে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এ বছরও কাশ্মীরের স্থানীয় বাসিন্দারা তীর্থযাত্রীদের প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা দেখিয়েছেন। পহেলগাম হামলার পর কাশ্মীরিদের শোক ও সংহতির বার্তা পৌঁছে দিতে স্থানীয়রা প্রথম ব্যাচের যাত্রীদের মালা ও প্ল্যাকার্ড দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রবিবার উত্তর কাশ্মীরের গন্দেরবালের বালতাল বেস ক্যাম্প থেকে ফেরার পথে স্থানীয়রা তীর্থযাত্রীদের ঠান্ডা পানীয় ও বিশুদ্ধ জল পরিবেশন করেছেন। তীর্থযাত্রীরা কাশ্মীরিদের এই আতিথেয়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

এ বছর অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে ৩ জুলাই, চলবে ৩৮ দিন৯ আগস্ট শ্রাবণ পূর্ণিমা ও রাখি বন্ধন পর্যন্ত। ৩,৮৮৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত অমরনাথ গুহা মন্দিরে পৌঁছাতে ভক্তরা দুইটি রুট ব্যবহার করেন। ঐতিহ্যবাহী পহেলগাম রুট (৪৬ কিমি, চন্দনওয়ারি, শেশনাগ, পঞ্চতার্নি হয়ে) এবং ছোট বালতাল রুট (১৪ কিমি)। পহেলগাম রুটে গুহা পৌঁছাতে চার দিন সময় লাগে, আর বালতাল রুটে একদিনেই যাত্রা ও ফেরত সম্ভব। নিরাপত্তাজনিত কারণে এ বছর কোনো হেলিকপ্টার পরিষেবা নেই। গুহামন্দিরের ভিতরে রয়েছে একটি প্রাকৃতিক বরফ-লিঙ্গ, যা চন্দ্রের কালচক্র অনুযায়ী ছোট-বড় হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, এটি শিবের অলৌকিক শক্তির প্রতীক। পৌরাণিক কথা অনুযায়ী, এই গুহাতেই মহাদেব পার্বতীকে অমরত্বের গোপন কথা বলেছিলেন। কাহিনীতে আরও বলা হয়, সেই সময়ে গুহায় থাকা দুটি কবুতর সেই অমর কথোপকথনের সাক্ষী হয়ে আজও জীবিত রয়েছে। প্রতিবার যাত্রার সময় গুহা থেকে একজোড়া পাহাড়ি কবুতরের উড়ে যাওয়াও দেখা যায়। শ্রী অমরনাথ যাত্রা হিন্দু ভক্তদের কাছে অন্যতম পবিত্র ধর্মীয় তীর্থযাত্রা হিসেবে বিবেচিত।

Government of Tripura
Tripura Institute of Technology, Narsingarh
No. F. 110/TIT/M.Tech.Adm./2020/ Dated: 07-07-2025
M.TECH. ENTRANCE EXAMINATION (TITPGEE-2025)

RESCHEDULE NOTIFICATION

Due to unavoidable circumstances, we would like to inform all applicants that the M. Tech. Entrance Examination (TITPGEE-2025) scheduled for 09/07/2025 has been rescheduled on 11/07/2025 (Friday). The examination time and venue will remain the same.

ICAD/534/25

Principal
TIT, Narsingarh

NOTICE INVITING TENDER

PNIT. No.F.4(79)/H&SC/DDH/W/P-II/2025-26/1516 Dated, Agartala the 04/07/2025.

On behalf of Governor of Tripura, the Dy. Director of Horticulture, West Tripura District, Agartala, invites e -Tender for determining the rates of Sand (Fine) to be supplied at different premier Institutes from the experienced man having experience in supplying Sand (Fine) for implementation of different Govt. programme during 2025-26. Bid may be submitted by eligible bidder till 17.07.2025 up to 5:30 PM for supply of the following item.

Sl. No.	Item	Tender Value (Rupees)	EMD & Tender Fee	Completion of Project work	Document download and Bid submission end date & time	Bid opening date	Place of Bidding
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Supply of 11,200 cft. Sand (Fine) at different Premier Institutes under Deputy Director of Horticulture, West Tripura District, Agartala	₹2,80,000.00	EMD : ₹11,200/- (Rupees Eleven thousand two hundred) only Tender fee- ₹500.00	Within 3 weeks of awarding of work	17/07/2025 upto 5.30 Pm	18/07/2025 at 12.00 Pm	https://tripuratenders.gov.in

Date & time for BID submission:- 04/07/2025 to 17/07/2025
Date & time for opening BID:- 18/07/2025 at 12.00 PM. (if possible)
For details related to tender may be visited Website:- https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1327/25

(SUJIT DAS)
Dy. Director of Horticulture
West Tripura District

EDUCATIONAL NOTIFICATION

Applications are invited from the eligible candidates aspiring for **Master in Paramedical** courses against the Master of Paramedical seats for all **Open Category** of candidates at Tripura Institute of Paramedical Sciences (TIPS), Amtali, Agartala, Tripura for the academic session 2025-26. The Details of the courses are as follows-

Sl/No	Subject	No. of Seats	Category
1	Master in Optometry	02	UR-1, ST-1
2	Master of Physiotherapy	01	UR-1
3	Master in Medical Radiology and Imaging Technology	01	ST-1

The application from the eligible candidates shall contain the following particulars-

1. Name of the candidate
2. Fathers name/Husband name.
3. Present address/ Permanent address.
4. Category
5. Madhyamik Admit card denoting Date of Birth of candidate.
6. Qualification certificate/Mark sheet of Bachelor in in Optometry/ Physiotherapy/ Medical Radiology and Imaging Technology.
7. Pass Certificate of University regarding passing out of the Bachelor degree in Paramedical Courses.
8. Permanent Resident of Tripura Certificate (PRTC).
9. Registration fees for UR. Candidates Rs. 1,000/- for SC/ST candidates Rs. 700/- deposit through Bank Account in favour of Directorate of Medical Education at SBI, Agartala Branch bearing Account No. 34706666148, IFSC Code- SBIN0000002 and deposit counter foil to the office of the undersigned.

The duly filled up application with copies of relevant documents as prescribed in the particulars stated above must reach to this Directorate on or before **20th July, 2025** up to 4 P.M.

ICA/D-530/25

[Prof. (Dr.) H.P. Sarma]
In Charge, Director of Medical Education,
Government Of Tripura

বিজ্ঞপ্তি

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর হইতে প্রকাশিত মেমো নং 1(3-9)/DYAS/Estt./2024 dated-07-02-2025 চাকুরির বিজ্ঞপ্তিমূলে (যাহা বিভিন্ন স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে ও দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হইয়াছিল) যাহারা স্কুলের শারীরশিক্ষক পদের জন্য আবেদন করিয়াছেন, যোগ্য আবেদনকারীদের ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট জিলা ভিত্তিক অনুসারে নিম্নলিখিত স্থান, তারিখ ও সময় অনুযায়ী গ্রহণ করা হইবে।

Sl No	Name of Districts	Date	Call Letter Sl No.	Venue	Time
1	North Tripura District	14.07.2025	01 to 206	Debabhakti Jamatia Synthetic Athletics Track (Tripura Sports School Ground) Badharghat	09.00 AM to 5.00 PM
2	Unakoti Tripura District	15.07.2025	01 to 157		
3	Dhalai Tripura District	15.07.2025	01 to 42		
		16.07.2025	43 to 242		
4.	Khowai Tripura District	17.07.2025	01 to 184		
5.	Sepahijala District	18.07.2025	01 to 200		
		19.07.2025	201 to 358		
6.	Gomati Tripura District	21.07.2025	01 to 200		
		22.07.2025	201 to 363		
7.	South Tripura District	22.07.2025	01 to 32		
		23.07.2025	33 to 232		
		24.07.2025	233 to 332		
8.	West Tripura District	24.07.2025	01 to 100		
		25.07.2025	101 to 300		
		26.07.2025	301 to 500		
		28.07.2025	501 to 661		
9.	PH & Pregnant Women candidates for all District	29.07.2025			

যোগ্য আবেদনকারীদের কল লেটার আগামী 09.07.2025 তারিখ হইতে 12.07.2025 পর্যন্ত দুপুর ১২ঘটিকা হইতে বিকেল ৪ (চার) ঘটিকার মধ্যে স্ব-স্ব জিলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অফিস হইতে কল লেটার সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট এ অংশগ্রহন করার জন্য কল লেটারে উল্লিখিত স্থান, তারিখ ও সময় অনুযায়ী অরিজিনাল কল লেটার এবং অন্যান্য ডকুমেন্ট সহকারে উপস্থিত হইতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: -
➢ শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং গর্ভবতী মহিলাদের আগামী ২৯শে জুলাই ২০২৫ ইং ফিটনেস টেস্ট এ অংশগ্রহন করার জন্য বিশেষ ভাবে বলা হচ্ছে।
➢ ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট-এ অংশগ্রহন করার জন্য পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত ও রাহা খরচ দপ্তর বহন করবে না।

ICA/D-589/25

অধিকর্তা
যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
শিক্ষাভবন, অফিসলেন
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি : 'অ্যান্টি-আমেরিকান' ব্রিকস সমর্থনকারী দেশগুলোর ওপর চাপবে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক

ওয়াশিংটন, ৭ জুলাই : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ব্রিকস জোটের 'অ্যান্টি-আমেরিকান' নীতিতে সমর্থন দিলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ওপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ লিখেছেন, যে দেশ ব্রিকস-এর অ্যান্টি-আমেরিকান নীতিতে নিজেদের যুক্ত করবে, তাদের ওপর অতিরিক্ত ১০ু শুল্ক আরোপ করা হবে। এই নীতিতে কোনো ব্যতিক্রম থাকবে না। ট্রাম্প তার পোস্টে 'অ্যান্টি-আমেরিকান' নীতির সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেননি। তবে তিনি জানান, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সোমবার থেকেই সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠানো শুরু হবে। ট্রাম্পের এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে জোটের নেতারা মার্কিন একতরফা শুল্ক নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে বলা হয়, বাণিজ্য-বিধিবহির্ভূত ও একতরফা শুল্ক ব্যবস্থা বৈশ্বিক বাণিজ্যকে ব্যাহত করছে, সরবরাহ শৃঙ্খল বিপর্যস্ত করছে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। ব্রিকস সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমানে ১১ সদস্যের জোট, ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও ইরান, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এতে যুক্ত হয়েছে। জোটটি বৈশ্বিক জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং মোট জিডিপির ৪০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করে। জোটের নেতারা বিশ্ব বাণিজ্যে মার্কিন একতরফা অবস্থানের বিরোধিতা করে ডব্লিউটিও-ভিত্তিক ন্যায্য ও নিয়মভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নেন। ট্রাম্প প্রশাসন ইতিমধ্যে বেশ কিছু দেশে উচ্চ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছে, যা বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে এবং মিত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্পের এই নতুন শুল্ক হুমকি বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশকে আরও অনিশ্চিত করে তুলবে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ১০ু অতিরিক্ত শুল্কের সিদ্ধান্তের পেছনে কয়েকটি মূল কারণ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ট্রাম্প বারবার বলেছেন, বাড়তি শুল্ক আরোপের মাধ্যমে তিনি মার্কিন শিল্প ও উৎপাদন খাতকে রক্ষা করতে চান। তার যুক্তি, এতে বিদেশে বিনিয়োগ করা মার্কিন কোম্পানিগুলো দেশে ফিরে এসে উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হবে, ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। ব্রিকস-এর মতো জোট, যারা ট্রাম্পের ভাষায় 'অ্যান্টি-আমেরিকান' নীতিতে যুক্ত হচ্ছে, তাদের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি আসলে একটি কূটনৈতিক চাপের কৌশল। এর মাধ্যমে তিনি এসব দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি করতে বা মার্কিন স্বার্থের প্রতি নমনীয় হতে বাধ্য করতে চাইছেন। ট্রাম্প মনে করেন, অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়বে এবং এতে দেশীয় পণ্যের চাহিদা বাড়বে। ফলে আমেরিকার উৎপাদকরা লাভবান হবে এবং বৈদেশিক পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। ট্রাম্প অতীতে শুল্ক আরোপের পেছনে অবৈধ অভিবাসন এবং ফেন্টানাইলের মতো মাদক প্রবাহ রোধের যুক্তিও দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সীমান্তবর্তী দেশগুলোর ওপর শুল্কের চাপ বাড়ালে এসব সমস্যা মোকাবিলায় সুবিধা হবে। তবে অর্থনীতিবিদদের মতে, অতিরিক্ত শুল্কের ফলে শেষ পর্যন্ত মার্কিন ভোক্তাদের ওপরই চাপ বাড়বে, কারণ এতে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে। ব্রিকস নেতারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য গুরুতর হুমকি হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, এই শুল্ক নীতি বেআইনি, একতরফা এবং বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার নিয়মের পরিপন্থী। রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে নেতারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ট্রাম্পের এই ধরনের শুল্ক ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত করছে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। তারা আরও বলেন, একতরফা শুল্ক আরোপের ফলে বিশ্ববাজারে অস্থিরতা বাড়ছে এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ব্রিকস নেতারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) নিয়মভিত্তিক ও ন্যায্য বাণিজ্য ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন এবং ট্রাম্পের শুল্ক নীতিকে 'অবৈধ ও স্বেচ্ছাচারী' বলে অভিহিত করেছেন।

এছাড়া, এই শুল্ক নীতির কারণে ছোট ও ঋণগ্রস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা। সবমিলিয়ে, ব্রিকস নেতাদের দৃষ্টিতে ট্রাম্পের শুল্কনীতি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, বাণিজ্য প্রবাহ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর টেকসই অগ্রগতির জন্য বড় ধরনের হুমকি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ১০ু অতিরিক্ত শুল্ক ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অতীতে ট্রাম্পের শুল্ক নীতির কারণে চীন-আমেরিকা বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি বড় ধাক্কা খেয়েছিল। এবারও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যেখানে বিভিন্ন দেশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করতে পারে এবং বিশ্ববাজারে অস্থিরতা বাড়বে। যেসব দেশ একদিকে আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে যুক্ত এবং অন্যদিকে ব্রিকস-এর সদস্য, তাদের জন্য এই শুল্ক নীতি বড় চাপের কারণ হতে পারে। এতে তাদের রপ্তানি কমে যেতে পারে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে হচ্ছে। অতিরিক্ত শুল্কের ফলে আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্নিত হওয়ার, পণ্যের দাম বৃদ্ধির এবং বিশ্বব্যাপী উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে দীর্ঘমেয়াদে বৈশ্বিক জিডিপি কমে যেতে পারে এবং অনেক দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে। এছাড়া, অনিশ্চিত বাণিজ্য পরিবেশের কারণে বৈশ্বিক বিনিয়োগ কমে যেতে পারে এবং নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগ ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। সব মিলিয়ে, ট্রাম্পের এই ঘোষণা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T-No: 05/Div-II/AMC/2025--26 **Dated:- 01-07-25**

Sl. No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No. 36/Div-II/AMC/2025-26	Rs.44,25,293.00	Rs.88,506.00	180 days
2	DNIeT No. 37/Div-II/AMC/2025-26	Rs.44,25,293.00	Rs.88,506.00	180 days

Last date and time for document downloading/bidding: **21-07--2025 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

PNIeT-04/E.E/Div.-IV/AMC/25-26 DATE: 01/07//2025

Online single bid percentage rate e tender are invited for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK ID	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 06/DIV-IV/AMC/25-26 TenderID-2025_SAMC_63274_1	Rs. 1,42,465/-	Rs. 2,849/-	60 (sixty) Days	21/07/2025 15.00 Hour	21/07/2025 16.00 Hours (If possible)	https://tripuratenders.gov.in	Enlisted Contractor/Appropriated Class
2	DNIe-T No: 18/DIV-IV/AMC/25-26 TenderID-2025_SAMC_63278_1	Rs.43,28,583/-	Rs. 86,572/-	180 (one hundred eighty) Days				

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified, in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Sd/- Illegible
Executive Engineer
P. W. Division, No-IV.
Agartala Municipal, Corporation

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA
Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No: 10/EE/DIV-III/ AMC/2025-26, **Dated: 01-07-2025.**

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s): -

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Last time and date of submission
1	Construction of RCC ward office building under ward No 37 AMC. DNIeT No.35/EE/Div-III/AMC/2025-26.	Rs. 4371795.00	Rs.87,436.00	120 days	14-07-2025 at 15.00hrs
2	Construction of RCC ward office building under ward No 48 AMC. DNIeT No.36/EE/Div-III/AMC/2025-26.	Rs. 4371795.00	Rs.87,436.00	120 days	
3	Construction of road along with its allied works starting from main road to main road to H.O Khokan Sarkar and Ranjit Shil at Shyamapally under ward No 47 AMC. DNIeT No.37/EE/Div-III/AMC/2025-26.	Rs. 19,14,360.00	Rs.38,287.00	90 days	

TIME AND DATE OF OPENING OF BID, IF POSSIBLE 15-07-2025.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- (Er. J. Chakraborty)
Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

নাগাল্যান্ড বন্যা: তিনজনের মৃত্যু

বিমান চলাচল বন্ধ, জাতীয় সড়ক ২৯ অবরুদ্ধ অবিরাম বর্ষণের মধ্যে

ডিমাপুর, ৭ জুলাই : নাগাল্যান্ডে গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বর্ষণ ও বন্যার কারণে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন। সোমবার কর্মকর্তারা জানান, ডিমাপুরের বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে বজ্রপাতে এবং বৈদ্যুতিক শকে এই মৃত্যু ঘটে।
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ডিমাপুরের বর্মা ক্যাম্প এবং কুড়া গ্রাম এলাকায়, যেখানে বন্যার পানি বাসাবাড়ির ভিতরে প্রবাহিত হয়ে গেছে, সেখানে তিনজন নাগরিক বৈদ্যুতিক শকে মারা যান। বন্যার কারণে পানির উচ্চতা চেস্ট-ডিপ হয়ে উঠেছিল এবং স্থানীয়রা অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে পাড়ি দিচ্ছিলেন।
ডিমাপুর বিমানবন্দরে রবিবার থেকে বিমান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। বন্যার পানিতে রানওয়ে এবং পার্কিং এলাকাগুলো ডুবে যাওয়ায় ইন্ডিগো ও এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস সহ বেশ কিছু ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের বিমান সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে যেন তারা আপডেট পান।
ডিমাপুর ও কোহিমার সংযোগকারী জাতীয় সড়ক-২৯, যা অঞ্চলের লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত, সেখানে ব্যাপক ভূমিধসের কারণে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে যাত্রীদের যাতায়াতের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সড়কগুলোতে চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
ডিমাপুর, কোহিমা, এবং নিয়ুল্যান্ড জেলার পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি খারাপ হয়ে উঠেছে। নিয়ুল্যান্ড জেলায় প্রায় ৭০টি গ্রাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার কারণে সেতু, বাড়ি, মৎস্য ঘের এবং ধান ক্ষেত ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা সৃষ্টি করেছে।
ডিমাপুরের হাফ-নগরজন এলাকায় বন্যার পানি তিন ফুট উচ্চতায় উঠে যায়, এবং স্থানীয়রা রাস্তা পার হতে নৌকা এবং সাঁতার ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছিল। বর্তমানে প্রশাসন ৫২ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজ করেছে।
ডিমাপুরের ডেপুটি কমিশনার ড. তিনোজংশি চাং জানান, গত রাতে অতিরিক্ত বৃষ্টি না হওয়ায় জলস্তরের ধীরে ধীরে পতন ঘটছে, তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আরও বৃষ্টিপাত হতে পারে। এ কারণে সব প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত। জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একটি সমন্বয় সভা আয়োজন করেছে, যাতে ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন অনুযায়ী বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যায়। পাশাপাশি, রাজ্যের বাসিন্দাদের বন্যাপ্রবণ এলাকা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
নাগাল্যান্ডের এই বন্যা পরিস্থিতি রাজ্যের জন্য বড় ধরনের বিপর্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন অব্যাহত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম চালাচ্ছে, তবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। তাই, সবার কাছে সতর্ক থাকার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আসাম রাইফেলসের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে সন্দেহভাজন এনএসসিএন (কে-ওয়াইএ) উগ্রবাদী নিহত, অভিযান সফল

লংডিং, ৭ জুলাই : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরুণাচল প্রদেশের লংডিং জেলার ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকা খোগলা ও ল্যাংচে গ্রাম সংলগ্ন অঞ্চলে রবিবার একটি সংঘর্ষে সন্দেহভাজন এনএসসিএন (কে-ওয়াইএ) উগ্রবাদী নিহত হয়েছেন। এই সংঘর্ষটি ঘটেছে আসাম রাইফেলসের একটি নিয়মিত প্যাট্রল দলের সঙ্গে, যা ওই অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে বের হয়েছিল।
সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা গেছে, খনসা ব্যাটালিয়নের আওতাধীন বাক্কা কোম্পানি অপারেটিং বেস -এর একটি প্যাট্রল দল হঠাৎ করেই সন্দেহভাজন এনএসসিএন (কে-ওয়াইএ) উগ্রবাদীদের দ্বারা একটি গোপন অন্তর্ঘাতমূলক আক্রমণের শিকার হয়। স্থানীয় জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া উগ্রবাদীরা প্যাট্রল দলকে লক্ষ করে অতর্কিত গুলি চালায়। এই আক্রমণটি ঘটেছিল খোগলা ও ল্যাংচে গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকায়।
উগ্রবাদীদের আচমকা আক্রমণের পর, আসাম রাইফেলসের সৈন্যরা তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে এবং অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। সেনাবাহিনীর প্রত্যুত্তর অতি দ্রুত ছিল, এবং গুলি বিনিময়ের কিছুক্ষণ পরই উগ্রবাদীরা তাদের অবস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সেনারা তাদের পাল্টা আক্রমণ চালানোর সময় খুবই শান্ত ও সংগঠিত ছিল, যা তাদের প্রশংসনীয় প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতাকে প্রমাণিত করে।
গুলিবিনিময়ের পর, আসাম রাইফেলসের দলের সদস্যরা এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। তল্লাশির সময় তারা একটি অস্থায়ী উগ্রবাদী আস্তানা উদ্ধার করেন। সেখানে এক সন্দেহভাজন উগ্রবাদী নিহত হন। তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি বড় পরিমাণে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম। এগুলির মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্র, গোলাবারুদ, এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম যা কোনো বড় ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা হতে পারে।
অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার সম্পর্কে সেনাবাহিনীর একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামের পরিমাণ দেখে মনে হচ্ছে যে, এই উগ্রবাদী গ্রুপটি নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশাল আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কর্মকর্তারা জানান, উদ্ধার হওয়া সামরিক সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাইফেল, গ্রেনেড, এন্টি-পার্সোনেল মাইন এবং প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ।
এই অভিযানটি আসাম রাইফেলসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে, যা বিশেষ করে ভারত-মায়ানমার সীমান্তের এলাকা নিরাপদ করার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। কর্মকর্তারা জানান, এই অঞ্চলে উগ্রবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরকারী বাহিনীর পক্ষে একটি বড় সাফল্য এটি, যা আগামী দিনে আরও কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ উন্মুক্ত করবে।
এটি স্পষ্ট যে, এই ধরনের অভিযানগুলি উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতি শক্তিশালী করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসাম রাইফেলসের একাধিক সফল অভিযান এই অঞ্চলের উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে বড় ধরনের সাফল্য এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী আশা করছেন যে, এই ধরনের অভিযানগুলি ভবিষ্যতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কমাতে আরও কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তীব্র আক্রমণ

"কংগ্রেস পাকিস্তানে থাকে, বিটিআর-এ কংগ্রেসের স্থান নেই"

কোকরাঝার, ৭ জুলাই : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাঁর পাঁচ দিনের বডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়ন সফরের প্রথম দিনেই একটি রাজনৈতিক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন। সোমবার, কোকরাঝার শহরের গ্রীন ফিল্ডে এক বিশাল সমাবেশে তিনি কংগ্রেসকে লক্ষ্য করে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন এবং বলেন, "কংগ্রেস পাকিস্তানের। এখানে কংগ্রেসের কোনো স্থান নেই।" তাঁর এই বক্তব্য রাজনীতির মাঠে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং দলের কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছে।
মুখ্যমন্ত্রী সর্মা তাঁর বক্তব্যে বিজেপি সরকারের বিভিন্ন অর্জন তুলে ধরেন, বিশেষ করে বডোল্যান্ড অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। তিনি দাবি করেন, "বিটিআর শান্তি চুক্তির পর এই অঞ্চলে কোনো এনকাউন্টার বা বোমার বিস্ফোরণ ঘটেনি। শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র বিজেপি সরকারের কঠোর প্রচেষ্টার কারণে।" সর্মার মতে, গত পাঁচ বছর ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার সময়, আর আগামী পাঁচ বছর হবে অঞ্চলটির সার্বিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত।
তিনি ঘোষণা করেন, "আমরা নির্বাচনে জিততে এসেছি, হারার জন্য নয়। আমরা শান্তি, উন্নয়ন এবং বিটিআর-এর মানুষের কল্যাণের জন্য এখানে আছি।" সমাবেশে উপস্থিত হাজার হাজার বিজেপি কর্মীও এই বক্তব্যে তীব্র সমর্থন প্রদান করে হর্ষধ্বনি করেন।
অসমের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই সফরের মাধ্যমে "মিশন বিটিআর" উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করতে চান। এই পরিকল্পনার আওতায়, বিজেপি সরকার আগামী বডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচনে জয়লাভ করতে এবং ২০২৬ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য একটি শক্তিশালী প্রস্তুতি নিতে চায়। সর্মা জানিয়েছেন, "বিটিসি"র নির্বাচনের পর, আমরা ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কাজ শুরু করব। আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার বিটিআর এবং অসমে বিজেপি সরকারের পুনর্গঠন।"
তিনি আরও বলেন, "আমরা এখানে এসে গায়ের জোরে কিছু করতে চাই না, আমাদের কাজ হবে এলাকার শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার পাশাপাশি, অসমের প্রতিটি অঞ্চলের উন্নয়ন সাধন করা।"
সর্মা তাঁর ভাষণে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, এখানে কংগ্রেস নেই। কংগ্রেস পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কিত। তার এই মন্তব্যে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উল্লাস তৈরি হলেও, এটি রাজনৈতিক শিবিরের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কংগ্রেস নেতারা তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন, এবং এটি রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত একটি মুহূর্ত হয়ে উঠেছে।
মুখ্যমন্ত্রী সর্মা আরও বলেন, "বিপক্ষের দলগুলো শুধু বিভাজন সৃষ্টি করতে চায়, তারা কখনোই জনগণের উন্নতির জন্য কাজ করেনি।" এই মন্তব্যগুলো বিজেপির নির্বাচনী কৌশলের দিকে ইঙ্গিত করে, যা আগামি নির্বাচনের জন্য সমর্থন সংগ্রহ করার একটি তৎপরতা।
সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ সাইকিয়া, মন্ত্রী অশোক সিংহাল, এবং বহু বিটিসি এক্সিকিউটিভ সদস্য , বিধায়ক এবং সিনিয়র বিজেপি নেতারা। এই উপস্থিতি থেকে স্পষ্ট যে, বিজেপি এখন বডোল্যান্ড অঞ্চলে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করছে এবং এই অঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক শক্তি বাড়ানোর জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছে।
সমাবেশের পর, মুখ্যমন্ত্রী সর্মা জেলা কমিশনারের সম্মেলন কক্ষে একটি পর্যালোচনা বৈঠকও করেন, যেখানে তিনি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করেন। তিনি জানান, সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে এবং এলাকার মানুষের কল্যাণে আরো কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।
''মিশন বিটিআর '' প্রকল্পের মাধ্যমে, বিজেপি শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, বরং উন্নয়নমূলক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই অঞ্চলে শক্তিশালী অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সর্মার মতে, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি এবং সমৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি করা, যাতে আগামী দিনে বডোল্যান্ড অঞ্চলের মানুষ আরও ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে।
এছাড়া, তিনি উল্লেখ করেন যে, বডোল্যান্ড চুক্তির পর থেকে এই অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনা আরও গতিশীল হয়ে উঠেছে এবং নির্বাচনের পরেও তাদের সরকার সবসময় জনগণের পাশে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তা বিস্বা সর্মার এই সফরের মাধ্যমে বিজেপি কেবল রাজনৈতিক শক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে চায়। আগামী পাঁচ বছরের জন্য তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বডোল্যান্ড অঞ্চলকে শান্তি ও সমৃদ্ধির রোল মডেল হিসেবে গড়ে তোলা।
এভাবে, "মিশন বিটিআর" কেবল একটি নির্বাচনী কর্মসূচি নয়, বরং বিজেপির দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হয়ে উঠতে পারে, যা আগামী নির্বাচনে দলের শক্তি আরও বাড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বডোল্যান্ড অঞ্চলে বিজেপির এই উচ্চ পর্যায়ের মনোযোগ এবং তাদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি আগামী দিনগুলোতে সমর্থন বাড়ানোর এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হয়ে উঠবে। তবে, রাজনৈতিক বিতর্ক এবং বিপক্ষের প্রতিক্রিয়া আরও উত্তপ্ত হতে পারে, কারণ নির্বাচনী মাঠে প্রতিযোগিতা তীব্র হচ্ছে।

৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে সিআইটিইউ - র উদ্যোগে মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং সংযুক্ত কৃষান মোর্চা ও গনসংগঠন সমূহের আহ্বানে রাজধানীর বুকে আগামী ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে আজ সিআইটিইউ এর উদ্যোগে এক মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে রাজধানীর প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভা থেকে আগামী ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন নেতৃত্ব গন। এদিনের এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিআইটিইউ নেতৃত্ব মানিক দে বলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে, শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে আগামী ৯ জুলাইয়ের সাধারণ ধর্মঘট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

বিরোধীতার কোন

● প্রথম পাতার পর
উনার নামে একটি হল নামাঙ্কিত হবে।
তিনি বলেন, বাম আমলে বিরোধীরা তাদের নেতাদের নামে শহরে বিভিন্ন হলের নাম পরিবর্তন করেছেন। দেশের বিকাশে তাদের কোনো অবদান নেই। তাদের থেকে অনেকাংশে অধিক ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদান রয়েছে রাষ্ট্রগঠনে। তাই আগরতলা টাউন হলের নাম পরিবর্তনের যে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন তা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত, বললেন মেয়র দীপক মজুমদার।

বাস ও মারুতি গাড়ির সংঘর্ষ

● প্রথম পাতার পর
বাসিন্দা দীপঙ্কর দাস আহত হয়েছে। সাথে সাথে স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।স্থানীয়দের দাবি, দ্রুতগতির গাড়ি এবং যথাযথ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ না থাকার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের

● প্রথম পাতার পর
কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন তিনি আরও বলেন, মাতাবাড়ির প্রণামী বাক্সে মার্কিন ডলার থেকে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। যেমন, ভুটান, বাংলাদেশী, নেপাল সহ একাধিক দেশের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। তাতে, স্পষ্ট যে মাতাবাড়িতে বিভিন্ন দেশ থেকে পূর্ণার্থীরা মায়ের দর্শনের জন্য আসছেন। গণনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। মন্দির কর্তৃপক্ষ আশা করছে, এবার প্রচুর পরিমাণে প্রণামী সংগ্রহ হবে, যা মন্দিরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়ক হবে।

স্মার্ট মিটার বাতিলের

● প্রথম পাতার পর
তাই স্মাট মিটার বাতিলের দাবিতে সোমবার উদয়পুর রাজধ্বনগর রাস্তা অবরোধে বসে এলাকার লোকজন। ফলে উদয়পুর — কাঁকড়াবন দুদিকের রাস্তায় আটকে পড়ে প্রচুর যানবাহন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে কাঁকড়াবন থানা থেকে পুলিশ। পুলিশ রাস্তা থেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য অবরোধ কারীদের সাথে কথা বলছেন।
কিন্তু রাস্তা অবরোধকারিদের বক্তব্য, নতুন স্মার্ট মিটার বাড়িঘর থেকে তুলে নিয়ে আগের মিটার বসানো হোক। তাদের এই দাবি না মানা না হলে রাস্তা অবরোধ জারি থাকবে বলে জানানো হয়।

বিদ্যুৎ বিলে বিশেষ

● প্রথম পাতার পর
লাগানোর ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমি ভাবে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল এসেছে। ফলে গ্রাহকদের চাপে পড়তে হচ্ছে দপ্তরের আমলা অফিসারদের। তবে বিল সংক্রান্ত এমন কিছু বিষয়ে তাদের দপ্তরের ত্রুটি ছিল বলেও তিনি শিকার করেন।
যার ফলে এমন বিষয় গুলো নিয়ে সাধারণের অভিযোগ মূলে ষাটটির মতো ডিজিটাল মিটারে অর্থাৎ ষাট জন গ্রাহক কে বিলে বিশেষ সংশোধন করা হয়েছে। এদের মধ্যে দেখা গেছে অনেক গ্রাহকদের মাসে লক্ষাধিক টাকার বিল হয়েছিল। যেই ঘটনাকে এক প্রকার ভূতুড়ে কান্ড বলেছেন অনেকে। ফলে গোটা এই বিষয়টি আগামীদিনে সঠিক ভাবে চলবে বলে জানান কর্মকর্তারা।

জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন

● প্রথম পাতার পর
নিয়েই পাল্টানো হয়েছে আগরতলা টাউন হলের নাম, দাবি করেন তিনি।
এদিন তিনি আরও বলেন, বিগত দিনে আগরতলা টাউন হল এটি রাজবাড়ির অংশ ছিল, একে লালবাড়ি বলা হত। পরবর্তী সময়ে এটি ভেঙে টাউন হল হিসেবে নির্মিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ভারতের তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি রামাস্বামী ভেঙ্কটরমনের হাতে এই টাউন হলের উদ্বোধন হয়েছে। তাহলে, সিপিএম আমলে কেন রাজপরিবারের কোনো রাজার নামে এই আগরতলানটাউন হলের নাম নামাঙ্কিত করা হয়নি। যেহেতু, এই টাউন হলে রাজবংশের ছিল। আসলে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী জনগনকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করছেন।
তাঁর কথায়, এক দেশে দুই বিধান, দুই নিশান ও দুই প্রধান চলবে না। এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের মাথার তাজ জম্মু ও কাশ্মীর ভূখণ্ডে দেশের অখণ্ডতাবিরোধী ৩৫ এ ও ধারা ৩৭০ এর বিরোধিতা করে সন্দিগ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন 'ভারত কেশরী' ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের অন্যতম সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য্য হিসেবে কাজ করা এই মহান শিক্ষাবিদ তথা জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, প্রখর রাষ্ট্রবাদী নেতার বলিদান দিবস। তিনি আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। আজ তাঁর নামে আগরতলা টাউন হলের নাম নামকরণ করা হবে বলে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বিরোধী করছেন। এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে প্রদেশ বিজেপি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সিপিএম আমলে প্রায়ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের নামে স্টেডিয়াম নির্মাণ করেছেন। তেমনি, কমলপুর মহকুমা হাসপাতালের নাম প্রয়াত প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী বিমল সিনহার নামে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর কটাক্ষ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামের জায়গায়, এখানে কার্ল মার্কস থাকতো খুশি হতো সিপিআইএম।
তাঁর কটাক্ষ, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ভুল মন্তব্য করছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাই তিনি আপামর জনগনকে ভুল মন্তব্যে না জড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি। টাউন হলের নাম টাউন হল-ই থাকবে, শুধু পাশে ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জুড়ে দেওয়া হবে, বলে জানান তিনি। পাশাপাশি এদিন এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে

● প্রথম পাতার পর
রাজ্যের জনগণ। এই সমাবেশ থেকে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসারে অবিলম্বে বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি জানান তিনি।
এদিনের এই সমাবেশ থেকে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, এটি একটি জাতীয় ইস্যু। সব অংশের জনগণের লড়াই এটি। তাই আজ দলীয় পতাকা ছেড়ে জাতীয় পতাকা নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি। তাঁর কথায়, আগে জাতি, পরে পার্টি। বাঙালি,হিন্দু, মুসলিম, জনজাতি সকল অংশের জনগণকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অধিকার রক্ষার এই লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আহ্বান জানান বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।
তিনি আরো বলেন, এই প্রথম নয় যখন অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরায় সেই সময়ও এই নির্দেশিকা কার্যকর হয়নি। এরপরেও দফায় দফায় বেশ কয়েকবার এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিষয়টি চেপে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবার ১৯ মে ২০২৫ পুনরায় অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাদের চিহ্নিত করে ওই দেশে পুনরায় ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে সরকার। কিন্তু দেশের অন্যান্য রাজ্য যেমন, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, নয়া দিল্লি, হরিয়ানা, তামিলনাড়ুতে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার। একইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে ও অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের সেই দেশে ফেরত না পাঠালে ভবিষ্যত প্রজন্মের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে। তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই সমস্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।
তিনি সুইজারল্যান্ডের জাতিসংঘের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন,১৯৯৭ সালে প্রথম সুইজারল্যান্ড এর জাতিসংঘে ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়টি তুলেছিলেন তিনি। তখন থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছেন। তিনি বলেন, সরকার যদি এখন প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে এই লড়াই আরো জোরদার হবে।
তিনি বলেন, অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যের জনগণের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। অনুপ্রবেশকারী যে কোন রাজ্যের তথা দেশের নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে একটি হুমকি। দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের ফেরত পাঠানো অত্যন্ত জরুরি।

মায়ানমারের সিত্তে বন্দর এবং কালাদান

● প্রথম পাতার পর
প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব ভারত এখন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির ফলে এক সময়ের স্থলবেষ্টিত এই অঞ্চল এখন আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথের সরাসরি ও স্বল্প দূরত্বের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠছে। দ্রুততার সঙ্গে সিত্তে বন্দর নির্মাণ এই প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়াও বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল এবং মায়ানমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হবে। এই উদ্যোগ 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' নীতির বাস্তব রূপ।

সুপ্রিম কোর্টে

● প্রথম পাতার পর
সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ। এদিকে, বিহারের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা সংশোধনের এই পরিবর্তন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র (বিশেষত জন্মসনদ) জমা দিতে হবে। বিহার জন্মনিবন্ধনে দেশের অন্যতম পিছিয়ে থাকা রাজ্য হওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ, বিশেষ করে গরিব, দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও পরিযায়ী শ্রমিকরা এই নথি দিতে না পারার কারণে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
বিরোধী দলগুলোর দাবি, এই নতুন নিয়মের ফলে অন্তত ২—৩ কোটি মানুষ ভোটাধিকার হারাতে পারেন। কারণ, মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে ৮ কোটির বেশি ভোটারের তথ্য যাচাই করা প্রশাসনিকভাবে অত্যন্ত কঠিন, বিশেষত যাঁরা রাজ্যের বাইরে কর্মরত বা অভিবাসী। তাছাড়া, এত কম সময়ে (মাত্র ১—১.৫ মাস) এত বড় সংখ্যক মানুষ নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র জোগাড় করতে পারবেন না। এতে অনেক ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকি তৈরি হবে। স্বাভাবিকভাবেই, এই পরিবর্তনকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক এখন তুঙ্গে রয়েছে। বিরোধীরা বলছেন, এটি গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করবে এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
এদিকে, এত কম সময়ে এত বড় আকারের যাচাই-বাছাই প্রশাসনিকভাবে কঠিন বলে ইতিমধ্যেই চর্চা প্রাধান্য পেয়েছে। সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্তরাও আতঙ্কিত, কারণ অনেকেরই প্রয়োজনীয় নথি নেই বা সংগ্রহ করা কঠিন। বিতর্কের মুখে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এখনই নথি জমা না দিলেও চলবে, শুধু ফর্ম পূরণ করে জমা দিলেই নাম খসড়া তালিকায় থাকবে। তবে চূড়ান্ত তালিকায় নাম রাখতে হলে পরে নথি দিতে হবে। সব মিলিয়ে, এই পরিবর্তন বিহারের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিশ্চয়তা, ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক এবং গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।
এদিকে, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই নতুন পরিবর্তন ভোটারদের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজতর করবেএমন নিশ্চয়তা নেই, বরং বেশ কিছু জটিলতা ও চ্যালেঞ্জ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ভোটার তালিকা যত বেশি নির্ভুল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে, নির্বাচন তত বেশি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কঠোর নথি চাওয়া ও স্বল্প সময়ে যাচাই প্রক্রিয়া ভোটার তালিকায় ত্রুটি ও বাদ পড়ার ঘটনা বাড়াতে পারে। নির্বাচনব্যবস্থার সংস্কার ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন হলেও, সেটা যেন সকল ভোটারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, তা জরুরি। নতুন নিয়মের কারণে যদি ব্যাপক সংখ্যক ভোটার বাদ পড়েন, তাহলে নির্বাচন আরও প্রশ্নবিদ্ধ হবে।
সব মিলিয়ে, এই পরিবর্তন বাস্তবে ভোটারদের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজতর না-ও করতে পারে, বরং অনেকের জন্য তা আরও জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে। সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে, নীতিমালায় নমনীয়তা, যথাযথ সময়, এবং সকল ভোটারের জন্য সহজলভ্য নথির ব্যবস্থা করা জরুরি।
বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের এই পরিবর্তন ভোটের স্বচ্ছতা বাড়াবে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের যুক্তি, নাগরিকত্বের বৈধ নথি চাওয়া হলে ভোটার তালিকা থেকে ভুয়া বা অনুপযুক্ত নাম বাদ পড়বে, ফলে ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল ও স্বচ্ছ হবে। এতে অবৈধ ভোটদাতা বা ছাপ্পা ভোটের সুযোগ কমবে এবং প্রকৃত ভোটারদের ভোটাধিকার সংরক্ষিত থাকবে।
তবে কঠোর নথি চাওয়া এবং অল্প সময়ে যাচাই-বাছাই করার কারণে বহু প্রকৃত ভোটার, বিশেষত প্রান্তিক, সংখ্যালঘু ও অভিবাসী জনগোষ্ঠী ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকিতে পড়বেন। ইতিহাস বলে, ভোটাধিকার সীমিত হলে গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতা উল্টো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ভোটার তালিকা থেকে প্রকৃত ভোটার বাদ পড়লে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, কারণ এতে ভোটারদের অংশগ্রহণ কমে যেতে পারে এবং নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বচ্ছতা বাড়াতে হলে কেবল কঠোর নথি নয়, বরং সবার জন্য সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা, পর্যাপ্ত সময় এবং সচেতনতা জরুরি। অন্যথায়, এই পরিবর্তন কিছু ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বাড়ালেও, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভোটাধিকার সীমিত হলে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও স্বচ্ছতা উল্টো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের এই পরিবর্তনের প্রতি ভোটারদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক ভোটার নতুন নীতিমালার কারণে উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা ও হতাশা প্রকাশ করছেন। বিশেষত যাঁরা দরিদ্র, প্রান্তিক বা পরিযায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং যাঁদের কাছে নির্দিষ্ট নাগরিকত্বের নথি নেই। তাদের আশঙ্কা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে তারা ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারেন এবং ভোটাধিকার হারাতে পারেন।
অন্যদিকে, কিছু ভোটার মনে করছেন, এই পরিবর্তনের ফলে ভুয়া ভোটার বা অবৈধ নাম বাদ পড়বে এবং ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল হবে। তা নির্বাচনকে স্বচ্ছ করতে সাহায্য করতে পারে। তবে, ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে, নতুন বিধিনিষেধ ও কঠোর নথি চাওয়ার কারণে অনেকেই নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে আস্থাহীনতা ও অনীহা অনুভব করছেন। অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, তারা আদৌ ভোট দিতে পারবেন কি না, কিংবা ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া কতটা ফলপ্রসূ হবে।
সব মিলিয়ে, ভোটারদের বড় অংশের মধ্যে এই পরিবর্তন নিয়ে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা ও অংশগ্রহণের আগ্রহে ভাটা দেখা যাচ্ছে। বিশেষত যাঁরা মনে করছেন, নতুন নিয়ম তাদের ভোটাধিকার চর্চাকে কঠিন করে তুলবে। বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের নতুন পরিবর্তন নিয়ে তরুণ ভোটারদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। একদিকে, অনেক তরুণ ভোটার নির্বাচন ও ভোটাধিকার নিয়ে সাধারণত আগ্রহী এবং তারা সামাজিক পরিবর্তনে নিজেদের ভূমিকা রাখতে চাইছেন। কিন্তু এই নতুন নীতিমালায় নির্দিষ্ট নাগরিকত্বের নথি বাধ্যতামূলক করায়, বিশেষ করে যারা সদ্য ভোটার হয়েছেন বা শিক্ষার্থী, তাদের মধ্যে উদ্বেগ ও হতাশা তৈরি হয়েছে। কারণ অনেকের কাছেই এসব নথি নেই বা সংগ্রহ করা কঠিন।
অনেক তরুণ মনে করছেন, এই পরিবর্তন তাদের ভোটাধিকার অনিশ্চিত করে তুলছে এবং ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা বাড়াচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, প্রশাসনিক জটিলতা ও সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে তারা ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে সন্দিহান। আবার কিছু তরুণ ভোটার মনে করেন, প্রকৃত ভোটারদের তালিকা তৈরিতে এই পরিবর্তন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে, তবে বাস্তবায়ন পদ্ধতি সহজ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া জরুরি।
সাম্প্রতিক নির্বাচনী পরিবেশ, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে তরুণদের মধ্যে আগ্রহের পাশাপাশি অনীহা ও বিচ্ছিন্নতাবোধও তৈরি হচ্ছে। সব মিলিয়ে, নতুন পরিবর্তন তরুণ ভোটারদের মধ্যে উৎসাহের বদলে অনেক ক্ষেত্রে উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা ও অংশগ্রহণে ভাটা ফেলছে।

হামাস-ইসরায়েল সিজফায়ার প্রথম সেশন নির্দিষ্ট ফলাফলে পৌঁছায়নি: কাতারে আলোচনা অচলাবস্থায়

কায়রো, ৭ জুলাই : কাতারে হামাস এবং ইসরায়েল এর মধ্যে চলমান সিজফায়ার আলোচনার প্রথম সেশনটি কোনো সুনির্দিষ্ট ফলাফল ছাড়াই শেষ হয়েছে। সোমবার প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুটি ফিলিস্তিনি সূত্র জানিয়েছে যে, ইসরায়েলি প্রতিনিধিদল হামাসের সঙ্গে চুক্তি করতে যথেষ্ট ক্ষমতা বা অনুমতি পায়নি, যার ফলে এই প্রথম সেশনটি কোনও সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে।

এই আলোচনা এমন সময় শুরু হয় যখন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর তৃতীয় মার্কিন সফরের প্রস্তুতি চলছে। নেতানিয়াহু আমেরিকা যাচ্ছেন তার বন্ধু রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে, যিনি প্রায় ছয় মাস আগে আবারও ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। যদিও সিজফায়ার আলোচনা কাতারে শুরু হলেও, দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার জন্য এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

ফিলিস্তিনের দুটি সূত্র যা এই আলোচনার ভিতরে অবগত ছিল, তারা রয়টার্সকে জানিয়েছেন যে, ইসরায়েলি প্রতিনিধিদল প্রথম সেশনে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বা অনুমতি পায়নি। 'তারা কোনো বাস্তব সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল না,' সূত্র দুটি বলেছে। এই প্রসঙ্গে, কাতারের রাজধানী দোহাতে অনুষ্ঠিত প্রথম সেশনটি শেষ হওয়ার পর উক্ত প্রতিনিধিদের সমঝোতার সম্ভাবনা অল্প হলেও ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোচনার ফলাফল কিছুই আসেনি।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু মার্কিন সফরের আগে গণমাধ্যমের কাছে এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছিলেন, “আমাদের আলোচকরা সিজফায়ার চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা নিয়ে কাজ করছেন। এই চুক্তি অবশ্যই এমন শর্তে হবে যা ইসরায়েল ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে।” নেতানিয়াহু আরও যোগ করেন, “আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো নিশ্চিত করা যে, হামাসের সাথে কোনো সমঝোতা না হয় যা ইসরায়েলের নিরাপত্তা বা স্বার্থকে বিপদে ফেলবে।”

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা কখনোই সহজ ছিল না। গত কয়েক দশকে উভয় পক্ষের মধ্যে সহিংসতা এবং অস্থিরতা বেড়েছে, এবং এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং জটিল সংকট। কাতারে সিজফায়ার আলোচনা শুরু হলেও, সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং কৌশলগত বাধা রয়েছে, যা দুই পক্ষের জন্য আলোচনাগুলিকে অনেক কঠিন করে তুলেছে।

এই আলোচনা কার্যকরীভাবে কখনও সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরও অস্থির হয়ে উঠবে, যা বিশ্বরাজনীতিতেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে।

এই পর্যায়ে, কাতারে চলমান সিজফায়ার আলোচনা একটি স্পষ্ট ফলাফল তৈরি করতে ব্যর্থ হলেও, উভয় পক্ষের জন্য আলোচনা অব্যাহত রাখার চাপ রয়েছে। ইতোমধ্যে, ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনি উভয় পক্ষের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে যাতে তারা কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এছাড়া, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন যে, নেতানিয়াহু এবং ট্রাম্পের আসন্ন বৈঠক সম্ভবত এই আলোচনা প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়ক হতে পারে, তবে তার জন্য আরও সময় এবং কৌশলগত সামঞ্জস্যের প্রয়োজন।

এছাড়া, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলোও এই আলোচনা প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখছে, কারণ অঞ্চলটির শান্তি এবং নিরাপত্তা বিশ্বের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বিজেপির “এলিভেট-এগজিট” তত্ত্ব, সিদ্ধারামাইয়া”র নতুন কংগ্রেস ভূমিকা নিয়ে আলোচনার মধ্যে

বেঙ্গালুরু, ৭ জুলাই : কর্ণাটক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া কংগ্রেসের ওবিসি (অতিদলিত শ্রেণী) বিভাগের পরামর্শক পরিষদের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার খবরের মধ্যে বিজেপি দাবি করছে যে, এটি কংগ্রেসের একটি কৌশল যাতে সিদ্ধারামাইয়াকে দিল্লিতে টেনে আনা হয়, বেঙ্গালুরুর গেম অফ থ্রোনস সমাধান করতে।

কর্ণাটক বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা চ্যালাভাদি নারায়ণস্বামী এনডিটিভি-কে বলেন, কংগ্রেস আবার তাদের পুরনো কৌশল ব্যবহার করছে, যেটি তারা মাল্লিকার্জুন খড়গে”কে রাজ্য রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরাতে ব্যবহার করেছিল। এখন সিদ্ধারামাইয়ার পালা, বিজেপি নেতা বলেন।

ওবিসি প্যানেলে ২৪ জন নেতার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে, এর মধ্যে কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতারা যেমন অশোক গেহলোত এবং ভূপেশ বাঘেল আছেন। তবে সিদ্ধারামাইয়ার নামটি বিশেষভাবে নজর কেড়েছে, কারণ এটি তার এবং ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের মধ্যে চলমান ক্ষমতার সংঘাতের পটভূমিতে উঠে এসেছে।

সিদ্ধারামাইয়াকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, তিনি এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যম থেকে জানতেন এবং নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন। 'এই দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে, আমি কি পালাব? আমি নিজে কখনো এ ধরনের ভূমিকা চেয়েছিলাম না এবং কিছু জানতাম না,' বলেন তিনি।

বিজেপি তবুও গুঞ্জন তৈরি করছে। '২০১৩ সালে তারা খড়গেকে দিল্লি পাঠিয়ে তাকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল। এখন সিদ্ধারামাইয়াকে একই ভাবে সরাতে চায়। কংগ্রেসের জন্য তিনি কখনই প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন না,' বলেছেন নারায়ণস্বামী।

আগে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি বি.ওয়াই. বিজয়েন্দ্র দাবি করেছিলেন যে, সিদ্ধারামাইয়া শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। 'ওবিসি পরামর্শক কমিটির সদস্য হিসেবে সিদ্ধারামাইয়াকে প্রস্তাব করা মানে তাকে দিল্লি পাঠানো এবং মুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে দেওয়া,' তিনি বলেছিলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি বলেছেন, 'এটি সম্ভবত সিদ্ধারামাইয়াকে জাতীয় রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা, এবং তার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়ানো।'

ডি কে শিবকুমার এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, 'কংগ্রেসের অনেক শাখা রয়েছে, যেমন সংখ্যালঘু, জাতিভিত্তিক দল এবং অন্যান্যরা। বিজেপি যদি এসব সমালোচনা না করে, তাহলে তাদের আর কিছু বলার নেই। কাজেই শেষ কথা বলে,' তিনি মন্তব্য করেন।

রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পারমেশ্বর সিদ্ধারামাইয়ার জাতীয় রাজনীতিতে যাওয়ার গুঞ্জনকে উড়িয়ে দিয়েছেন।

বিজেপির দাবি সত্ত্বেও, সিদ্ধারামাইয়াকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দিল্লিতে পাঠানোর প্রস্তাব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি বড় ধাক্কা হতে পারে। সিদ্ধারামাইয়া যেমন একজন শক্তিশালী নেতা, তেমনই তিনি এমন একটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

সম্প্রতি কর্ণাটক কংগ্রেসে কিছু বিধায়ক ডি কে শিবকুমারের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী পদ পরিবর্তনের দাবি তুলেছেন। তবে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা না থাকার ইঙ্গিত দিয়েছে।

সিদ্ধারামাইয়া এই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'কংগ্রেস সরকার পাঁচ বছর অবিচল থাকবে,' তিনি মাইসুরে সাংবাদিকদের বলেন। শিবকুমারের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'এটি একটি ''বাণ্ডে'' (শিলা)-এর মতো শক্তিশালী সরকার হবে।'

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,

AGARTALA : TRIPURA

Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No: 06/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated:- 01/07/2025**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 18/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 43,29,764/-	Rs. 86,595/-	120 (One hundred twenty) days
2	D.N.I.E.T No. 19/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 43,05,490/-	Rs. 86,110/-	120 (One hundred twenty) days
3	D.N.I.E.T No. 20/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 43,39,979/-	Rs. 86,800/-	120 (One hundred twenty) days
4	D.N.I.E.T No. 21/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 43,39,979/-	Rs. 86,800/-	120 (One hundred twenty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **21-07-2025 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid: **21-07-2025 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,

Notice Inviting Tender

The Directorate of **Kokborok & Other Minority Languages**, Government of Tripura invites Open Tenders from the bonafied Printing Agencies/Firms **for printing of Kokborok Textbooks for Classes IX to XII - 5 titles (2000 copies each)**. The interested bidders are requested to quote their rate for printing as per details below:

Scope of work in brief	EMD Refundable	Contract Period	Period of Collecting Bidding Documents	Date of Submission of Tender
Printing of Rwngkwchar Kokrwbai Bwchap class IX & X.	Rs. 4000/-	15 days from the date of Award of Contract (AoC)	(*from the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shiksha Bhavan, Office Lane) Time: 11:00 am to 5:00 pm on all working days from 07-07-25 to 14-07-25 (on all working days)	(*at the office of the Directorate of Kokborok & OML, Shiksha Bhavan, Office Lane) From 08-07-25 11:00 am to 5:00 pm (*on all working days) To 14-07-25 at 5:00 PM
Printing of Madhyamik Kokborok Kokma tei Swimung class IX & X	Rs. 8000/-			
Printing of Rwngkwchar Kokrwbai Chubachu class IX & X	Rs. 3000/-			
Printing of Berem Kuchuk Rwngkwchar Kokrwbai Bwchap class XI & XII.	Rs. 6000/-			
Printing of Berem Kuchuk Rwngkwchar Kokborok Kookma tei Swimung Bwchap' class XI & XII.	Rs. 6000/-			

Tender Documents are available at Directorate's website @www.kokborkoml.tripura.gov.in or may be collected from the office of the Directorate of Kokborok & OML.

ICA/C/1333/25

Director
Kokborok & OML
Agartala, Tripura (W)

PNIET No.: 14/EE/UDP-DIVN/UDP/2025-26, Dated. 01.07.2025

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date & time for document downloading & bidding	Time & Date of opening of Bid
1	33/EE/PWD/UDP/B/2025-26	Rs. 23,01,285.31	Rs. 46,026.00	90 Days	Up to 03.00 PM on 21.07.2025	At 04.00 P.M on 21.07.2025, if Possible.
2	34/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 24,24,441.43	Rs. 48,489.00	90 Days		
3	35/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 23,94,933.89	Rs. 47,899.00	90 Days		
4	36/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 24,19,460.64	Rs. 48,389.00	180 Days		
5	37/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 24,21,921.51	Rs. 48,438.00	90 Days		
6	38/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 24,26,025.42	Rs. 48,521.00	90 Days		

All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in.

Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/1336/25

(Er. H. Majumder)
Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division Gomati District, Tripura.

বাংলাদেশ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ নির্ধারণ করবে ১০ জুলাই

ঢাকা, ৭ জুলাই : বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নাটকীয় মোড় নেওয়া রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সরকারের শীর্ষ দুই কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান খান কামাল (প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ও চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন (প্রাক্তন পুলিশ মহাপরিদর্শক) এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায়।

ট্রাইব্যুনাল সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১০ জুলাই ২০২৫ তারিখে এ তিনজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ গঠন হবে কি নাসে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে ট্রাইব্যুনালের তিন সদস্যবিশিষ্ট বিচারক প্যানেল। এই শুনানিতে অভিযুক্তদের আইনজীবীরা তাদের যুক্তি তুলে ধরবেন যে, অভিযোগগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন এবং তা খারিজ করা উচিত।

শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের বিরুদ্ধে গত ১ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগগুলোতে বলা হয়, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সারা দেশে চলা গণঅভ্যুত্থানের সময় তারা হত্যাকাণ্ড, হত্যার চেষ্টা, নির্যাতন, জনসাধারণের ওপর নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগ এবং শক্তিশালী অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার করেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর অভিযানে প্রায় ১,৪০০ মানুষ নিহত হন। এই সময়েই বাংলাদেশে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। ৫ আগস্ট সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের একাংশের সমর্থনে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় এবং শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন।

অভিযোগ গঠনের আগে গত সপ্তাহেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এক ভিন্ন মামলায় শেখ হাসিনাকে আদালত অবমাননার দায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয়। এই রায় প্রদান করা হয় তার অনুপস্থিতিতে। এটি ছিল তার বিরুদ্ধে আদালতের প্রথম আনুষ্ঠানিক সাজা ঘোষিত ঘটনা।

শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তিনি বা তার পরিবারের কেউ এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো বিবৃতি দেননি।

শুধু মানবতাবিরোধী অপরাধ নয়, একইসঙ্গে দুর্নীতির অভিযোগেও শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে বিচারের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল (৬ জুলাই) ঢাকার একটি বিশেষ দুর্নীতি দমন আদালত শেখ হাসিনা, তার সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়, সাইমা ওয়াজেদ পুতুল, বোন শেখ রেহানা, এবং রেহানার সন্তানদের বিরুদ্ধে ছয়টি দুর্নীতির মামলায় হাজির হওয়ার জন্য গেজেট নোটিশ জারি করেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম জানান, “আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে এবং আদালত মনে করে তারা আত্মগোপনে রয়েছেন। আগামী ২০ জুলাই পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে তারা হাজির না হলে মামলার কার্যক্রম অনুপস্থিতিতেই চলবে।”

এই গেজেটে শেখ হাসিনার সন্তান ও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য তুলিপ সিদ্দিকের নামও রয়েছে, যিনি ইতোমধ্যে এই বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কিছু মানবাধিকার ইস্যুতে বক্তব্য দিয়েছিলেন।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই বিচারিক প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানালেও, আওয়ামী লীগ নেতারা এটিকে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসার’ ফসল বলে অভিহিত করেছেন। একাধিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা বিচারের স্বচ্ছতা ও মানবাধিকার নিশ্চয়তার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

একইসঙ্গে ভারতের ভূমিকা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে, যেহেতু শেখ হাসিনা বর্তমানে সেখানে অবস্থান করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সরকারের কাছে তার প্রত্যর্পণ চাওয়া হয়নি।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল সবসময়ই উত্তাল ছিল, কিন্তু এই প্রথম একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী, যার ক্ষমতার সময়কাল প্রায় দেড় দশক, তাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আসন্ন ১০ জুলাইয়ের শুনানি ও ২০ জুলাই দুর্নীতির মামলার শুনানি দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একদিকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজর, অন্যদিকে দেশের জনগণের কাছে নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়ার দাবিএই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করেই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগোতে হবে।

‘গাছের ওপর লাশ, নদীর তীরে পঁচে যাওয়া মাছ’: টেক্সাসে বন্যার ধ্বংসের দৃশ্য

টেক্সাস, ৭ জুলাই : টেক্সাসের নদীর জল এখন স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে, কিন্তু বন্যায় বিধ্বস্ত কেন্দ্রীয় টেক্সাসের দৃশ্যগুলিতে সর্বত্র ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র দেখা যাচ্ছে, যেমন গাছের ডালে ঝুলে থাকা একটি মৃত গরু, যার মাথা দুটি ডালের মধ্যে আটকে গেছে।

এখনো নিখোঁজ ৮০ জনের বেশি মানুষ, যার মধ্যে অধিকাংশই শুক্রবারের আকস্মিক বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন। এই বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে টেক্সাসের কেরভিলের নদীসংলগ্ন হিল কাউন্টিতে, যেখানে কমপক্ষে ৬৮ জন মারা গেছে, যার মধ্যে ২৮টি শিশু।

স্বাধীনতা দিবসের ছুটির আগের রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়, এবং এর ফলস্বরূপ গুয়াদালুপে নদীটি একেবারে কিলারের মতো ভয়ঙ্কর স্রোতে পরিণত হয়ে কেরভিল শহরের উপর দিয়ে বইতে থাকে। নদীর পানি এক ঘণ্টার মধ্যে দুই তলা বিল্ডিংয়ের উচ্চতায় উঠে যায়, বেশ কিছু শিশুদের ক্যাম্প ডুবিয়ে দেয়, গাছ উপড়ে ফেলে এবং গাড়িগুলিকে খেলনার মতো ছুঁড়ে ফেলে।

যেমনই বন্যার পানি নদীর তীরে ছড়িয়ে পড়ে, সেইসময় এক তরুণী, জয়েস ব্যান্ডন, তার পরিবারের কাছে একটি শেষ এসওএস বার্তা পাঠান, যা হতে পারে তার শেষ বার্তা। জয়েস এবং তার তিন বন্ধু জুলাই ৪ তারিখের ছুটিতে একটি দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তার এই জরুরি বার্তা একটি বিশাল উদ্ধার অভিযান শুরু করেছিল।

'তাদের বাড়িটি ভোর ৪টার দিকে ধসে পড়েছিল এবং তারা স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। তার ফোনে যে শেষ বার্তা এসেছিল তা ছিল, ”আমরা ভেসে যাচ্ছি” এবং এরপর ফোনটি বন্ধ হয়ে যায়,' বলেন উদ্ধারকর্মী লুইস ডেপ্পে।

টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট জানান, 'রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৪১ জন নিখোঁজ রয়েছে।'

কেন্দ্রীয় টেক্সাসে প্রায় ১৭টি হেলিকপ্টার নিখোঁজদের খোঁজে উদ্ধার কাজে অংশ নিয়েছে, এর মধ্যে একটি খ্রিস্টান গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের ১০টি মেয়ে এবং এক পরামর্শকও নিখোঁজ।

অভিযান চলাকালীন এক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়, যেখানে দেখা যায় একজন মহিলা সাইপ্রেস গাছের ডালে চেপে আছেন, তিনি বন্যার স্রোতে ২০ মাইল ভেসে গিয়েছিলেন। তাকে উদ্ধার করা হয় যখন একটি সেন্টার পয়েন্টের বাসিন্দা তার সাহায্যের জন্য ছুটে যান।

গুয়াদালুপ নদী এখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, তবে টেক্সাসের নদী তীরে দেখা যাচ্ছে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ, যেমন গাছের ডালে ঝুলে থাকা একটি মৃত গরু, তার মাথা দুটি ডালের মধ্যে আটকে গেছে। উল্টানো পিকআপ ট্রাক এবং নদী থেকে ভেসে আসা শত শত মৃত মাছ পচে তীরে পড়ে আছে, যা তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

হেলিকপ্টার এখনও আকাশে উড়ছে জীবিতদের খোঁজে, আর উদ্ধারকারী দলগুলি নৌকায় নদী জুড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে, একে একে গাছপালা এবং বিধ্বস্ত গাড়ি সরানো হচ্ছে।রাজ্য জরুরি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবারই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, টেক্সাসের কেন্দ্রীয় অংশে ভারী বৃষ্টি এবং আকস্মিক বন্যা হতে পারে, যা জাতীয় আবহাওয়া সেবার পূর্বাভাসের ভিত্তিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু গুজব অনুযায়ী, পূর্বাভাসের চেয়ে দ্বিগুণ বৃষ্টিপাত হয় গুয়াদালুপ নদীর দুই শাখার উপর, যার ফলে সকল পানি একত্রিত হয়ে কেরভিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, এবং পুরো শহরটি নিমজ্জিত হয়ে যায়।

মেঘালয়ের গুহা রক্ষায় অভিনব প্রযুক্তি

‘কেভসেন্স’ উদ্ভাবন করে জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য পেল শিলংয়ের সেন্ট অ্যান্থনি কলেজ

শিলং, ৭ জুলাই : মেঘালয়ের অনন্য গুহাব্যবস্থাগুলি এবার পেতে চলেছে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা, কারণ শিলংয়ের সেন্ট অ্যান্থনি কলেজের একটি দল ‘কেভসেন্স’ নামক একটি অত্যাধুনিক মনিটরিং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য প্রখ্যাত ১১০ আওয়ার হ্যাকাথনে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিল জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই), যার মূল লক্ষ্য ছিল পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান খুঁজে বের করা। তিন সদস্যের এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন ড. দমানভা লিংদো, সেন্ট অ্যান্থনি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। তাদের উদ্ভাবিত কেভসেন্স একটি অ্যাপভিত্তিক গুহা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, যা বাস্তব সময়ে পরিবেশগত ও মানবসৃষ্ট অস্থিরতা শনাক্ত করতে সক্ষম। এই প্রযুক্তিতে ব্যবহার হয়েছে কম-দামে তৈরি সেন্সর, যার মাধ্যমে গুহার ভিতরের নড়াচড়া, কম্পন এবং পরিবেশগত পরিবর্তন ধরা সম্ভব।

“সাধারণত সংরক্ষণ একটি দীর্ঘমেয়াদী ও ধীর প্রক্রিয়া, আর হ্যাকাথন তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনের জায়গা। প্রথমে মনে হয়েছিল এটা বিপরীতধর্মী, কিন্তু আমরা দেখেছিলাম এই হ্যাকাথন একটি উপায় হতে পারে দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার,” বলেন ড. লিংদো। যদিও প্রযুক্তিটি সফলভাবে ল্যাব সেটিংসে কাজ করেছে, দলটি স্বীকার করেছে যে তারা এখনো বাস্তবে গুহার ভিতরে পরীক্ষা চালাতে পারেনি। “প্রোটোটাইপ তৈরি মানেই শেষ নয়,” বলছিলেন ড. লিংদো, “এটা কেবল শুরু। বাস্তবিক ফল পাওয়ার জন্য মাঠে পরীক্ষা, উন্নতি ও অভিজ্ঞতা থেকে শেখার প্রয়োজন।”

এই প্রকল্পটি এক অনন্য আন্তবিভাগীয় সহযোগিতার ফল। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন থাইআনসার চাল্লাম (বায়োকেমিস্ট্রি ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ) যিনি আইওটি এবং হার্ডওয়্যার ডিজাইনে দক্ষ, সৌরভ কুমার থাপা যিনি সিস্টেম অ্যাডমিন ও প্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দক্ষ, এবং ড. লিংদো নিজে, যিনি প্রাণিবিদ্যা ও সংরক্ষণে গবেষক। মে ২৩ তারিখে শিলংয়ে উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক পর্ব জেতার পর, দলটি জুন ৯ তারিখে পুনেতে সেমিফাইনালে অংশ নেয়, যেখানে সারা দেশের ১০৫টি দল প্রতিযোগিতা করেছিল। ফাইনাল রাউন্ডে (৩০ জুন, কলকাতা) মাত্র পাঁচটি দল অংশগ্রহণ করে, এবং সেন্ট অ্যান্থনি কলেজ দ্বিতীয় স্থান লাভ করে লাদাখ দলের পরে।

কেভসেন্স প্রকল্পটি বৃহত্তর ক্রেমকারে উদ্যোগের অংশ, যার লক্ষ্য শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ নয়, বরং পর্যটনের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুহা সংরক্ষণের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ড. লিংদো বলেন, “সংরক্ষণ মানে শুধু তথ্য বা নীতিমালা নয়, এটি মানুষ, সম্পর্ক ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করার বিষয়ে।”

এই সেন্সর-ভিত্তিক সিস্টেমটি শুধু মেঘালয়ের গুহায় সীমাবদ্ধ নয় — এটি দেশের অন্যান্য সংবেদনশীল পরিবেশে ব্যবহারযোগ্য। এর স্বল্পমূল্য এবং স্থানীয়ভাবে উপযোগী ডিজাইন ভারতের পরিবেশ সংরক্ষণে দেশীয় উদ্ভাবনের উপর গুরুত্বারোপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ড. লিংদো, যিনি জীববৈচিত্র্য ও সংরক্ষণে পিএইচডি ডিগ্রিধারী, আগে ইয়াং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড, সুদেব ভূষণ পুরস্কার এবং ইউরোপিয়ান মলিকুলার বায়োলজি অর্গানাইজেশন ট্র্যাভেল গ্র্যান্ট পেয়েছেন। যদিও পুরস্কার তাদের দলের মূল উদ্দেশ্য নয়, তবুও এটি উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে বলে জানান তিনি। কেভসেন্স প্রকল্পটি শুধু প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি --- যেখানে বৈজ্ঞানিক নিখুঁরতা, জনগণের অংশগ্রহণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটেছে। মেঘালয়ের প্রাকৃতিক গুহাসমূহ, যা ক্রমবর্ধমান পর্যটন ও জলবায়ু পরিবর্তনের চাপে রয়েছে, সেইসব অনন্য পরিবেশকে রক্ষা করতে এই ধরনের সমন্বিত পদক্ষেপ ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

PNIe-T NO: 51/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 02/07/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from Reputed Resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre in Kolkata for the following work:-

Name of work: Providing, Installation and commissioning of Split type Inverter Air Conditioning Machines for Tripura Bhavan at Pretoria street, DD block, Unakoti block & Gomati block Kolkata.

1. DNIeT No: 11/B/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2025-26.
2. Estimated Cost: Rs 33,51,993.00
3. Earnest Money: Rs 67,040.00
4. Bid Fee : Rs 1,000.00
5. Period for completion: 60(Sixty) days
6. Last date & time for online Bidding:14/07/2025 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/1320/25

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD,
Agartala

গভীর জঙ্গল থেকে তিন গবাদি পশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৭ জুলাই: সোনামুড়া থানার অন্তর্গত খেদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নাম্বার ওয়ার্ডের গভীর জঙ্গল কিন্তু গবাদি পশু উদ্ধার করেছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। গবাদি পশুগুলি পাচারের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার বিবরণে সোনামুড়া থানার পুলিশে জানিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ সোনামুড়া থানার অন্তর্গত খেদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক গভীর জঙ্গলে অভিযান চালানো হয়েছে। এদিনের অভিযানে সেখান থেকে বাধা অবস্থায় তিনটি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, চুরি করে গবাদি পশুগুলিকে সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে হয়তো সেগুলোকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হতো। পুলিশ গবাদি পশুগুলোকে উদ্ধার করে সোনামুড়া থানায় নিয়ে আসে। উপযুক্ত প্রমাণের মাধ্যমে গবাদি পশুগুলিকে মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

স্বচ্ছ ভারত মিশনকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপুর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে আজ জেলাশাসক ও কালেক্টরের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) ফেজ-জ্জজ্জ বিষয়ক এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত দপ্তরের স্যানিটেশন বিভাগের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে, আইএএস।
জেলার বিভিন্ন ব্লকের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সভায় চলমান স্যানিটেশন প্রকল্পগুলির অগ্রগতি, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ ২০২৫-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকেই জোর দেওয়া হয় এই পর্যালোচনা সভায়।
সভায় জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে স্যানিটেশন ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন ঘটাতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই ধরনের উদ্যোগকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করে চলেছেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বক্তব্যে আত্মনির্ভরতা, আর্থিক দক্ষতা ও প্রতিরক্ষা খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণের উপর জোর, কন্টোলারদের সম্মেলনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রূপরেখা পেশ

নয়াদিল্লি, ৭ জুলাই ২০২৫: প্রতিরক্ষা হিসাব বিভাগের কন্টোলারদের সম্মেলনে আজ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং একটি দৃষ্টিভঙ্গিমূলক বক্তব্য পেশ করেন, যেখানে তিনি আত্মনির্ভরতা, আর্থিক দক্ষতা এবং প্রতিরক্ষা খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, 'অপারেশন সিন্ধুর সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতা এবং দেশীয় প্রযুক্তির সফল প্রদর্শন আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের প্রতিরক্ষা পণ্যের চাহিদা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। বিশ্ব এখন ভারতের প্রতিরক্ষা খাতের দিকে নতুন শ্রদ্ধা ও আস্থার চোখে তাকাচ্ছে।'
প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রতিরক্ষা খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরক্ষা হিসাব বিভাগের ভূমিকাও পরিবর্তন হওয়া জরুরি। তিনি বলেন, "আমরা এখন আর কেবল কন্টোলার নই, বরং ফ্যাসিলিটেটর, যারা শিল্পকে সহায়তা করবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিকে আরও দৃঢ় করবে।" তিনি আরও বলেন, "শান্তিকাল একটি ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। অপ্রত্যাশিত ঘটনা হঠাৎ করেই আর্থিক এবং কৌশলগত দিক থেকে আমাদের প্রস্তুতিকে পরিবর্তন করতে পারে। এইজন্য আমাদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে।"
প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রতিরক্ষা ব্যয়কে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হিসেবে দেখার পরামর্শ দেন এবং বলেন, "এই ব্যয় শুধু নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং অর্থনীতির বিকাশের জন্য একটি শক্তিশালী চালিকা শক্তি।" তিনি জানান, ভারত আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে এক সময় বিদেশ থেকে আমদানি করা অনেক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এখন দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। তিনি বলেন, "আমাদের লক্ষ্য বড় ইঞ্জিন তৈরি করা এবং এই যাত্রা শুরু করতে হবে ভারতীয়দের হাত ধরে।"
তিনি সদ্য চালু হওয়া গবেষণা, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, ১ লক্ষ কোটি টাকার এই প্রকল্প দেশের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে বিপ্লব আনবে। তিনি ড্যাড-কে এই প্রকল্পের অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা নিতে বলেন, বিশেষ করে স্টার্ট-আপ ও এমএসএমই গুলিকে সহায়তা করতে। এছাড়াও তিনি প্রতিরক্ষা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থার কথা বলেন, যেখানে প্রথমবারের মতো "ক্যাপিটেল রুট"-এর মাধ্যমে অস্ত্র কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গান্ধীগ্রাম স্কুল প্রাঙ্গণে ১৭ জুলাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই: পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাকক্ষে আজ নেশামুক্ত ত্রিপুরা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উপর সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করার লক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৭ জুলাই পশ্চিম জেলার অন্তর্গত বামুটিয়া ব্লকের গান্ধীগ্রাম স্কুল প্রাঙ্গণে নেশামুক্ত ত্রিপুরা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উপর সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং নেশামুক্ত ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে স্লোগান লেখার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া নাটক ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে নেশার কবল থেকে মুক্ত দুইজন যুবককে পুরস্কৃত করা হবে। উক্ত সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, বামুটিয়া ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিতাভ ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের সদস্যা চামেলী সাহা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।
পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, জেলার প্রতিটি বিদ্যালয়ে নেশা বিরোধী ও বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে নতুন দিশা দেখিয়ে সঠিক পথে চলার দিকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও শ্লোগানকে কাজে রূপান্তরিত করতে হবে। অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

পুর নিগমের কনফারেন্স হলে শহরাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই: সোমবার পুর নিগমের কনফারেন্স হলে শহরাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে পুর কর্পোরেটরদের পাশাপাশি জল বোর্ডের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে বলে পানীয় জলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপ গ্রহন করেন।
পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহে কি কি সমস্যা রয়েছে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিভিন্ন এলাকার কর্পোরেটরগণ। এএমসি এলাকার মধ্যে রাস্তার ধারে ড্রেন নির্মাণ জল সরবরাহ লাইনের ক্ষতি করছে বলে আজকের এই বৈঠকে উঠে আসে। পাশাপাশি পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহে নতুন কি কি পরিকল্পনা রয়েছে তা নিয়েও আজকের বৈঠকে আলোচনা হয়। সমস্যা নিরসনে ৪৭ টি নতুন প্রকল্পের ভেতর ২৪ টি প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। যা কিছুদিনের ভেতর মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন করা হবে বলে জানান মেয়র। নতুন প্রকল্পগুলি চালু হলে জলের সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলেও আশা প্রকাশ করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চুরাইবাড়ি শাখা অন্যত্র স্থানান্তরিত না করার দাবিতে গণ ডেপুটেশন এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৭ জুলাই: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চুরাইবাড়ি শাখা অন্যত্র স্থানান্তরিত না করার দাবিতে এলাকাবাসীদের পক্ষে গণডেপুটেশন প্রদান করা হয় ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের নিকট।
এলাকাবাসীদের পক্ষে এই গণ ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা ধর, মৌলি দাস, বিশ্বজিৎ দেব ও সেলিম মিয়া সহ অনেকেই। ডেপুটেশন প্রদানকারীরা জানান, ২০১২ সালে দীর্ঘ তালবাহানার পর চুরাইবাড়ি সেল ট্যাক্স কমপ্লেক্স এর ভেতরে স্টেট ব্যাংক এর শাখা পাকাপাকিভাবে বসানো হয়। এরপর থেকেই ভালোভাবে চললেও বর্তমানে ব্যাংকের গ্রাহক সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের পরিধি বাড়ানোর জন্য বড় আকারের একটি ভবনের প্রয়োজন বলে জানান। তাই ব্যাংক অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। আর এই খবর চাউর হতেই চুরাইবাড়ির আপামর জনগণ একত্রিত হয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন। তাদের দাবি কমপ্লেক্স এলাকায় বড় বড় বিল্ডিং রয়েছে যেখানে ব্যাংক স্থানান্তরিত করা যাবে। তাই স্টেট ব্যাংকের শাখাটি চুরাইবাড়ি থেকে অন্যত্র সরানো যাবে না। এই বিষয়ে তারা সেল ট্যাক্স এর ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গেও কথা বলেন।
তবে এই বিষয়ে ব্যাংক ম্যানেজার বলেন, তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন তবে এখনো পাকাপাকি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। এখন দেখার বিষয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভারতের জন্য জীবনের জন্য গোল্ডেন ভিসা চালু, প্রায় ২৩ লাখ রুপি মূল্য

দুবাই, ৭ জুলাই : সংযুক্ত আরব আমিরাত ভারতের জন্য একটি নতুন গোল্ডেন ভিসা প্রোগ্রাম চালু করেছে, যা একবারের জন্য ১,০০,০০০ দিরহাম (প্রায় ২৩.৩ লাখ রুপি) ফিতে জীবনব্যাপী আবাসন সুবিধা দেবে। পূর্বে গোল্ডেন ভিসা পাওয়ার জন্য উচ্চমূল্যের সম্পত্তি বা ব্যবসায়িক বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল, তবে নতুন এই উদ্যোগে তা আর প্রয়োজন নেই। এখন আবেদনকারীদের পেশাগত দক্ষতা, সামাজিক প্রভাব বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে অবদান রাখার সম্ভাবনার ভিত্তিতে গোল্ডেন ভিসা পাওয়া যাবে।
এই গোল্ডেন ভিসা প্রোগ্রামের প্রথম ধাপে ভারত এবং বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং প্রথম তিন মাসে ৫,০০০ এরও বেশি ভারতীয় আবেদন আশা করা হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের রায়াদ গ্রুপ, যা এই প্রোগ্রামের আবেদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে, তাদের কাজের অংশীদার হিসেবে ভিএফএস এবং একটি ভাসকো ভিসা সেন্টারের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। রায়াদ গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রায়াদ কামাল আইউব বলেন, "এটি ভারতের জন্য একটি সোনালি সুযোগ। আমরা প্রক্রিয়াটি সহজতর করেছি, তবে কঠোর চেকিং, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং মূল্যায়ন এবং সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রিনিং নিশ্চিত করছি।"
নতুন গোল্ডেন ভিসা প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে জীবনের জন্য বৈধতা, অর্থনৈতিক অবস্থান নয় বরং দক্ষতার ভিত্তিতে যোগ্যতা, বসবাস, কাজ বা ব্যবসা পরিচালনার স্বাধীনতা, পরিবারের সদস্যদের স্পনসর করার সুবিধা এবং গৃহকর্মী নিয়োগের অনুমতি। আবেদনকারীদের অপরাধমূলক রেকর্ড এবং আর্থিক পটভূমি যাচাইসহ বিভিন্ন স্ক্রিনিং পার করতে হবে।
এই পদক্ষেপটি ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সিইপিএ) চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এসেছে, যা ইতিমধ্যেই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও চলাচল বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে, গোল্ডেন ভিসা প্রোগ্রামটি দক্ষ পেশাদারদের জন্য একটি বড় সুবিধা নিয়ে আসবে, যারা উচ্চ বিনিয়োগ শর্তের কারণে আগে সংযুক্ত আরব আমিরাত-তে বসবাস করতে পারতেন না। পরবর্তীতে এই প্রোগ্রামটি অন্যান্য সিইপিএ অংশীদার দেশগুলিতে, যেমন চীনে, সম্প্রসারিত হতে পারে।
ভারতীয় নাগরিকরা গোল্ডেন ভিসার জন্য রায়াদ গ্রুপের অফিসিয়াল পোর্টাল, ভিএফএস এবং ওয়ান ভাসকো ভিসা সেন্টারগুলো অথবা কল সেন্টার সহায়তার মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পথচারীদের মধ্যে চারা গাছ বিলি, পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিলেন সদর জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব

আগরতলা, ৭ জুলাই : বিশ্ব বনোৎসব উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে পথচারীদের মধ্যে চারা গাছ বিতরণ করেন সদর জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সদর জেলা সভাপতি তন্ময় রায় বলেন, পরিবেশ এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার্থে গাছ রোপণ অত্যন্ত জরুরি। গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য দূষক শোষণ করে এবং বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ত্যাগ করে। গাছ তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবকে কমাতে সাহায্য করে। তাই গাছ রোপণের গুরুত্ব একটু বেশি। আগামী প্রজন্মকেও গাছ রোপণের গুরুত্ব বুঝতে হবে। তাই আমাদের উচিত খালি জায়গা পেলেই গাছ রোপণ করা।
এদিন তিনি আরও বলেন, স্কুল প্রতিষ্ঠানে, বাড়ির আঙ্গিনায়, রাস্তার পাশে গাছ লাগানোর কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে। সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মদতে এভাবে বৃক্ষ নিধনের মিছিল চলমান থাকলে মানবজীবন হুমকির মুখে পড়বে, পরিবেশের বিপর্যয় ঘটবে। এমনকি, দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পৃথিবী ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। তাই গাছ লাগিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আজ সদর জেলা কংগ্রেসের তরফ থেকে পথচারীদের মধ্যে চারাগাছ বিতরণ করা হয়েছে।

কুখ্যাত চোর পুলিশের জালে

আগরতলা, ৭ জুলাই: কুখ্যাত চোর পার্থ করকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে তিনটি চুরির মামলা নথিভুক্ত ছিল।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পার্থ কর(২২)নামে এক অভিযুক্তির বিরুদ্ধে তিনটি চুরির মামলা নথিভুক্ত ছিল। তার বাড়ি ওএনজিসি কাঞ্চনপল্লী এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে ওই যুবক পলাতক ছিল। আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমতলী থানার পুলিশ অভিযানে তাকে গ্রেফতার করেছে। দীর্ঘদিন ধরেই তার খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। আজ তাকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে এনএসএস ও কলেজ এলামনির যৌথ উদ্যোগে আজ বিশ্ব জৈবপণ্য দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৭ জুলাই: সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) ইউনিট ও কলেজে এলামনির এসোসিয়েসনের যৌথ উদ্যোগে আজ বিশ্ব জৈবপণ্য দিবস উদযাপন করা হয়। ২০২১ সাল থেকে বিশ্ব বায়োইকোনমি ফোরামের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছর ৭ই জুলাই এই দিনটি উদযাপন করা হয় যা বর্তমানে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মন্ত্রক দপ্তর স্বীকৃত। এই দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মধ্যে জীববৈচিত্র্য ভিত্তিক পণ্যসমূহের গুরুত্ব ও ভূমিকা তুলে ধরা, যাতে করে নিরবায়নযোগ্য বিকল্পগুলির পরিবর্তে জীবজ উৎপাদিত সামগ্রী বা জৈবপণ্য ব্যবহার বাড়ানো যায়। এই দিবসটি আমাদের সকলের জন্য এক বার্তা; প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারে এগিয়ে আসার আহ্বান করে। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন কলেজ অধ্যক্ষ ড.অনুপম গুহ, অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম জলেফা এইচ এস স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক তথা সাইন্স ফোরামের কনভেনার সহদেব দেবনাথ, কলেজ এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক অরূপ পাটারী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। শ্রী দেবনাথ বলেন জৈবপণ্য বা বায়োপ্রোডাক্ট বিভিন্ন ধরনের উপকরণ নিয়ে গঠিত, যেমন বায়োফুয়েল, বায়োপ্লাসিক, বায়োকেমিকেল এবং অর্গানিক টেক্সটাইল, যা সবই পুনর্নবীকরণযোগ্য জীববৈচিত্র্যপূর্ণ উৎস যেমন উদ্ভিদ, শৈবাল এবং কৃষি বর্জ্য থেকে তৈরি।
আজকে বিশ্ব জৈবপণ্য দিবস উদযাপন একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে, যেখানে জৈবপণ্য ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবন এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রচার করা হয়। এবছরের বিশ্ব জৈবপণ্য দিবসের থিম হল 'প্রকৃতি ও টেকসই উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য' যা প্রকৃতি এবং টেকসই প্র্যাকটিসের পারস্পরিক সংযোগকে প্রচার করে।
ড. অনুপম গুহ বলেন বিশ্বের জনসংখ্যা ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১০ বিলিয়নে পৌঁছানোর পূর্বাভাস রয়েছে; খাদ্য, শক্তি এবং কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রচলিত শিল্পগুলো, যা ব্যাপকভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর, গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন, দূষণ বাড়ছে। বায়োপ্রোডাক্টগুলো টেকসই সমাধান হিসেবে কাজ করে। তিনি সকলকেই সচেতন হওয়ার আহ্বান করেন। অধ্যাপক অরূপ পাটারী বলেন বর্তমানে পলিল্যাকটিক অ্যাসিড থেকে তৈরি বায়োডিগ্রেডেবল প্যাকেজিং উপকরণ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক দূষণের সমস্যা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, যা বায়োডিগ্রেডেবল এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য।
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, যা বায়োডিগ্রেডেবল ফোম প্যাকেজিং উদ্ভাবন করেছে। বিভিন্ন প্রয়াস জারি আছে, সকলকে পরিবেশ রক্ষায় সচেতন হতে হবে।
বিশ্ব বায়োপ্রোডাক্ট দিবস একটি উদযাপনই নয়, এটি একটি পরিবেশবান্ধব বিপ্লবের জন্য অহবান।

ধর্মনগরে পর্যালোচনা সঞ্চায় পূর্ত (পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান) দপ্তরের সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা জেলায় স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর অন্তর্গত বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করেন পূর্ত (পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান) দপ্তরের (এস.বি.এম.) সচিব ব্রিজেশ পান্ডে। আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক পর্যালোচনা সভায় জেলায় স্বচ্ছ ভারত মিশনে যেসমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ হচ্ছে তা পর্যালোচনা করা হয়। এই পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ত (পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান) দপ্তরের (এস.বি.এম.) সচিব ব্রিজেশ পান্ডে। পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এস.বি.এম. (গ্রামীণ)-এর মিশন ডিরেক্টর কুন্তল দাস, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডার্লং, ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ, পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক দীপক কুমার, জেলার আটটি ব্লকের বিডিও, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দীপক হালদার, এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।
সভায় সচিব ব্রিজেশ পান্ডে বলেন, প্রতিটি প্রকল্প রূপায়ণে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে এবং অন্যদেরকেও স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকায় স্বচ্ছ ভারত মিশনে (গ্রামীণ) কি কি কাজ করা হচ্ছে এবং কিভাবে এই কাজের গতি আরও বাড়ানো যায় তা নিয়ে গুরুত্বারোপ করেন সচিব। সভায় জেলাশাসক জানান, জেলায় ৬১ হাজার ৫৩২টি বাড়িতে ইনডিভিজ্যুয়াল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট পিট তৈরি করা হয়েছে। কমিউনিটি কম্পোস্ট পিট তৈরি করা হয়েছে ১৮৩টি, সেগ্রিগেশন শেড তৈরি করা হয়েছে ১৩৩টি। ১ লক্ষ ৩ হাজার ৩৮৮টি বাড়িতে ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে। কমিউনিটি ডাস্টবিন তৈরি করা হয়েছে ৩২৯১টি। এদিনের সভায় স্বচ্ছ ভারত মিশনে জেলায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কদমতলা ব্লকের সাতসঙ্গম, কালাছড়া ব্লকের শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, যুবরাজনগর ব্লকের চারুপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পঞ্চায়েত ও ভিলেজস্তরে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে: মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই: ধরতি আবা জনজাতীয় উৎকর্ষ অভিযান এবং প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএমজনমন) কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে গত ৫ জুলাই লংতরাইভ্যালি মহকুমায় মনু ব্লকের অন্তর্গত ধূমাছড়া কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে এক প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।
এই প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ধরতি আবা জনজাতীয় উৎকর্ষ অভিযান এবং পিএমজনমন এই দুটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প জনজাতি সম্প্রদায়ের সশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা যাতে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেজন্য এই ধরণের প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য বীরসা মুন্ডার স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ভারত সরকারের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রক এই উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্য সরকার তাদের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পঞ্চায়েত ও ভিলেজ স্তরে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এই ধরণের কর্মসূচি ১৫ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় বাস্তবায়িত হবে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক পল দাংশু বলেন, প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রশাসনিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি এই কর্মসূচির লক্ষ্য পূরণে সবাইকে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং যৌথভাবে কাজ করতে আহ্বান জানান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, এমডিসি সঞ্জয় দাস, জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ ও সমাজসেবী সঞ্জিত দেববর্মা প্রমুখ।
এই শিবিরে মনু আইসিডিএস প্রকল্পে বিভিন্ন সামাজিক ভাতার জন্য ২৫টি আবেদনপত্র জমা পড়ে এবং ৩ জন গর্ভবতী মহিলাকে পোষণ কিট দেওয়া হয়। তেমনি ১১৬টি পিআরটিসি, ১০২টি এসটি সার্টিফিকেট, ৪৩টি ইনকাম সার্টিফিকেট ও ৫৬টি রেশন কার্ড ও অন্যান্য আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়। পরবর্তী শিবিরগুলি অনুষ্ঠিত হবে এস কে পাড়া ও করমছড়ায় যথাক্রমে ৭জুলাই ও ৮ জুলাই।

৯ জুলাই তেলিয়ামুড়া মহকুমার ৬ স্থানে বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুলাই: আগামী ৯ জুলাই সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত তেলিয়ামুড়া মহকুমার ছয়টি স্থানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থাৎ ভূমিধস ও বন্যা মোকাবিলার বিষয়ে এক মেগা মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ৩৬ মাইল ও ৪৩ মাইল এলাকায় ভূমিধস বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া তেলিয়ামুড়া ব্লকের চালিতাবাড়ি, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের অন্তর্গত দশমীঘাট প্রাঙ্গণ এবং কল্যাণপুর ব্লকের কুচপাড়া ও মরগাং এলাকায় বন্যা মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন, তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের বিডিও এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। সভায় মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার এবং মহকুমা প্রশাসনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখার আধিকারিক তথা ডিসিএম অমিত রায় চৌধুরী আগামী ৯ জুলাইয়ের মহড়া সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এই মহড়া পরিচালনায় বিভিন্ন দপ্তর, ভলান্টিয়ার টিম, আপদা মিত্র এবং স্থানীয় জনগণ অংশ নেবেন। উল্লেখ্য, মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের ৩৬ মাইল ও ৪৩ মাইল এলাকায় মহড়া চলাকালীন, অর্থাৎ সকাল ৮:৩৫ মিনিট থেকে স্বল্প সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এ বিষয়ে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে, এটি শুধুমাত্র একটি মহড়া। এতে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

গোপন খবরের ভিত্তিতে নাবালিকার বিয়ে আটকে দিল খোয়াই জেলা চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ জুলাই: আবারো এক নাবালিকা বিবাহরোধ করতে এগিয়ে আসলো খোয়াই জেলা চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিট।
ঘটনার বিবরনে জানা যায়, সোমবার খোয়াই জেলা চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিটের কাছে একটি খবর আসে যে, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহড়ছড়া এলাকার ১৫ বছর বয়সী এক নাবালিকা"কে একই থানা এলাকার মহারানীপুর এলাকার বাসিন্দা ভক্ত দাসের ছেলে রাহুল দাস(৩২)তার বাড়িতে তুলে এনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলছে। এই খবর পাওয়া মাত্রই খোয়াই জেলা চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিটের উদ্যোগে, তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে মহারানীপুর এলাকায় সেই ছেলের বাড়িতে অভিযান চালায় এবং ছেলের বাড়ি থেকে নাবালিকা মেয়েটি"কে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে সেই নাবালিকা মেয়েটি চাইল্ড লাইনের তত্বাবধানে রয়েছে। এদিনের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা চাইল্ড প্রটেকশন অফিসের লিগ্যাল কাম প্রফেসন অফিসার প্রশান্ত দেববর্মা, চাইল্ড হেল্প লাইনের কর্মী অপূর্ব ঘোষ সহ অন্যান্য কর্মীরা।
তবে, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে যেভাবে সমাজে নাবালিকা বিবাহের মতো ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আগামী দিনে সমাজের উপর এক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে একাংশ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহলের অভিমত।।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আসাম — আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ পানিসাগরে

আগরতলা, ৭ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগরে ৮ নং জাতীয় সড়ক বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। এরই প্রতিবাদে সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ রাস্তা অবরোধ করেন এলাকার ব্যবসায়ী ও যানচালকরা।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পানিসাগরের সড়কের করুণ দশার ফলে যান চলাচলে গুরুতর সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের উপর। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সড়কটি গাড়ি চলাচলের একেবারেই অনুপযোগী হয়ে পড়ায় পণ্য পরিবহনে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। এতে তাঁদের আর্থিক ক্ষতিও বেড়েই চলেছে।
পাশাপাশি, রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে প্রায়শই সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে, যা জননিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পানিসাগর থানার পুলিশ ও পানিসাগর মহকুমা কার্যালয়ের ডেপুটি কালেক্টর।
তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী ১২ জুলাই থেকে রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হবে। এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। তবে তাঁরা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু না হলে তাঁরা আবারও কঠোর আন্দোলনে নামবেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রশাসনের আশ্বাসকে স্বাগত জানিয়ে সড়ক মেরামতের কাজ যথাসময়ে এবং গুণগত মান বজায় রেখে সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও দাঁড়ালেন অসুস্থ নিশিকা দেববর্মার পাশে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ বহিরাজ্যে যাচ্ছে প্রতিভাবান ক্রিকেটার নিশিকা দেববর্মা। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে রবিবার নিজ বাড়িতে ফিরেছিলো গেলো বছর ত্রিপুরা অনূর্ধ ১৫ দলের হয়ে খেলা এই ক্রিকিটারটি। বেশ কিছুদিন ধরেই একটি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ছিল। শেষে ভর্তি হয় হাঁপানিয়াস্থিত টি এম সি তে। আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত নিশিকার পাশে দাঁড়িয়েছিলো আগরতলার সিনিয়র ক্রিকেটাররা। নিশিকার হাতে তুলে দিয়েছিলেন ১৬ হাজার টাকা। পাশাপাশি খেল ফাউন্ডেশন থেকে ১০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়েছিলো। সোমবার মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল নিশিকার সঙ্গে দেখা করেন। শান্তির বাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এ-র সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সহ এক প্রতিনিধি দল অসুস্থ মহিলা ক্রিকেটার নিশিকার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আর্থিক সহায়তা করেন। জানা গেছে মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয় নিশিকার উন্নত চিকিৎসার জন্য। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন নিশীকার বাবা ও মা।

অধিনায়কোচিত পারফরম্যান্স বিক্রমের তেলিয়ামুড়াকে হারিয়ে বিশালগড় ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশালগড় ফাইনালে পৌঁছোলো। তাও তেলিয়ামুড়া কে হারিয়ে। সেমিফাইনাল ম্যাচে দুর্দান্ত খেলে বিশালগড় নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে তেলিয়ামুড়া কে হারিয়ে সিনিয়র স্টেট মিট এলিট গ্রুপ ক্রিকেটের ফাইনালে প্রবেশ করেছে। আগামী ৯ জুলাই, বুধবার টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ সদরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে আজ, সোমবার অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল ম্যাচে সকালে খেলা শুরুতে টস জিতে তেলিয়ামুড়া প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

বৃষ্টি জনিত আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাচ কমিয়ে ৪৩ ওভার করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৪০.৪ ওভার খেলে তেলিয়ামুড়া ১৪৩ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে দুর্লভ রায় সর্বাধিক ৫৩ রান পায়। দুর্লভ ৫৫ টি বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

বিশালগড়ের বোলার অমিত আলী ৩৯ রানে তিনটি উইকেট পায়। এছাড়া, বিক্রম কুমার দাস ও রিয়াদ হোসেন দুটি করে উইকেট পেয়েছিল।

মূলতঃ অমিত, বিক্রম ও রিয়াদের বোলিং দাপটে তেলিয়ামুড়া বেশিদূর এগোতে পারেনি। এদিকে, পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিক্রম কুমার দাসের দুর্দান্ত ব্যাটিং দলকে নিশ্চিত জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। বিক্রম ৬৬ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১০০ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। সঙ্গে উইকেট রক্ষক বাবুল দে ৩৪ রানে অপরাজিত ছিল। বলে ব্যাটে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে অধিনায়ক বিক্রম কুমার দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

এক টেস্টে শুভমনের ৪৩০ রান

পর দিনই ভারত অধিনায়ককে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক

এজবাস্টনে এক টেস্টের দুই ইনিংস মিলিয়ে ৪৩০ রান করেছেন শুভমন গিল। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে এক টেস্টে সর্বাধিক রান করেছেন তিনি। পর দিনই তাঁকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন উইয়ান মুল্ডার। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ইনিংসেই ত্রিশতরান করেছেন তিনি। এই কীর্তি বিশ্বের আর কোনও অধিনায়কের নেই।বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত না হওয়ায় জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে খেলছেন না দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। তাঁর বদলে মুল্ডার অধিনায়ক হয়েছেন। বাভুমার তিন নম্বরেই ব্যাট করতে নেমেছেন তিনি। তাঁকে থামাতে পারেননি জিম্বাবোয়ের বোলারেরা। ২৯৭ বলে ৩০০ রান করেছেন তিনি। দ্রুততম ত্রিশতরানের রেকর্ড রয়েছেন বীরেন্দ্র সহবাগের দখলে। ভারতের ক্রিকেটার চেন্নাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই ২৭৮ বলে ৩০০ করেছিলেন।দ্রুততম ত্রিশতরান করতে না পারলেও অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ইনিংসে সর্বাধিক রানের রেকর্ড গড়েছেন তিনি। এর আগে অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ইনিংসে সর্বাধিক রানের রেকর্ড ছিল নিউ জিল্যান্ডের গ্রাহাম ডৌলিংয়ের দখলে। ১৯৬৮ সালে ভারতের বিরুদ্ধে ২৩৯ রান করেছিলেন তিনি। সেই রেকর্ড অনেক আগেই ভেঙে ফেলেছেন মুল্ডার।এই প্রতিবেদন লেখার সময়েও মুল্ডার ব্যাট করছেন। সবে টেস্টে দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ না হওয়ায় এই টেস্টের ফলাফলের কোনও গুরুত্ব নেই। তাই মুল্ডারের কাছে সুযোগ রয়েছে ৪০০ রান করার। ব্রায়ান লারার বিশ্বরেকর্ড ভেঙে দেওয়ার। তেমনটা হলে তিনি এমন এক নজির গড়বেন, যা ভাঙা কঠিন হয়ে পড়বে বাকিদের।

ভারতকে ম্যাচ জিতিয়ে চোখে জল বাংলার আকাশদীপের

শুভমন গিল ক্যাচ ধরতেই আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'হাত ছড়িয়ে দিলেন আকাশদীপ। এজবাস্টনে দু'ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়ে তিনি ম্যাচের নায়ক। একগাল হাসি নিয়ে সতীর্থদের জড়িয়ে ধরছেন। নজিরের ম্যাচে স্মারক হিসাবে তুলে নিয়েছেন উইকেট। কিন্তু সেই সাফল্য, সেই হাসির মধ্যে লুকিয়ে ছিল এক যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার কথাই বললেন বাংলার পেসার।

খেলা শেষে মাঠেই ভারতের টেস্ট ক্রিকেটার (এই সিরিজে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় রয়েছেন) চেতেশ্বর পুজারার সঙ্গে কথা বলেন আকাশ। সেখানেই উঠে আসে তাঁর পরিবারের কথা। পুজারা আকাশকে জিজ্ঞাসা করেন, ''খেলা শেষে স্মারক হিসাবে স্টাম্প আর বল নিয়েছ। এটা নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে সকলকে দেখাবে।'' জবাবে আকাশ বলেন, ''একটা কথা আমি কাউকে বলিনি। আমার বড় দিদি আজ দু'মাস ধরে ক্যানসারে ভুগছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি ওর মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলাম। প্রত্যেকটা বলের সময় আমার চোখের সামনে ওর মুখটা ভেসে উঠছিল। আমি ওর জন্য উইকেট পেতে চেয়েছিলাম। ওর কথা ভাবছিলাম। ওর মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। এই জয়টা ওর জন্য।'' আকাশ যখন এই কথা বলছেন, তখন তাঁর চোখে জল। সেই সঙ্গে মুখে হাসি। তাঁকে দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন পুজারাও। তিনি প্রার্থনা করেন, যাতে আকাশের দিদি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এজবাস্টনে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটের পাশাপাশি দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়েছেন আকাশ। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার পেসারের দাপটে ভেঙে পড়েছে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং অর্ডার। জো রুট, হ্যারি ব্রুকের মতো ব্যাটারদের বোকা বানিয়ে আউট করেছেন। বিশেষ করে তাঁর সেরা দুই উইকেট রুট ও ব্রুক। সেই দুই উইকেটের কথা আলাদা করে উঠে এসেছে আকাশের মুখে। এজবাস্টনের পাটা উইকেটে নিজের সাফল্যের রহস্য ফাঁস করেছেন তিনি।

আকাশদীপ এই উইকেটে গুড ও ফুল লেংথে বল করেছেন বেশি। উইকেট লক্ষ্য করে বল করেছেন। ব্যাটারকে খেলানোর চেষ্টা করেছেন। সেই কথা উঠে এসেছে আকাশের কথায়। তিনি বলেন, ''আমি সিমে বল ফেলার চেষ্টা করেছি। উইকেট লক্ষ্য করে বল করেছি। রুটকে তার আগে ক্রমাগত পায়ে বল করছিলাম। যাতে ও ভাবে বল ভিতরের দিকে ঢুকবে। তার পর একটা বল বাইরের দিকে বার করেছি। তাতে ও আউট হয়েছে। ব্রুকের ক্ষেত্রেও অফ স্টাম্পের বাইরে টানা বল করে একটা ভিতরের দিকে ঢুকিয়েছি। আমি জানতাম পিচের ফাটল আমাকে সাহায্য করবে। সেটাই হয়েছে।''

এজবাস্টনে জসপ্রীত বুমরাহের বদলে সুযোগ পেয়েছিলেন আকাশদীপ। তাঁর এই পারফরম্যান্সের পর তৃতীয় টেস্টে লর্ডসে তাঁকে দলের বাইরে রাখা অসম্ভব। তবে আপাতত সে কথা ভাবছেন না আকাশদীপ। এই টেস্টের জয়ের আনন্দ আরও কিছুটা উপভোগ করতে চান। আকাশ বলেন, ''এখন লর্ডসের কথা ভাবছিই না। আপাতত এই জয়টা উপভোগ করব। ইংল্যান্ডের মাটিতে জয় সহজে আসে না। এত ভাল একটা ম্যাচ হয়েছে। আপাতত আজকের রাতটা যাক। তার পর লর্ডসের কথা ভাবব।''

পুজারার সঙ্গে আকাশের কথোপকথনের মাঝেই সেখানে এসে উপস্থিত হন মহম্মদ সিরাজ। তিনিও এই টেস্টে ৭ উইকেট নিয়েছেন। সিরাজ এসে জানান, কী ভাবে আকাশদীপকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সিরাজ বলেন, ''ওকে প্রতিটা বলের পর বলছিলাম, উইকেট নেওয়ার পিছনে ছুটিস না। ঠিক জায়গায় বলটা রাখ। উইকেট এমনই আসবে। ওকে বলছিলাম, ওভারের চারটে বল ঠিকঠাক কর। দুটো বলে উইকেট নিতে হবে। ওভারের প্রথম ও শেষ বলটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই দুটো বলেই ও মার খাচ্ছিল। তার পর আমাকে এসে বলছিল, 'ভাই, কেন আমার উপর চাপ দিচ্ছ।''' সিরাজের মুখে এ কথা শুনে হেসে ওঠেন আকাশদীপ। একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন তাঁরা। বোঝা যাচ্ছিল, একে অপরের সাফল্যে কতটা আনন্দ পেয়েছেন তাঁরা।

হেরে নিজেদের পিচকেই তোপ!

ম্যাচ হেরে নিজের ঘরের মাঠকেই দুষছেন অধিনায়ক! এমনই আজব ঘটনা ঘটল এজবাস্টন টেস্টের পর। ভারতের কাছে ধরাশায়ী হওয়ার পর ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস বলেন, পিচটা নাকি একেবারে ভারতীয় উপমহাদেশের মতো হয়েছে। একেবারে নিজেদের দেশের মতো পিচে খেলেছে ভারত। ইংরেজ অধিনায়কের এহেন মন্তব্যে পালটা দিয়েছে নেটপাড়াও।

তেণ্ডুলকর-অ্যান্ডারসন ট্রফির দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে ভারত। ৩৩৬ রানে হেরেছে ইংল্যান্ড। ম্যাচ শেষে ইংরেজ অধিনায়ক বলেন, ''মনে হচ্ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের পিচে খেলছি। ম্যাচ যত এগিয়েছে, ততই ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে পিচ। ভারতীয় ক্রিকেটাররা যেরকম পরিবেশে অভ্যস্ত, সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেকারণেই পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সাফল্য পেয়েছে ভারত।''

স্টোকসের এমন মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই সরব হন ক্রিকেটপ্রেমীরা। সটান স্টোকসকে 'ছিঁচকাঁদুনে' বলে কটাক্ষ করেছেন অনেকে। সেই সঙ্গে ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকেই বলছেন, 'বাজবল খেলবে বলে ব্যাটিং সহায় পিচ চেয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু সেখানে সুইং শুরু হয়েছে বলেই যত সমস্যা।' আবার কেউ বা বলছেন, 'অহেতুক মেজাজ দেখাচ্ছেন স্টোকস।' খোঁচা দিয়ে কারোর প্রশ্ন, 'উপমহাদেশীয় পিচ হলে তো আরও বেশি টার্ন করত।'

উল্লেখ্য, এজবাস্টনের মাঠ নিয়ে টেস্টের শুরু থেকেই বিতর্ক ছিল। আইসিসি'র নিয়ম, বাউন্ডারির দৈর্ঘ্য হতে হবে ৫৯-৯০ মিটার পর্যন্ত। এজবাস্টনে উইকেটের সোজা বাউন্ডারির দৈর্ঘ্য ছিল মোটে ৬০ মিটার। কিন্তু দীর্ঘতম দূরত্বও খুব বেশি নয়, মাত্র ৬৫ মিটার। অনেকেই বলেছিলেন, কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ মিটার কম করে দেওয়া হয়েছে বাউন্ডারি। টিম ইন্ডিয়ার স্পিন অস্ত্র ভোঁতা করে দেওয়ার লক্ষ্যেই বেন স্টোকসদের এই পরিকল্পনা। কিন্তু নিজেদের পাতা ফাঁদে ইংল্যান্ড নিজেরাই আটকে গিয়েছে। ভারতের রানের পাহাড়ের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে ব্রিটিশ ব্যাটিং লাইন আপ। তারপর অজুহাত দিতে গিয়ে আবারও বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন ব্রিটিশ অধিনায়ক।পাকিস্তানকে ২২ গজে আরও কোনঠাসা করছে আইসিসি করাচি: আগামী বছর থেকে শুরু হতে চলা

উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই সাবালেঙ্কা, রবিবার কোনও অঘটন নেই প্রতিযোগিতায়

উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেলেন এরিনা সাবালেঙ্কা। মহিলাদের শীর্ষ বাছাই স্ট্রেট সেটে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলেন।

এ বারের অঘটনের উইম্বলডনে রবিবার কোনও অঘটন ঘটেনি। সাবালেঙ্কা ৬-৪, ৭-৬ (৭-৪) গেমে হারিয়েছেন ২৪ নম্বর বাছাই এলিস মার্টিনেজকে। মহিলাদের অন্য প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে লড়াই ছিল চার অবাছাইয়ের। আনাস্থাসিয়া পাভলিউচেঙ্কোভা ৭-৬ (৭-৩), ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন সোনাই কার্টালকে। লোরা সিগেমুন্ড ৬-৩, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন সোলানা সিয়েরাকে।

টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বরেকর্ড ডুপ্লেসির

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পরেও বিভিন্ন দেশের টি-টোয়েন্টি লিগে খেলে বেড়ান ফাফ ডুপ্লেসি। তার মধ্যে আইপিএলও রয়েছে। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়ক হিসাবে সর্বাধিক রান করেছেন তিনি। ছাপিয়ে গিয়েছেন বিরাট কোহলিকে।

এখন আমেরিকায় টেক্সাস সুপার কিংসের হয়ে খেলছেন ডুপ্লেসি। সিয়াটেল ওরকাসের বিরুদ্ধে ৫২ বলে ৯১ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। তার পরে রিটায়ার্ড আউট হয়ে যান। তাঁর ব্যাটে ভর করে ১৮৮ রান করে টেক্সাস। ৫১ রানে ম্যাচ জেতে তারা।

এই ইনিংসের পর ক্রিকেটের ছোট ফরম্যাটে অধিনায়ক হিসাবে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন ডুপ্লেসি। ২০৭টা ম্যাচের মধ্যে ২০২ ইনিংসে ৬৫৭৫ রান করেছেন তিনি। তার মধ্যে আট শতরান ও ৪৫ অর্ধশতরান রয়েছে। এত দিন এই রেকর্ড ছিল কোহলির দখলে। অধিনায়ক হিসাবে ৬৫৬৪ রান করেছেন তিনি। তাঁকে ছাপিয়ে গিয়েছেন ডুপ্লেসি।

তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন জেমস ভিন্স। অধিনায়ক হিসাবে টি-টোয়েন্টিতে তাঁর মোট রান ৬৩৫৮। চার ও পাঁচ নম্বরে রয়েছেন ভারতের মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ও রোহিত শর্মা। অধিনায়ক হিসাবে ধোনি ৬২৮৩ ও রোহিত ৬০৬৪ রান করেছেন।

তবে টি-টোয়েন্টিতে সব মিলিয়ে রানের তালিকায় এখনও শীর্ষে রয়েছেন কোহলি। ছোট ফরম্যাটে তাঁর রান ১৩,৫৪৩। ডুপ্লেসি সেখানে ৪২২ ম্যাচে ১১,৮৪৭ রান করেছেন।

আইপিএলে একসঙ্গে তিন বছর খেলেছেন কোহলি ও ডুপ্লেসি। কোহলি নেতৃত্ব ছাড়ার পর ডুপ্লেসিকে অধিনায়ক করেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কিন্তু তিন বছরেও বেঙ্গালুরুকে চ্যাম্পিয়ন করতে পারেননি ডুপ্লেসি। গত বারের বড় নিলামের আগে তাঁকে ছেড়ে দেয় বেঙ্গালুরু। নিলামে তাঁকে কেনে দিল্লি ক্যাপিটালস।

২২ গজের নতুন ভারতকে শুভেচ্ছা সৌরভ, সচিন, বিরাটদের

বার্মিংহ্যাম: টেস্টে প্রথমবার ভারতীয় ক্রিকেট দল জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। নয় নম্বর বারের চেষ্টায় লাল বলের ফর্মাটে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ম্যাচ জিতেছে ভারত। যা পারেননি মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, যা পারেননি বিরাট কোহলি। তা করে দেখালেন শুভমন গিল। ভারতীয় ক্রিকেট দলের টেস্ট ফর্মাটে অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সফরই ছিল ইংল্যান্ডে। প্রথম টেস্টে লিডসে হারলেও বার্মিংহ্যামে জয় ছিনিয়ে নিল টিম ইন্ডিয়া।

৬৩ বছরে এজবাস্টনে প্রথম জয়! টেস্টে রেকর্ড ভারতের, ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সাত নজির শুভমনদের

১৯৬২ সাল থেকে এজবাস্টনে শুরু হয়েছে টেস্ট। কিন্তু প্রথম এশীয় কোনও দলের সেখানে জিততে লাগল ৬৩ বছর। শুভমন গিলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডকে ৩৩৬ রানে হারিয়েছে ভারত। এই টেস্টে জয়ের পর বেশ কিছু নজির গড়েছে ভারতীয় দল। সবচেয়ে বেশি মাঠে টেস্ট জয় এই জয়ের ফলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ম্যাচে টেস্ট জয়ের রেকর্ড গড়েছে ভারত। ১৯৩২ সালে প্রথম বার টেস্ট খেলা শুরু ভারতের। তার পর ৯৩ বছরে বিশ্বের মোট ৮৫ মাঠে ম্যাচ খেলেছে ভারত। তার মধ্যে ৬০ মাঠে জিতেছে তারা। এত দিন ৫৯ মাঠে জিতেছিল ভারত। তাতে যুক্ত হল এজবাস্টন। এই ৬০ মাঠের মধ্যে ২৩ ভারতে। তার মধ্যে চেন্নাইয়ে সবচেয়ে বেশি ১৬ টেস্ট জিতেছে ভারত। বিদেশের মাটিতে ৩৭ মাঠে অন্তত একটা হলেও টেস্ট জিতেছে ভারত। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি টেস্ট জিতেছে মেলবোর্নে। অস্ট্রেলিয়ার এই মাঠে চার বার টেস্ট জিতেছে ভারতীয় দল। লর্ডসে তারা জিতেছে তিন বার। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তারা বিশ্বের ৫৭ মাঠে টেস্ট জিতেছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড। ৫৫ মাঠে এই কীর্তি করেছে তারা। বিদেশে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় ইংল্যান্ডকে ৩৩৬ রানে হারিয়েছে ভারত। এটাই রানের ব্যবধানে টেস্টে ভারতের সবচেয়ে বড় জয়। এর আগে ২০১৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩১৮ রানে হারিয়েছিল ভারত। সেই রেকর্ড ভেঙেছেন শুভমনেরা। শুধু ভারত নয়, ইংল্যান্ডের মাটিতে এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে এটা সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। কনিষ্ঠতম ভারতীয় অধিনায়ক হিসাবে বিদেশে টেস্ট জয়শুভমন ভারতের কনিষ্ঠতম অধিনায়ক যিনি বিদেশের মাটিতে টেস্ট জিতেছেন। ২৫ বছর ৩০১ দিনে এই কীর্তি করেছেন তিনি। এর আগে ১৯৭৬ সালে ২৬ বছর ২০২ দিন বয়সে অকল্যান্ডে নিউ জিল্যান্ডকে হারিয়েছিলেন সুনীল গাওস্কর। তাঁর রেকর্ড ভেঙেছেন শুভমন।ধোনি, কোহলিদের ছাপিয়ে গিয়েছেন শুভমনশুভমন এশিয়ার প্রথম অধিনায়ক যিনি এই মাঠে টেস্ট জিতেছেন। এর আগে ভারতের হয়ে মনসুর আলি খান পটৌদী, অজিত ওয়াদেকর, এস বেঙ্কটরাঘবন, কপিল দেব, মহম্মদ আজহারউদ্দিন, মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, বিরাট কোহলি ও জসপ্রীত বুমরাহ এই মাঠে খেলেও জিততে পারেননি।ইংল্যান্ডে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সেরা বোলিং আকাশদীপেরইংল্যান্ডে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে এক টেস্টে সেরা বল করেছেন আকাশদীপ। এজবাস্টনে দুই ইনিংসে মিলিয়ে ১৮৭ রান দিয়ে ১০ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এর আগে ১৯৮৬ সালে এই মাঠেই ১৮৮ রান দিয়ে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন চেতন শর্মা। ইংল্যান্ডে আর কোনও ভারতীয় বোলারের এক টেস্টে ১০ উইকেটের নজির নেই।বার্মিংহ্যামে এশিয়ার কোনও দলের প্রথম জয় ভারত এশিয়ার প্রথম দল যারা বার্মিংহ্যামের এজবাস্টনে টেস্ট জিতেছে। ন'বারের চেষ্টায় এই জয় পেয়েছে তারা। এর আগে সাতটা ম্যাচে হারতে হয়েছিল ভারতকে। ড্র হয়েছিল একটা ম্যাচ। পাকিস্তান আট বার ও শ্রীলঙ্কা দু'বার এই মাঠে খেললেও এখনও টেস্ট জিততে পারেনি।টেস্টে এক ম্যাচে প্রথম ১০০০ রান ভারতেরএই প্রথম বার টেস্টের দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০০০ বা তার বেশি রান করেছে ভারত। এজবাস্টনে প্রথম ইনিংসে ৫৮৭ রানের পাশাপাশি দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ৪২৭ রান করেছে ভারত। অর্থাৎ, এই টেস্টে মোট ১০১৪ রান করেছে ভারত।

আকাশদীপের বোলিংয়ে মুগ্ধ! দুই ভুল শুধরে প্রত্যাবর্তন

হেডিংলেতে ইংল্যান্ডের কাছে প্রথম টেস্টে হারের পরেই ভারতের বোলিং এবং ফিল্ডিং নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রথম টেস্টে বোলারেরা যে রকম খারাপ বল করেছিলেন, তেমনই ফিল্ডিংয়ের সময় ভারত প্রচুর ক্যাচ ফস্কেছিল। যশস্বী জয়সওয়াল একাই চারটি ক্যাচ ফেলেছিলেন। সেই দুই ভুল শুধরে নিয়েই এজবাস্টনে প্রত্যাবর্তন করেছে ভারত। ম্যাচের পর জানালেন অধিনায়ক শুভমন গিল। ভারতের অধিনায়ক মুগ্ধ আকাশদীপকে নিয়ে।

শুভমন বলেন, ''আগের ম্যাচের পর অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা। এ বার প্রত্যেকটা জিনিস ঠিকঠাক করতে পেরেছি। বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে যে ভাবে উন্নতি করেছি তা দেখে অবিশ্বাস্য লেগেছে। আমরা জানতাম এই পিচে ৪০০-৫০০ রান তুললেই যথেষ্ট। সব ম্যাচে হেডিংলের মতো খেলব না, এটা মাথায় রাখা দরকার।'' পরে চেতেশ্বর পুজারাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে একহাত নেন সমালোচকদেরও। শুভমন বলেন, "এই টেস্টে খেলতে নামার আগে অনেকের অনেক কথাই শুনেছিলাম। প্রশ্ন উঠছিল, কী ভাবে আমরা ২০টা উইকেট নেব বুমরাহকে ছাড়া? কী ভাবে নিতে পারি সেটা দেখিয়ে দিয়েছি। আসলে এই দলটার ক্ষমতা রয়েছে ২০টা উইকেট। সেটা লর্ডসে হোক বা অহমদাবাদ। আমরা একই রকম উদ্যম নিয়ে নামব।''

বোলারদের সম্পর্কে শুভমন আরও বলেন, ''অসাধারণ খেলেছে ওরা। ইংল্যান্ডের টপ অর্ডারকে যে ভাবে নাস্তানাবুদ করেছি আমরা তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। প্রসিদ্ধ হয়তো খুব বেশি উইকেট পায়নি। কিন্তু অসাধারণ বল করেছে।''

জসপ্রীত বুমরাহের জায়গায় এই টেস্টে নেমেছিলেন আকাশদীপ। ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়ে কোচ-অধিনায়কের আস্থার দাম রেখেছেন তিনি। শুভমন বলেন, "সঠিক লেংথে বল রেখেছে এবং বলকে দু'দিকেই ঘোরাতে পেরেছে। এই পিচে কাজটা বেশ কঠিন ছিল। দুর্দান্ত খেলেছে আকাশদীপ।" ব্যাট হাতে একটি টেস্টে ভারতীয় হিসাবে সর্বোচ্চ রান করেছেন শুভমন। পাশাপাশি বিদেশের মাঠে তরুণতম ভারত অধিনায়ক হিসাবে টেস্ট জিতলেন। শুভমন স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি যে কোনও সিদ্ধান্ত ব্যাটার হিসাবেই নেন, অধিনায়ক হিসাবে নয়। ব্যাখ্যা করে শুভমন বলেন, ''আমি আগেও বলেছি, আমি ব্যাটার হিসাবে খেলতে চাই, ব্যাটার হিসাবে মাঠে নামতে চাই এবং ব্যাটার হিসাবে সিদ্ধান্ত নিতে চাই। কখনও কখনও অধিনায়ক হিসাবে আপনি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। কিন্তু ব্যাটার হিসাবে সহজেই সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।''

অতিরিক্ত চাপ না নিয়ে অবসর সময়ে নিজেদের ফুরফুরে রাখছেন ভারতের ক্রিকেটারেরা। সেটা উঠে এসেছেন শুভমনের কথায়। পুজারাকে সাক্ষাৎকারে বলেন, ''আমরা সে দিন পেন্টবল খেলতে গিয়েছিলাম। খুব মজা পেয়েছি খেলতে গিয়ে। এখনও আমার কাঁধের দু'-তিনটে জায়গায় ব্যথা রয়েছে।''

এর পরেই পুজারা তাঁকে প্রশ্ন করেন, দলের অন্দরে 'ফিফা' (কম্পিউটার গেম) খেলা কেমন চলছে? শুভমনের উত্তর, "আরে ফিফা খেলা তো তোমারই সবচেয়ে আগ্রহ থাকত। তুমি চলে যাওয়ার পর আর সে ভাবে খেলা হয় না।" পুজারা বলেন, "তোমাদের সঙ্গে খেলা এখনও বাকি আছে। নিশ্চয়ই এক দিন একসঙ্গে খেলতে বসব আমরা। সে দিন ঋষভকেও (পন্থ) এই কথাটাই বলছিলাম।"

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা লর্ডস টেস্টে যে বুমরাহ খেলবেন তা আবার জানিয়ে দিলেন শুভমন। একইসঙ্গে বললেন, "লর্ডসে টেস্ট ম্যাচে দেশের নেতৃত্ব দিতে নামার চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু হয় না। আমি তাকিয়ে আছি সেই দিকে।"

ইংল্যান্ড সফরে আসা ভারতীয় দলগুলোর মধ্যে আমাদের দলটাই সেরা!

এজবাস্টনে মাঠে যেমন চালিয়ে খেলেছেন, সেই মেজাজেই সাংবাদিক বৈঠক করলেন শুভমন গিল। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে হারের পর দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে শুভমনকে এক সাংবাদিক পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। টেস্ট জিতে সেই সাংবাদিকেরই খোঁজ নেন ভারত অধিনায়ক। প্রতিটা প্রশ্নের সপাটে জবাব দিয়েছেন তিনি।

এজবাস্টন টেস্ট শুরু হওয়ার আগে শুভমন যখন সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন তখন এক সাংবাদিক তাঁকে জানান, এর আগে কোনও দিন ভারত এই মাঠে জিততে পারেনি। শুভমনের উপর কি তা হলে চাপ আরও বেশি? সেই সময় শুভমন জানান, আলাদা কোনও চাপ তাঁদের নেই। আর পাঁচটা টেস্টের মতো এই টেস্টও খেলতে চান তাঁরা।

রবিবার ম্যাচ শেষে সাংবাদিক বৈঠকে গিয়ে শুভমন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন, "আমার প্রিয় সাংবাদিককে তো দেখছি না। উনি কোথায়? ওঁকে দেখতে ইচ্ছা করছিল।" শুভমনের কথা শুনে বৈঠকে উপস্থিত অন্য সাংবাদিকেরা হেসে ফেলেন। তার পর ভারত অধিনায়ক বলেন, "টেস্ট শুরুর আগেও বলেছিলাম, আমি ইতিহাস বা পরিসংখ্যান নিয়ে বেশি ভাবি না। প্রায় ৬০ বছর ধরে আমরা এখানে ন'টা টেস্ট খেলেছি। বিভিন্ন দল এসেছে। আমার মতে, ইংল্যান্ড সফরে আসা ভারতীয় দলগুলোর মধ্যে আমাদের দলটাই সেরা।"

শুভমন স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সিরিজ জেতার লক্ষ্যেই এগোচ্ছেন তাঁরা। তিনি বলেন, "সিরিজ জেতার ক্ষমতা আমাদের আছে। যদি আমরা ঠিক সিদ্ধান্ত নিই ও লড়াই না ছাড়ি তা হলে মনে রাখার মতো একটা সিরিজ সমর্থকদের উপহার দেব।"

'বুমরাহ ছাড়াও ২০ উইকেট তুলতে পারি'

এই টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহকে পায়নি ভারত। তার পরেও ইংল্যান্ডের ২০ উইকেট তুলতে সমস্যা হয়নি। আকাশদীপ ১০ ও মহম্মদ সিরাজ ৭ উইকেট নিয়েছেন। শুভমনের মতে, বুমরাহ না থাকলেও প্রতিপক্ষকে দুই ইনিংসে অল আউট করতে সমস্যা হবে না তাঁদের। ভারত অধিনায়ক বলেন, "দেশের হয়ে খেলার জন্য সেরা ১৬ জনকে নির্বাচন করা হয়েছে। আমার বোলারদের ২০ উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা আছে। জসপ্রীত ভাই বিশ্বের সেরা বোলার। কিন্তু ও না থাকলেও আমাদের যে কোনও বোলিং আক্রমণ প্রতিপক্ষের ২০ উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই টেস্টই তার প্রমাণ।"

'সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে চাই'

এই টেস্টে ব্যাট হাতে রেকর্ড গড়েছেন শুভমন। প্রথম ইনিংসে ২৬৯ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রান করেছেন। তিনিই বিশ্বের একমাত্র ব্যাটার যিনি এক ইনিংসে দ্বিশতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫০-এর বেশি রানের

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

পৃথক অভিযানে প্রায় দেড় কোটি টাকার নেশা সামগ্রী সহ আটক ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / তেলিয়ামুড়া, ৭ জুলাই।। বহি:রাজ্যের লরি থেকে উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে এসকফ। যার বাজারমূল্য আনুমানিক এক কোটি টাকা অধিক হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। ঘটনায় আটক করা হয়েছে দুই যুবককে। তাদের বাড়ি মধ্যপ্রদেশে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, নেশামুক্ত ত্রিপুরা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আমবাসা থানার পুলিশ আমবাসা বেত বাগান নাকা পয়েন্টে রুটিন চেকিং করছিলেন। ঠিক তখনই বহি:রাজ্যের একটি লরিতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। তখনই লরির পেছনে পেঁয়াজের বস্তার আড়াল থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণ এসকফ এর বোতল। সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে আমবাসা থানার পুলিশ। ঘটনায় একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে আরো তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে ধারণা পুলিশের।

এদিকে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন ত্রিশাবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। ওই অভিযানে দুই যুবকের কাছ থেকে ১০ প্যাকেটে মোট ১১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। সাথে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার রানাদিত্য দাস।

জেলা পুলিশ সুপার রানাদিত্য দাস জানিয়েছেন, গতকাল রাতে থানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে ত্রিশাবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে।

সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে দুই যুবকের কাছ থেকে ১০ প্যাকেটে মোট প্রায় ১১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। পাশাপাশি গ্রেপ্তার করে দুই যুবককে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা নেওয়া হয়েছে। বাজেয়াপ্ত নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য আনুমানিক ৫ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান তিনি।

অপরদিকে, মাদকবিরোধী অভিযানের সাফল্য পেলে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশ তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশন সংলগ্ন তৃষাবাড়ি এলাকা থেকে পাঁচ লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ জানিয়েছে, সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান সংঘটিত করে এই সফলতা আসে। পুলিশের দাবি অনুযায়ী রেলস্টেশন সংলগ্ন তৃষা বাড়ি এলাকাতে এই দুই যুবকের সন্দেহজনক আচরণ পরিলক্ষিত হলে তাদেরকে আটক করে তল্লাশি চালালে তাদের সাথে থাকা পাঁচ লক্ষাধিক টাকা বাজার মূল্যের ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়।

এরপর পুলিশ ধৃতদের তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে যায়। এন ডি পি এস একটে মামলা গ্রহণ সাপেক্ষে ঘটনার তদন্ত কাজ এগিয়ে চলবে বলে পুলিশের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে।

সূত্র মারফত খবর পাওয়া গেছে ধৃত দুই ব্যক্তির রেল যুগে তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে নামার পর মোহনপুর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ধৃত দুই যুবক হচ্ছে মোহনপুর ঘোষপাড়া এলাকার দ্বীপায়ন গোপ এবং অগ্রজিৎ গোপ।

স্ত্রীর মানসিক হেনস্থার শিকার স্বামী, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ৭ জুলাই: সভ্য সমাজে নারীরা যেখানে প্রতিনিয়ত নির্যাতিতা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়ে আসছে তখন বিভিন্ন সমাজসেবী ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে যেমন জনপ্রতিনিধি, পুলিশ প্রশাসন এমনকি চাইল্ড লাইন ও মহিলা কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকরা নির্যাতিতা মহিলাদের পাশে এসে দাঁড়ান ন্যায় বিচারের আশায়। তেমনি একজন বিবাহিত পুরুষ যখন নারী কর্তৃক অবহেলা ও দুর্ব্যবহারের শিকার হন তখন তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর মত কেউ থাকেন না। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এখনো যে পুরুষরা লাঞ্ছিত তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ আজকের এই প্রতিবেদনে রয়েছে।

উল্লেখ্য গত ২০২১ সালের ৫ই মার্চ হিন্দু রীতি মেনে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কদমতলা পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃত লালমোহন নাথের ছেলে অমিতাভ নাথের সঙ্গে একই এলাকার ৫নং ওয়ার্ডের সুভাষ নাথের মেয়ে পারমিতা নাথের বিবাহ হয়। ভালোবেসে একে অপরকে বিয়ে করে এক বছর ভালই কাটছিল তাদের সংসার। এরপর স্ত্রী পারমিতা বায়না ধরে সে বহিঃরাজ্যে ডাক্তারি পড়তে যাওয়ার জন্য। সেই মোতাবেক স্বামী অমিতাভ নাথ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কলকাতায় ফিজিওথেরাপিস্ট পড়ানোর জন্য এন্টার্নশিপে ভর্তি করায় বলে জানায় সে। পড়ে সেখানে পড়াশোনা সম্পূর্ণ করে একটি বেসরকারি নার্সিংরুমে চাকুরীও ভাগিয়ে নে পারমিতা। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে অমিতাভের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং সে অমিতাভের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফোন,ওয়াটসআপ,ফেসবুকে ব্লক করে দেয় বলে অভিযোগ। এমতাবস্থায় সে উন্মাদ হয়ে স্ত্রীর খোঁজে কলকাতায় পাড়ি দিলে দুজনের দেখা হয় এবং তখন স্ত্রী পারমিতা সাফ জানায় সে আর বাড়ি ফিরবে না এবং ডিভোর্স দেবে স্বামীকে,এমনই চরম অভিযোগ স্বামী অমিতাভের। অমিতাভ আরো জানায়, তার স্ত্রী নাকি গভীর রাতে জেগে অন্য পুরুষের সঙ্গে ফোনালাপ করতে থাকে। এরই মধ্যে অমিতাভ ধর্মনগর আদালতে ডিভোর্সের জন্য আবেদন করে। যথারীতি আদালত দুপক্ষের সাক্ষ্য বয়ান নিয়ে ডিভোর্স ফাইল তৈরি করে এবং বিভিন্ন তারিখে তাদের শুনানিও হয় বলে জানায় অমিতাভ।

দীর্ঘ সাত বছর পর আইনি লড়াইয়ে জয়ী হলো এডিনগরের সর্বধর্ম মিশন এর পুরানো কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই: আইনি লড়াইয়ে জয়ী হলো এডিনগরের সর্বধর্ম মিশন এর পুরানো কমিটি। আইনি লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার পর সকলে মিলে প্রশাসনের সহযোগিতায় মন্দিরে প্রবেশ করল। দীর্ঘ ৭ বছর আইনী লড়াইয়ের পর পুনরায় সর্ব ধর্ম মিশনের দায়িত্ব পেলো পুরাতন কমিটি। আজ আদালতের রায় হাতে নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগীতায় মন্দিরে প্রবেশ করেন পুরাতন কমিটি। ৭ বছর পর আইনি মাধ্যমে মন্দিরে দায়িত্ব নিয়ে আবেগে ভাসেন পুরাতন কমিটি। তবে বিদায়ী কমিটিকেও আহবান করেন তারাও যেন ফিরে আসে এবং মিলে মিশে এই মিশনকে পরিচালনা করতে সহযোগিতা করে। সাংবাদিক সম্মেলনে এই বার্তা দেন সম্পাদক সত্যজিৎ রায় এবং সভাপতি রঞ্জিৎ কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন বাকি সদস্য সদস্যরা। পাশাপাশি বিদায়ী কমিটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগও তুলেন বর্তমান কমিটি।

রাজ্যে প্রথম অর্গানিক ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন ৯ জুলাই, উদ্বোধনে কৃষি মন্ত্রী

আগরতলা, ৭ জুলাই : অর্গানিক কৃষি ক্ষেত্রকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ এক উদ্যোগ নিয়েছেন। আগামী ৯ জুলাই প্রথমবারের মতো রাজ্যস্তরের অর্গানিক ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন তিনি।

রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ একটি সংস্থা ত্রিপুরা স্টেট অর্গানিক ফার্মিং ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটির আয়োজন করছে। এই প্রবর্তনমূলক পদক্ষেপটি দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নামী জৈব ক্রেতাদের একত্রিত করবে। ত্রিপুরাকে অর্গানিক কৃষিপণ্যের একটি সম্ভাবনাময় কেন্দ্রে পরিণত করার লক্ষ্যে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘোরানো উদ্যোগ বলেই মনে করা হচ্ছে।

এই সম্মেলনে রাজ্যের অর্গানিক ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানিগুলোর সঙ্গে ক্রেতারা সরাসরি সাক্ষাৎ করবেন। যার মাধ্যমে গড়ে উঠবে কার্যকর ব্যবসায়িক সহযোগিতা ও দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব। এই সম্মেলন ত্রিপুরায় প্রথমবার নেওয়া এমন এক উদ্যোগ যেখানে সারা ভারত তথা বিদেশ থেকেও বিভিন্ন নামী জৈব পণ্যের ক্রেতা অংশগ্রহণ করবেন এবং রাজ্যের জৈব কৃষক উৎপাদক সংস্থাগুলির থেকে সরাসরি জৈব পণ্য সংগ্রহে আগ্রহ দেখাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

মেলায় প্রদর্শিত হবে ত্রিপুরার বিভিন্ন উৎকৃষ্ট ও স্বীকৃত জৈব কৃষিপণ্য, যেমন: সুগন্ধিযুক্ত চাল (কালিখাসা ও হরিনারায়ণ), কালো চাল (মাইমি হাঙার), স্টিকি চাল (বিরন), বার্ড আই চিলি (বায়না মরিচ), সুগন্ধি লেবু (গন্ধরাজ), তিল, আদা, হলুদ, ফক্সটেইল মিলেট, কুইন ও কিউ আনারস এবং আরও অনেক কিছু।

এই সম্মেলন ত্রিপুরার জৈব কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য এক মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজ্যের জৈব পণ্যের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের দ্বার খুলে দেবে বলে আশাবাদী কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আনন্দঘন আয়োজনে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর এক্সক্লুসিভ কিডস ডায়মন্ডকালেকশনের শুভ উদ্বোধন আগরতলায়

আগরতলা, ৭ জুলাই: ত্রিপুরার সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য গহনার প্রতিষ্ঠান স্বর্ণকমল জুয়েলার্স রবিবার, তাদের বহু প্রতীক্ষিত কিডস ডায়মন্ড কালেকশন-এর শুভ সূচনা করল আগরতলার শোরুমে এক বর্ণাঢ্য ও প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে অসংখ্য শিশু ও তাদের অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন, যার ফলে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আনন্দ ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর চেয়ারপার্সন গোপাল চন্দ্র নাগ এবং কিসনা ডায়মন্ডস-এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান শিবাশীষ চক্রবর্তী, যাঁরা একসঙ্গে এই নতুন কালেকশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

শিশুদের জন্য একচেটিয়াভাবে ডিজাইন করা এই কিডস ডায়মন্ড কালেকশন-এ রয়েছে খেলাধুলার ছোঁয়ায় পরিপূর্ণ অথচ আকর্ষণীয় ডায়মন্ড গহনা, যা সর্বোচ্চ গুণমান এবং নিরাপত্তার মানদণ্ড মেনে নির্মিত। এতে রয়েছে আকর্ষণীয় মোটিফ, মিষ্টি পেনডেন্ট, হালকা ব্রেসলেট এবং কানে পরার জন্য ছোট ছোট দুল-যা শিশুদের জন্য একেবারেই উপযুক্ত। জন্মদিন, নামকরণ অনুষ্ঠান কিংবা অন্যান্য বিশেষ মুহূর্তগুলিকে স্মরণীয় করে তুলতে এই কালেকশনটি এক অনন্য উপহার।

গোপাল চন্দ্র নাগ তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমাদের ছোট ছোট অতিথিদের জন্য এই নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পেরে আমরা গর্বিত। এই কালেকশন আমাদের উদ্ভাবনী মানসিকতা এবং প্রজন্মজুড়ে অর্থবহ গহনা তৈরির অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।'

শিবাশীষ চক্রবর্তী বলেন, 'ত্রিপুরায় এই প্রথমবারের মতো এমন এক কালেকশন নিয়ে আসতে পেরে কিসনা অত্যন্ত আনন্দিত। ছোটদের কথা ভেবেই এই ডিজাইনগুলো তৈরি করা হয়েছে, যাতে আরাম এবং সৌন্দর্য্য দুটোই বজায় থাকে।'

শিশুদের কথা মাথায় রেখেই এই অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে পরিকল্পনা করা হয়, যেখানে ছিল আঁকার প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, এবং আকর্ষণীয় উপহারের ব্যবস্থা। প্রাণবন্ত পরিবেশ এবং যত্নশীল আয়োজনে দিনটি ছিল স্মরণীয়-ছোটদের জন্যও, বড়দের জন্যও।

এই কিডস ডায়মন্ড কালেকশন শুধুমাত্র স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর আগরতলা ও উদয়পুর শোরুমে একচেটিয়াভাবে উপলব্ধ থাকবে, যা একে এই অঞ্চলের জন্য এক বিশেষ ও অনন্য প্রস্তাব করে তুলেছে।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আস্থা, ঐতিহ্য ও উদ্ভাবনের সমন্বয়ে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স সবার জন্য অর্থবহ গহনার অভিজ্ঞতা প্রদান করে চলেছে।

ধর্মনগরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ জুলাই: ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ধর্মনগরে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও ধর্মনগর পুর পরিষদের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় বিবেকানন্দ সার্ধশত বার্ষিকী ভবনে।অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা রিপন চাকমা, জেলা শিক্ষা দপ্তরের এস.ডি. সমীর রঞ্জন নাথ, জেলা সাংস্কৃতিক কমিটির সদস্য তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সমর চক্রবর্তী, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অশোক দত্ত প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক সঞ্জীব কুমার দাস।

মেলাঘর হাসপাতালে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৭ জুলাই: মেলাঘর হাসপাতালে আজ রক্তদান শিবির হয়। শিবিরে মহিলা সহ ২০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রক্তদান একটি জীবন রক্ষাকারী পদক্ষেপ।যেখানে একজন সুস্থ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়ে অন্য কারো জীবন বাঁচাতে পারেন। রক্তদান একটি নিরাপদ প্রক্রিয়া এবং এতে গ্রহীতা ও দাতার উভয়েরই উপকার হতে পারে। নিয়মিত রক্তদানে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে,তাছাড়া পৃথিবীর মধ্যে যত দান রয়েছে সবচেয়ে বড় দান হচ্ছে রক্তদান। এই রাজ্যে রক্ত দানের চাহিদা মেটানোর জন্য, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা থেকে শুরু করে, বিভিন্ন সংগঠন প্রতিনিয়ত রক্তদানের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে। এবার এই প্রথম সোনামুড়া সাব ডিভিশনাল মেলাঘর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আজ স্বেচ্ছায় এক রক্ত দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শিবিরে হাসপাতালে স্টাফ মিলে মোট ২০ জন স্বেচ্ছা রক্তদান করে।

ত্রিপুরার উন্নয়ন প্রকল্পে ১৪.২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এনইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই: উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ (এনইসি)র সচিব সতীন্দ্র কুমার ভাল্লার-এর সভাপতিত্বে ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা দপ্তরের আধিকারিক এবং এনইসি সচিবালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রধানদের উপস্থিতিতে ৪ জুলাই শিলংয়ের এনইসি কনফারেন্স হলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন প্রস্তাব কোন পর্য্যায়ে রয়েছে এবং এর বাস্তবায়ণ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ ত্রিপুরার পরিকাঠামোগত, আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য এনইএসআইডিএস (সড়ক), এনইএসআইডিএস এবং এনইসি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সময়ে অর্থ প্রদান করে আসছে। আলোচিত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট ফর ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, আগরতলায় ডায়াবেটিক গবেষণা কেন্দ্র, আগরতলা, কুলাই এবং আমবাসায় ট্রমা সেন্টার, রংখিয়া গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অনেক সাব-স্টেশন ও সরবরাহ লাইনের সম্প্রসারণ ও সংস্কার, চন্দ্রপুরের আন্ত:রাজ্য বাস টার্মিনাল, আগরতলায় এনার্জি পার্ক এবং বেশ কয়েকটি রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি। এনইসি ত্রিপুরার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সম্প্রতি ১৪.২২ কোটি টাকা প্রদান করেছে। যার মধ্যে রয়েছে খোয়াই জেলার হাওয়াইবাড়িতে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জলেফায় শূকর প্রজনন খামার স্থাপন, গঙ্গানগর আরডি ব্লক এবং রইস্যাবাড়ি আরডি ব্লকের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা বাস্তবায়ণ। পুকুর খনন এবং ছোট ছোট জলাশয়ের সংস্কার, ৬টি সমন্বিত বীজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন, ২টি আধুনিক কৃষি বাজার, ধলাই জেলায় সমন্বিত প্যাক হাউস নির্মাণ, ব্রুডার হাউস এবং পোল্টি হ্যাচারি স্থাপন, বিবেকানন্দ ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির স্কুলে একটি নতুন ভবন নির্মাণ ইত্যাদি। এই বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে আরও রয়েছে জিএল পণ্যের উপর কর্মশালা, একটি আন্তর্জাতিক রসায়ন সম্মেলন এবং সরকার পরিচালিত অর্কিড বাগানে সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন।

তাছাড়া গত জুন মাসে অতিরিক্ত ১.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। যার মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার গান্ধীগ্রামে বালিকা ছাত্রাবাসের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়েছিল ৪০ লক্ষ টাকা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার মনুবনকুলে ধাম্ম দীপা স্কুলে মেয়েদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য দেওয়া হয়েছিল ৯১,৫৫,০০০ টাকা।

বৈঠকে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ণ ত্বরান্বিত করার উপর জোর দেওয়া হয়। এনইসি উত্তর পূর্ব অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অনুমোদন প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু ও দ্রুত বাস্তবায়ণের জন্য সময়মত তহবিল প্রদান নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

গন্ডাছড়ায় শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৭ জুলাই: ফের গন্ডাছড়া মহকুমায় অস্বাভাবিক একটি মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। সাম্প্রতিককালে একের পর এক অস্বাভাবিক মৃতদেব উদ্ধারের ঘটনায় গোটা মহকুমায় চরম আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার সাতসকালে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাটি ঘটে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার দুদুমণিপাড়ার তথা সাব -জেলখানা সংলগ্ন নতুন নির্মিয়মান বিওসির পাশের একটি বেআইনিভাবে চলা ওয়ার্কশপে।

সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায় যে, গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়ণপুরের বাসিন্দা রতন দেওয়ানের একটি ওয়ার্কশপ রয়েছে উক্ত এলাকায়। ওয়ার্কশপটি বহু দিন ধরে বেআইনিভাবেই চলে আসছে। জানা যায় ওই ওয়ার্কশপটি চালানোর জন্য কোন বৈধ কাগজপত্র বা লাইসেন্স নেই। নেই কোন শ্রম দপ্তরের ছাড় পত্র। বহুদিন ধরেই কাগজপত্র ছাড়াই অবৈধভাবে চলছিল রতন দেওয়ানের ওই ওয়ার্কশপটি। ওই ওয়ার্ক শপের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ থাকায় রতনবাবুর ওই ওয়ার্ক শপে কাজ করার জন্য শ্রমিকরাও আসতে চাইতো না। যদিও সপ্তাহখানেক পূর্বে ফটিকরায় এলাকার দীনদরিদ্র শ্রমিক ভবতোষ দে মোটা অংকের বেতনের প্রলোভনে পড়ে রতন দেওয়ানের ওয়ার্কশপে কাজে যোগ দেন। মাঝে কয়েকদিন ছুটি কাটিয়ে রবিবার কাজে যোগ দেয় ওই শ্রমিক ভবতোষ দে।

সোমবার সাতসকালে পথচারীরা দেখতে পায় রাস্তার পাশের ওই ওয়ার্কশপে এক ব্যক্তি মাটিতে সন্দেহজনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ততক্ষনে ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে যায় বহু পথচারী লোকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ওয়ার্ক শপের মালিক। সংবাদ পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছান গন্ডাছড়া মহকুমা থানার সাব -ইন্সপেক্টর সৌরভ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী। পুলিশের পক্ষ থেকে খবর পাঠানো হয় ফরেন্সিক টিমের কাছে। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে বিদ্যুৎ স্পৃস্ট হয়েই শ্রমিক ভবতোষ দের মৃত্যু হয়েছে। অপরদিকে একাংশ লোকজন তা মানতে নারাজ। তাদের দাবী ওই শ্রমিকের মৃত্যুর পেছনে জটিল রহস্য লুকিয়ে আছে। নিরপেক্ষভাবে পুলিশ তদন্ত করলেই ভবতোষের মৃত্যুর আসল রহস্য বেরিয়ে আসতে পারে।

ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ওয়ার্ক শপের মালিক রতন দেওয়ানের সঙ্গে ঘটনার বিস্তারিত জানতে চাওয়া হলেও সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুলতে নারাজ মালিক রতন দেওয়ান। এতে উপস্থিত জনতার মধ্যে আরো বেশী করে ওই শ্রমিকের মৃত্যুর পেছনে কোন জটিল রহস্য রয়েছে বলে সন্দেহের দানা বাধঁতে শুরু করেছে। তবে সাম্প্রতিককালে একের পর এক অকাল মৃত্যুর ঘটনায় চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে গোটা মহকুমায়।

মেয়াদোর্ত্তীণ বিয়ার উদ্ধার কমলপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ জুলাই: মেয়াদোর্ত্তীণ বিয়ার উদ্ধার করা হল কমলপুরের এক মদের দোকান থেকে। দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

কমলপুরের লাইসেন্সধারী মদের দোকান তথা দুই নং দোকান থেকে ৫৬ কার্টুন মেয়াদত্তীর্ণ বিয়ার বাজেয়াপ্ত করলো আবগারি দপ্তর। এই দপ্তরের সাব ইন্সপেক্টর চয়ন লস্কর রুটিন ভিজিটে কমলপুর এসে দুই নং মদের দোকানে যখন তল্লাশি করছিলেন তখন মোট ৫৬ কার্টুন মেয়াদত্তীর্ণ বিয়ার পান। তিনি সেই বিয়ার গুলো বাজেয়াপ্ত করেন। এদিন দোকান মালিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক।

রাজ্যের সার্বিক বিকাশ ও পরিকাঠামোর সমস্যা নিরসনে

ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে পর্যাপ্ত আর্থিক সুবিধার দাবি জানালেন প্রণজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই: ষোড়শ অর্থ কমিশনের উদ্যোগে আজ নতুন দিল্লিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণ করে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন ও এডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়ের জন্য ষোড়শ অর্থ কমিশনকে বিশেষ অনুদান প্রদানের আহ্বান জানান। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় রাজ্যের পরিকাঠামোগত ঘাটতি বিশেষত বর্ষার সময়ে সড়ক ও রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কথা তুলে ধরে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করার আহ্বান জানান।

তিনি ফরেষ্ট্রি এবং ইকোলজি-র ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দের আহ্বান জানান। পাশাপাশি কৃষি, মৎস্য, ক্ষুদ্র লঘু ও মাঝারি শিল্প এবং রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশেও বিশেষ অনুদানের দাবি জানান। সভায় অর্থমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেন। সেইসাথে রাজ্যের সার্বিক বিকাশ ও পরিকাঠামোগত সমস্যা নিরসনে ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে পর্যাপ্ত আর্থিক সুবিধার দাবি জানান। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য স্পেশাল গ্রান্টের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়টি এদিন অর্থ কমিশনের কাছে তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। রাজ্যের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে বিভিন্ন দাবিদাওয়ার মধ্যে এটি অন্যতম। এছাড়াও রাজ্যে মাছের উৎপাদনের বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ক্ষেত্রের পরিকাঠামো তৈরির জন্য অর্থ কমিশনকে বিশেষ অনুদান প্রদানের আহ্বান জানান অর্থমন্ত্রী। তাছাড়া এদিন অর্থমন্ত্রী অন্যান্য বিভিন্ন দাবিদাওয়ার মধ্যে স্পেশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডের কথা তুলে ধরেন। সভায় রাজ্যের অন্যান্য সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনায় মাদক পাচারের বিষয়টিও উঠে আসে এবং তা মোকাবিলার জন্য সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও আমদানি রপ্তানির উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে বলেও ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। পাশাপাশি সে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি রাজ্যে মেডিকেল ট্যুরিজম এর ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী। সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনা করে রাজ্যের বর্তমান রাজস্ব ঘাটতির দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব সহ দেখার জন্য অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে দাবি জানান।

বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে সচেষ্ট: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুলাই: বর্তমানে রাজ্যের যুব সমাজের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ আগের থেকে অনেকটাই বেড়েছে। রাজ্য সরকারের খেলাধুলার পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়নের চিন্তাধারার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। আজ হোটেল সোনারতরী বি.-ডিভিশন লিগ ২০২৫-২৬-এর শেষ দিনে উমাকান্ত স্টেডিয়ামে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। উল্লেখ্য, গত ৮ জুন থেকে শুরু হওয়া এই ফুটবল লিগে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শান্তিপাড়ার ঐকতান যুব সংস্থা এবং রানার্স হয়েছে বীরেন্দ্র ক্লাব। পুরস্কারপ্রাপক ক্লাবের সদস্যদের হাতে ট্রফি ও নগদ অর্থরাশির চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। আজ উমাকান্ত মাঠে প্রতিযোগিতার শেষ ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাব ও নবোদয় সংঘের মধ্যে খেলাটি গোলশূন্যভাবে ড্র হয়। এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজনে সহায়তায় ছিলো ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার প্রথম থেকেই রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। খেলাধুলার সাথে যত বেশিভাবে যুব সমাজ যুক্ত থাকবে ততই নেশার মতো অভিশাপ থেকে তাদের দূরে রাখা সম্ভব হবে। তখনই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সবকটি দলের সদস্যদের অভিনন্দন জানান এবং আশা প্রকাশ করেন আগামীদিনে তাদের ফলাফল আরও ভালো হবে। আজকের এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি রূপক সাহা প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas